তিস্তা-নদীর বাঁধ

(রোমাঞ্চকর কাল্পনিক নাটক)

শ্রীপ্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

দি ভাণ্ডারী অপেরায় সগৌরবে অভিনীত।

—প্রাপ্তিস্থান—

দি নিউ মানিক লাইব্রেরী

৯৮।২, রবীন্দ্র সরণি,

কলিকাতা-৬।

প্রথম সংস্করণ]

কান্নার মাঝে হাসি!　　　　　　বীরত্বের মাঝে শিহরণ!

সুপ্রসিদ্ধ রায় অপেরার বিজয়-বৈজয়ন্তী

শ্রীগৌর চন্দ্র ভড় প্রণীত

রোমাঞ্চকর কাল্পনিক নাটক

দস্যু মোহন

চুরি, শয়তানী, ভয়, সন্দেহ, হত্যা, লুণ্ঠন। মহানগরের বুকে দস্যু মোহনের পৈশাচিকতা। অট্টহাসিতে শাসকের শাসনদণ্ড কম্পিত। নদীগর্ভে বরবেশী সুবর্ণ ও কনেবেশী সুষমার সলিল-সমাধি। পুত্রশোকে মহানগর-প্রতিনিধি রত্নেশ্বরের প্রতিহিংসা। পুত্রহন্তা সন্দেহে প্রভুপুত্র মহানগরের রাজপুত্র সুশান্তের হত্যার উদ্যোগ। কন্যা মুক্তোর আর্তনাদে সুশান্তের কাতর প্রার্থনায় জল্লাদের রক্ত-স্রোতে দস্যু ধ্বংসকারী করালের সৃষ্টি। রাজপুত্রের জীবনরক্ষা ও দস্যু মোহনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা।

তারপর?

দস্যু মোহন কর্তৃক সুষমার নির্য্যাতন। বালক গোপালের চক্ষু উৎপাটন। রত্নেশ্বর-কন্যা মুক্তো লুণ্ঠন। হিংসাযজ্ঞে রত্নেশ্বরের রক্তে পূর্ণাহুতি দানের কালে করাল কর্তৃক দস্যু মোহন ধৃত। মুক্তো সুশান্ত আর সুবর্ণ সুষমার শুভ মিলন।

কে এই করাল? কে এই দস্যু মোহন?

দেখুন—পড়ুন—অভিনয় করুন। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

দে সাহিত্য কুটীর—১১, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৬।
শ্রীপঞ্চানন দে কর্তৃক প্রকাশিত। ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস, ১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব

৺ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—

বাবা!

জানি না, আজ আপনি কোথায়? কোন স্বর্গের কোন অদৃশ্য লোকে? যেখানেই থাকুন, আপনার অমর স্মৃতির পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম আমার অশ্রুসিক্ত এই 'রিক্তা-নদীর বাঁধ'। দীন সন্তানের এই দীনতম উপচার গ্রহণ করুন। ইতি—

সেবক—

প্রসাদ।

ভূমিকা

যাত্রার নাটকে ভূমিকা লেখার কোন দরকার আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তবুও এই ভূমিকা। তাহার কারণ ইহাই নাকি প্রথা। রিক্তা-নদীর বাঁধ সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাটক। এই নাটকে ইন্দ্রজিৎ ও বিশ্বজিৎ ভ্রাতৃপ্রেমের এক উজ্জ্বল আদর্শ। জগতে ভাই ভাইএর মধুর সম্বন্ধ যে হিংসার কুটিল দৃষ্টিতে কলুষিত হওয়া উচিত নয় ইহাই আমার বক্তব্য। নাটকখানি পড়িয়া পাঠক যদি ভ্রাতৃপ্রেমের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন তবেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। সুপ্রসিদ্ধ দি ভাণ্ডারী আপেরার সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্তশম্ভুনাথ মোদক মহাশয়ের পরিচালনায় আমার রিক্তা-নদীর বাঁধ দর্শক-সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। ইহার জন্য উক্ত অপেরা পার্টির কুশলী অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের অভিনয়-নৈপুণ্যও স্মরণীয়। তাঁহাদের কাছে এবং যাত্রা-জগতের অন্যতম সুদর্শন নট শ্রীযুক্তপালানচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। পরিশেষে, এই নাটকের প্রকাশক শ্রীযুক্তপঞ্চানন দে মহাশয় ও যাত্রা-জগতের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত মোহিত বিশ্বাস নাটকীয় ভংগী ও সংলাপের পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া নাটকটি সুন্দর করিয়া তোলেন। আমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী।

ইতি—

গ্রন্থকার।

—চরিত্রাবলী—

—পুরুষ—

ইন্দ্রজিৎ	...	...	কমলগড়ের রাজা।
বিশ্বজিৎ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ।
প্রদীপ	...	...	ঐ পুত্র।
রুদ্রপ্রতাপ	...	...	ঐ মন্ত্রী।
চন্দ্রসেন	...	...	মন্ত্রীপুত্র।
ভৈরব	...	...	ইন্দ্রজিতের ভগ্নীপতি।
বেচারাম	...	...	ভৃত্য।
এককড়ি	...	...	কবিরাজ।
ভোলানাথ	...	...	ঐ ভাগিনেয়।
চন্দন	...	...	শিক্ষিত যুবক।
মংগল	...	...	ঐ সহচর।
পরাণ	...	...	চাষী।
সিধু পাগলা	...	...	জনৈক পাগল।

—স্ত্রী—

কাঞ্চন	...	...	ইন্দ্রজিতের পত্নী।
মহামায়া	...	...	ঐ মাতা।
কণিকা	...	...	অপরিচিতা।
মাধবী	...	...	মহামায়ার কন্যা।

রিক্তা-নদীর বাঁধ

——:(*):——

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ।

রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। কালী কৈবল্যদায়িনী মা! কই রে বেচারাম—

বেচারামের প্রবেশ।

বেচারাম। এই যে কর্তা!

রুদ্রপ্রতাপ। হ্যারে! নর্তকীদের ডেকেছিস্?

বেচারাম। না।

রুদ্রপ্রতাপ। সুরা এনেছিস্?

বেচারাম। না।

রুদ্রপ্রতাপ। বেচারাম!

বেচারাম। চোখ রাঙিও না কর্তা! বেচারাম এখন আর তোমার চাকর নয়।

রুদ্রপ্রতাপ। কি বলছিস্?

বেচারাম। ঠিকই বলছি। এতদিন কুমারবাহাদুর নাবালক ছিল

তাই তুমি রাজ্য দেখাশোনা করেছিলে, আমিও তোমার হুকুম শুনে এসেছি। কিন্তু—

রুদ্রপ্রতাপ। কিন্তু আজ কুমারবাহাদুর রাজা হয়েছেন, তাই আমার কথা আর শুনবি না?

বেচারাম। না।

রুদ্রপ্রতাপ। যা, কুমারের আসবার সময় হলো। নর্তকীদের ডেকে নিয়ে আয়—আর সুরা নিয়ে আয়—

বেচারাম। পারবো না।

রুদ্রপ্রতাপ। [সক্রোধে] বেচারাম! [পিস্তল বাহির করিল]

বেচারাম। আজ্ঞে—যাচ্ছি—যাচ্ছি—কর্তা! [প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। সুরা—আর সংগিনী! মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে আনার এমন ঔষধ আর নেই।

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ইন্দ্রজিৎ। মন্ত্রীমশাই!

রুদ্রপ্রতাপ। এসো বাবাজী, এসো! কালী করালবদনী মা! [প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্রজিৎ। আপনি চলে যাচ্ছেন মন্ত্রীমশাই?

রুদ্রপ্রতাপ। যেতে আর পারছি কই বাবা? মন তো কাশী-ধামের দিকে কেবলই টানছে। কালী করালবদনী মা!

ইন্দ্রজিৎ। আমি তো বলছি—

রুদ্রপ্রতাপ। আমিও তো বলছি তাই। একে তুমি যুবক, তায় রাজা! কাজেই আমার মত বুড়োর সব সময় তোমার কাছে কাছে থাকাটা মোটেই উচিত নয়।

ইন্দ্রজিৎ। মন্ত্রীমশাই!

রুদ্রপ্রতাপ। তুমি নাচগান শুনবে, ফুর্তি করবে, হয়তো একটু-আধটু—

ইন্দ্রজিৎ। মন্ত্রীমশাই!

রুদ্রপ্রতাপ। আমি আসি বাবা! পরে দেখা হবে। কালী করালবদনী মা!

[বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান।

ইন্দ্রজিৎ। কমলগড় আর চম্পাগড়! দুটো পাশাপাশি রাজ্য! শক্তির বলে শুনেছি চম্পাগড়ই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দানশীলতায় কমলগড়ের চেয়ে সে অনেক নিকৃষ্ট।

নর্তকীগণের প্রবেশ।

ইন্দ্রজিৎ। এসো নর্তকীগণ! তোমাদের মধুকণ্ঠের স্থললিত সংগীত-লহরীতে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও—

নর্তকী।

গীত।

আজি কথা নয়,
ওগো হাসি আর গানে ভরে থাক শুধু আঙিনা।
চাঁদিনী এ রাতে বয়ে যাক ওলো সুমধুর দখিনা।
জ্বলুক দিপালী মালা,
কাননে কুসুম ঢালা—
প্রিয়পরশনে মধুশিহরণে—হয়ে যাই মোরা বিলীনা॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্রজিৎ। [সুরা পান] সুরা—আরও সুরা চাই—

বেচারামের প্রবেশ।

বেচারাম। আর মদ খেও না বড় রাজা!

ইন্দ্রজিৎ। আমি মদ খেলে তোর কি?

বেচারাম। না, আমার আবার কি? আমি চাকর, মনিব থাক আর যাক্, আমার মাইনেটা পেলেই হল। চিরকাল চিরযুগ তো এই নিয়মই চলে আসছে বড় রাজা।

ইন্দ্রজিৎ। তবে মদ খেতে নিষেধ করছিস্ কেন মূর্খ?

বেচারাম। মুখ্যু বলেই তো নিষেধ করছি, নইলে কি কেউ গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যায়?

ইন্দ্রজিৎ। আচ্ছা বেচারাম! দেশে তোর কে আছে?

বেচারাম। দেশে কেউ থাকলে মরতে তোমাদের এখানে পড়ে থাকবো কেন?

ইন্দ্রজিৎ। আচ্ছা তুই বাইরে যা!

বেচারাম। যে আজ্ঞে, আমি বাইরে যাই আর তুমি বসে বসে পেট বোজাই করে মদ খাও! কি বলবো, আজ তুমি বড় হয়েছো— রাজা হয়েছো, নইলে এই বেচারাম তোমার গালে—

ইন্দ্রজিৎ। বেচারাম!

বেচারাম। আমার কথায় রাগ করো না বড় রাজা! রাজা-বাহাদুর মারা যাওয়ার পর থেকে আমি যে তোমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি! তাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে তুমি এখন নাবালক নও, তুমি এখন…

নেপথ্যে। রাজা কই? রাজা কই—

ইন্দ্রজিৎ। ও কি? ও কারা চীৎকার করছে?

রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। কতকগুলো ছোটলোকের দল! আমি এখনি ওদের প্রহরী ডেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।

ইন্দ্রজিৎ। প্রহরী ডাকতে হবে না। ওরা কি চায়?

রুদ্রপ্রতাপ। ওদের কথা আর ব'লো না বাবা! বেটারা রাম-রাজত্বে বাস করছে, তবু—

ইন্দ্রজিৎ। তবু?

রুদ্রপ্রতাপ। তবু 'খেতে পাচ্ছি না—খেতে দাও' বলে চেঁচাতে ছাড়ে না! কালী করালবদনী মা!

ইন্দ্রজিৎ। খেতে পেলে কেউ চীৎকার করে নাকি মন্ত্রীমশাই?

রুদ্রপ্রতাপ। করে বৈকি বাবাজী! ওরা সব কুকুরের জাত যে, হাজার খেলেও তবু ছোঁচামীটা ছাড়তে পারে না। স্বভাবের দোষ কি-না।

ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু আমি তো শুনেছি পাতের একমুঠো এঁটো ভাত পেয়েই, কুকুররা গৃহস্থের মংগল কামনা করে চলে যায়?

রুদ্রপ্রতাপ। তা যায়—তবে—

ইন্দ্রজিৎ। মন্ত্রীমশাই! ওরা আমার রাজ্যের দীন-দুঃখী প্রজা! পেটভরে দুটি মোটা ভাত আর পরণে একখানা মোটা কাপড় পেলেই ওরা সন্তুষ্ট হয়!

রুদ্রপ্রতাপ। না বাবা! এ তোমার ভুল ধারণা। ওরা ভিখারীর জাত! রাজার ঐশ্বর্য পেলেও ওদের পাওয়ার আশা মেটে না। বেচোরাম! প্রহরীদের হুকুম দে—ওদের তাড়িয়ে দিক—

বেচোরাম। যে আজ্ঞে—

ইন্দ্রজিৎ। না বেচারাম! তুই ওদের একজনকে এখানে নিয়ে আয়—আমি ওদের আবেদন শুনবো!

বেচারাম। যে আজ্ঞে! [প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। তুমি ওদের প্রাসাদে ঢুকতে দিচ্ছো?

ইন্দ্রজিৎ। দিচ্ছি! কারণ, প্রাসাদটা ওদের বলে!

রুদ্রপ্রতাপ। সে কি? রাজ-প্রা-সা-দ—

ইন্দ্রজিৎ। গড়ে উঠেছে ওদেরই দানে। ওরাই নিজেদের দেহের রক্ত তিলে তিলে ক্ষয় করে অর্থে-সামর্থে পূর্ণ করেছে রাজ-ভাণ্ডার, তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে রাজভবন।

রুদ্রপ্রতাপ। ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। যাদের পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এই প্রাসাদ, তারা যদি আজ সেখানে এসে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াবার সুযোগ না পায় তাহলে ভগবানের কাছে আমরাই অপরাধী হব মন্ত্রীমশাই!

পরাণকে লইয়া বেচারামের প্রবেশ।

পরাণ। মহারাজের জয় হোক!

ইন্দ্রজিৎ। কি বলতে চাও তোমরা?

পরাণ। মহারাজ! আজ পাঁচ বছর রিক্তা-নদীর বাঁধ ভেঙে আমাদের ঘর-বাড়ী বানের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মাঠে ফসল নেই—ক্ষেত অজন্মা!

ইন্দ্রজিৎ। তারপর?

পরাণ। মহারাজ! আমাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, রোগে ওষুধ জোটে না। কারও বা একখানা ভাঙা কুঁড়ে আছে, কারও-বা নেই। তার উপর কাল—

রুদ্রপ্রতাপ। আমার কর্মচারী গিয়ে খাজনা চেয়েছে—তাই ওরা তাকে নির্মমভাবে প্রহার করেছে।

পরাণ। মিথ্যা কথা মহারাজ! তিনিই বরং কাল আমাদের মার-ধোর করে—আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

রুদ্রপ্রতাপ। ওদের তুমি বিশ্বাস করো না বাবাজী! ও সব সাজানো মিথ্যা কথা!

ইন্দ্রজিৎ। গরীবের কথা আবার সত্য হয় কবে মন্ত্রীমশাই? ওদের জীবনটাই তো মিথ্যা।

রুদ্রপ্রতাপ। তা যা বলেছো! যা ব্যাটা, যা—

ইন্দ্রজিৎ। না, দাঁড়াও! তোমাদের কত বছরের খাজনা বাকী?

পরাণ। দু' বছরের মহারাজ!

রুদ্রপ্রতাপ। কালই সব খাজনা নাজিরখানায় জমা দিবি ছোট-লোকের দল!

ইন্দ্রজিৎ। খাজনা তোমাদের দিতে হবে না ভাই!

রুদ্রপ্রতাপ। তুমি কি তবে ওদের দু' বছরের খাজনা মাপ ক'রে দিলে?

ইন্দ্রজিৎ। শুধু মাপ নয়, সরকার থেকে কিছু সাহায্যের ব্যবস্থাও করা হবে!

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা!

ইন্দ্রজিৎ। মন্ত্রীমশাই! আজ থেকে আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো ওই রিক্তা-নদীর বাঁধ বাঁধার জন্য! আপনারা সবাই একাজে আমাকে সাহায্য করবেন!

রুদ্রপ্রতাপ। সাধু—সাধু! কিন্তু বাবা, পাঁচ বছরের চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে—

ইন্দ্রজিৎ। চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে আপনাদেরই জন্য। কারণ দরিদ্র প্রজাদের মন রাখতে যে পরিমাণ অর্থ আপনারা ওই বাঁধের জন্য ব্যয় করেছেন তার বেশীর ভাগই জমা হয়েছে আপনার আর আপনার কর্মচারীদের খাস-তহবিলে।

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা!

পরাণ। মহারাজের জয় হোক!

ইন্দ্রজিৎ। যাও পরাণ! আমি যখন রাজ্যভার হাতে নিয়েছি—তখন প্রাণ দিয়েও তোমাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করবো!

পরাণ। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট মহারাজ! এমন রাজার রাজত্বে বাস করে যদি না খেয়ে দিন কাটাতে হয়, তাতেও দুঃখ নেই।

ইন্দ্রজিৎ। পরাণ!

পরাণ। ভগবান আপনার মংগল করুন মহারাজ!

[প্রস্থান।

ইন্দ্রজিৎ। মন্ত্রীমশাই! পিতার মৃত্যুর পর আমি মাতুলালয়ে ছিলাম। এর মধ্যে রাজ্যে যে এত পরিবর্তন ঘটেছে কই আপনি তো আমাকে জানাননি?

রুদ্রপ্রতাপ। জানাইনি কারণ তুমি নাবালক ছিলে বলে।

ইন্দ্রজিৎ। কালই আপনি আমার সঙ্গে নগর-ভ্রমণে যাবেন।

রুদ্রপ্রতাপ। কিন্তু বাবাজী! বাঁধ বাধতে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে?

ইন্দ্রজিৎ। হবে।

রুদ্রপ্রতাপ। একে প্রজাদের খাজনা মকুব, তায় বাঁধের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে—

ইন্দ্রজিৎ। তা রাজ-ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ অভাব?

রুদ্রপ্রতাপ। নিশ্চয়! আমিও তাই বলছি—

ইন্দ্রজিৎ। রাজ-ভাণ্ডার শূন্য হলেও আপনাদের নিজস্ব ভাণ্ডার তো ঠিকই আছে মন্ত্রীমশাই? অর্থাভাবে নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়নি, দেশের লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে, বৈদেশিক রাষ্ট্রের কাছে যথেষ্ট ঋণও করতে হয়েছে। কিন্তু আপনাদের মাসিক বেতন এ পর্যন্ত একদিনেরও তো বাকী নেই?

রুদ্রপ্রতাপ। ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। যে টাকা এতদিন সঞ্চয় করেছেন আজ দেশের মংগলের জন্য তার কিছুও যদি খরচ করেন তাতে আপনার পুণ্য না হলেও পাপের বোঝা কিছুটা কমে যেতে পারে!

[প্রস্থান।

বেচারাম। আর কেন কর্তা! অনেক তো করলে, এইবার মানে মানে একদিকে সরে পড়ো!

রুদ্রপ্রতাপ। বেচারাম!

বেচারাম। নইলে প্রাণও যাবে আর মানও হারাতে হবে!

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। রুদ্রপ্রতাপ মরার আগে কমলগড়কে শ্মশান করে দেবে—কালী করালবদনী মা—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দনের বাড়ী।

এককড়ির প্রবেশ।

এককড়ি। চন্দন—ও চন্দন—? কই, কাউকে যে দেখতে পাচ্ছি না! কণিকাই বা গেল কোথায়? ও—কণিকা—

কণিকার প্রবেশ।

কণিকা। কাকে চাই?

এককড়ি। এস এস! তোমার দাদা কোথায়?

কণিকা। কোথায় গেছেন ঠিক বলতে পারি না!

এককড়ি। ও—যাই হোক তোমার কাছেই দিয়ে যাই—

কণিকা। কি?

এককড়ি। টাকা হে টাকা! এই নাও পঞ্চাশ টাকা আছে এই থলিতে। আবার পরে পাঠিয়ে দেবো।

কণিকা। টা-কা!

এককড়ি। আরে! তুমি যে অবাক হয়ে গেলে?

কণিকা। এত টাকা আপনি আমাদের—

এককড়ি। এ আর ক'টা টাকা বলো? প্রয়োজন হলে আরও দেবো। আহা! তোমরা তো আর আমার পর নও! তাও কি চন্দন বলতে চায়! আমিই তো জোর করে সব খবর জেনে, এই টাকাগুলো দিতে এলাম!

কণিকা। টাকা—দিচ্ছেন আপনি?

এককড়ি। দিচ্ছি মানে কি? এটা তো আমার কর্তব্য! ধর, আজ তুমি না হয় এখানে আছো। কিন্তু কাল যখন আমার বাড়ী যাবে?

কণিকা। আমি যাবো আপনার বাড়ী?

এককড়ি। তবে আর বলছি কি! মেয়েছেলে চিরদিন তো আর বাপের বাড়ী থাকে না কণিকা, স্বামীর ঘর তাকে করতেই হবে! তবে দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে। ফুল না ফুটলে তো কিছুই হয় না!

কণিকা। আপনার কথা—

এককড়ি। ঠিক বুঝতে পারছো না? সে কি! তোমার দাদা তোমাকে কিছু বলেনি?

কণিকা। কই, না তো!

এককড়ি। তবে আমিই বলি শোন, আগামী অগ্রাণেই তোমার সংগে আমার শুভ-পরিণয় হবে।

কণিকা। কবিরাজ কাকা!

এককড়ি। আঃ, এখন থেকে আর কাকা-টাকা বলো না বাপু! আজ বাদে কাল যখন—

কণিকা। না-না, এ হতে পারে না! আপনার সংগে আমার বিয়ে—

এককড়ি। দেখ পাড়াপড়শী সুবাদে অনেকে অনেক-কিছুই বলে থাকে। তাবলে বিয়ের পর সেটা তো আর মনে রাখা চলে না!

কণিকা। আমি আপনার মেয়ের চেয়েও ছোট, দয়া করে আপনি আমার এতবড় সর্বনাশ করবেন না!

এককড়ি। বলি সর্বনাশটা আবার করলুম কিসে? কবুকরে

হাজার টাকা পণ দিয়ে আমি তোমাকে বিয়ে করছি! এছাড়া বিয়ের খরচ, মায় তোমার গয়না-গাঁটী যা-কিছু দরকার হবে—

কণিকা। থামুন! গয়না-গাঁটী টাকাকড়িতে পেট ভরে, মন ভরে না কাকা!

এককড়ি। আঃ, আবার কাকা! নাঃ, তোমাদের দেখছি দয়া করাটাও অন্যায়!

কণিকা। দয়া করা অন্যায় নয় কবিরাজ কাকা, দয়া ধনীর মহৎ গুণ—গরীবের বাঁচার একমাত্র উপায়! আপনি বড়লোক, আপনার দয়ার দান না পেলে, আমরা কেমন করে বাঁচবো! দাদা বেকার, সংসার চলে না। দু'বেলা পেট ভরে আমরা খেতেও পাই না! তার উপর আমার বিয়ের খরচ যোগানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব!

এককড়ি। তাই তো আমি দয়া করে তোমাকে গ্রহণ করে তোমার দাদাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি।

কণিকা। আপনি মহানুভব—আপনার অসীম করুণা—

এককড়ি। এই দেখ দেখি, এবার তুমি আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছো! কি জান কণিকা! মাথার চুল, পাকলেও, দাঁত দু' একটা পড়লেও বয়স আমার এমন-কিছু হয়নি। সেদিন কোষ্ঠিটা বার করে হিসেব করে দেখলাম, ষাটের কোটা অতিক্রম করেছি মাত্র!

কণিকা। এ বয়সে—

এককড়ি। এ বয়সে বিয়ে করেও পাঁচ-পাচটি বংশধর রেখে যাবার আশা রাখি! থাক! তাহ'লে তুমি কি চাও বল?

কণিকা। দু' হাজার টাকা আপনি আমাদের দিন—

এককড়ি। দু' হাজারই দেবো, কিন্তু কেন?

কণিকা। আমার বিয়ের খরচ। পরে এটা আমিই আপনাকে শোধ দেবো।

এককড়ি। তুমি যখন আমারই ঘরে যাচ্ছো—

কণিকা। আপনার ঘরে যাবো আমার বিয়ের পর, আপনাকে প্রণাম করে আসতে।

এককড়ি। আরে, বিয়ে তো হবে আমার সংগে!

কণিকা। না, বিয়ে হবে চন্দ্রসেনের সংগে, আপনার নিমন্ত্রণ রইলো!

এককড়ি। কি—চন্দ্রসেনের সংগে তোমার বিয়ে হবে আর আমি দেবো তার খরচ?

কণিকা। দিলেনই-বা? ওষুধ-বিক্রী টাকার কিছু না হয় গরীব বামুনের মেয়ের বিয়েতে খরচ করলেন! তাতে আপনার পূণ্যই হবে।

এককড়ি। তুমি তাহ'লে আমাকে বিয়ে করবে না?

কণিকা। ছিঃ, কবিরাজ কাকা! আমি আপনার মেয়ে! আমার কাছে এ প্রস্তাব করার আগে আপনার লজ্জা হওয়াই উচিত ছিল!

এককড়ি। আচ্ছা, আমিও এককড়ি কবিরাজ! [প্রস্থানোদ্যত]

কণিকা। টাকাটা নিয়ে যান—

এককড়ি। টাকা নেবে না?

কণিকা। প্রতিদান দেওয়ার যোগ্যতা যাদের নেই, দান নেওয়াও তাদের মহাপাপ! [টাকার থলি প্রদান]

এককড়ি। আচ্ছা! দেখা যাবে এ দম্ভ কতদিন থাকে!

[প্রস্থান।

কণিকা। সমাজের এইসব জীবগুলো ভেবে দেখে না যে টাকায় নারীর দেহ কেনা যায়—কিন্তু মন পাওয়া যায় না!

চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। কণিকা! কবিরাজ কাকা এসেছিলেন?

কণিকা। এইমাত্র চলে গেলেন।

চন্দন। চলে গেলেন! কিন্তু টাকা—

কণিকা। দিয়েছিলেন। আমি ফেরৎ দিয়েছি।

চন্দন। কণিকা!

কণিকা। ও পাপের টাকা না নেওয়াই ভাল দাদা!

চন্দন। কি বলছিস্ হতভাগী! আমি যে ওর সংগে তোর বিয়ের ঠিক করেছি!

কণিকা। দাদা!

চন্দন। অর্থের অভাবে দু'বেলা আমাদের পেটে ভাত জোটে না! মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও ভগ্নপ্রায়! এত লেখাপড়া শিখেছি কিন্তু গরীব বলে আমার শিক্ষারও কোন মূল্য নেই!

কণিকা। দাদা!

চন্দন। সবচেয়ে আমার বড় দুঃখ—সমাজে সবাই তোর নামে আমাকে যা-তা বলে, সে আমি সইতে পারি না! অবুঝ হস্‌নি বোন! তুই গরীবের মেয়ে, তোর কি পাত্র পছন্দ করে বিয়ে করতে আছে রে!

কণিকা। দাদা! আমার বিয়ের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না!

চন্দন। না ভাবলে চলবে কি করে! মেয়েছেলে হয়ে যখন জন্মেছিস্—বিয়ে তো তোর দিতেই হবে?

কণিকা। বিয়ে আমার হবে দাদা!

চন্দন। কার সংগে?

কণিকা। চন্দ্রসেনের সংগে।

চন্দন। চন্দ্রসেন তোকে বিয়ে করবে? না না, সে অসম্ভব! হতে পারে সে আমার বাল্যবন্ধু! কিন্তু আজ তার সঙ্গে আমার অনেক প্রভেদ!

কণিকা। তুমি তাকে চেনো না দাদা! আমি তার মন জানি!

চন্দন। ও—তাহ'লে গোপনে তোদের কথাবার্তা সব হয়ে গেছে বল? আচ্ছা বেশ, আমার আপত্তি নেই!

কণিকা। দাদা!

চন্দন। ওরে বোন! আমি চাই তোকে সুখী করতে! চন্দ্রসেন এখানে আসে, তোকে হয়তো সে ভালও বাসে, কিন্তু তোকে যে সে বিয়ে করবে, এ সৌভাগ্যের আশা আমি কোনদিনও করতে পারিনি! যাক, ভগবান সহায়! চলি বোন—

কণিকা। কোথায়?

চন্দন। চন্দ্রসেনের বাবার কাছে। সামনের লগ্নেই আমি তোর বিয়ে দেবো। এখন যখন তিনি আমাদের আত্মীয় হচ্ছেন তখন তাঁর কাছ থেকেই বিয়ের ফর্দটা তৈরী করে আনি। তোর দাদা গরীব হলেও, তোর বিয়েতে বরযাত্রী ক'জনকে অন্ততঃ সে খাওয়াতে পারবে।

কণিকা। দাদা!

চন্দন। তাছাড়া মতামতটাও নেওয়া হবে আর মানীর মানও রাখা হবে! তবে দেখিস্ বোন! বড়লোকের ঘরের বউ হয়ে যেন গরীব দাদাকে তোরা ভুলে যাসনি!

কণিকা। ওকথা বলতে নেই দাদা!

চন্দন। এইবার ওই সমাজপতিদের দেখিয়ে দেবো তোকে সুপাত্রে দান করতে পারলাম কি না!

[প্রস্থান।

কণিকা। চন্দ্রসেন ছাড়া আমি আমার অন্তরে আর কাউকেও স্থান দিতে পারি না। সেই আমার জীবনে মরণে একমাত্র সাথী—আমার দেবতা—আমার স্বামী!

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। এই যে কণিকা! তোমার দাদা কোথায় গেল?

কণিকা। সেকথা পরে হবে। তুমি বস।

চন্দ্রসেন। আরে না না, তোমার দাদার সংগে আমার বিশেষ দরকার।

কণিকা। আমার সঙ্গে বুঝি কোন দরকার নেই?

চন্দ্রসেন। তুমি বুঝতে পারছো না। সে আমার বাল্যবন্ধু, তাই শুভ সংবাদটা আগে তাকেই দিতে হবে!

কণিকা। সংবাদ আমি দিয়েছি!

চন্দ্রসেন। তুমি কি সংবাদ দেবে!

কণিকা। শুভ সংবাদ!

চন্দ্রসেন। তুমি এখনও বড় ছেলেমানুষ! আমার যে বিয়ে হচ্ছে!

কণিকা। তা আমি জানি!

চন্দ্রসেন। তুমি কি করে জানলে? এইমাত্র যে আশীর্বাদ হয়ে গেল!

কণিকা। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। কি হল? তোমাকে যেন কেমন অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে?

কণিকা। না না, ও কিছু না—কিছু না! তোমার বিয়ে হচ্ছে, আজ তার আশীর্বাদী হয়ে গেল?

চন্দ্রসেন। হ্যাঁ! কিন্তু এমন আনন্দের দিনে তোমার চোখে জল কেন কণিকা?

কণিকা। আনন্দে গো আনন্দে! দুঃখে যেমন জল আসে আবার আনন্দেও তেমনি চোখে জল আসে! বউকে দেখতে কেমন?

চন্দ্রসেন। খুব সুন্দর! হাজার হোক রাজকন্যা তো?

কণিকা। তুমি এখন এসো চন্দ্রসেন—আমি যাই!

চন্দ্রসেন। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার মনের মধ্যে যেন একটা তুমুল ঝড় উঠেছে। ব্যাপার কি কণিকা?

কণিকা। কই না তো? আমার তো কিছুই হয়নি? তুমি যাও চন্দ্রসেন! আর—হ্যাঁ, আমার বিয়েতে তোমার নিমন্ত্রণ রইলো, এস!

চন্দ্রসেন। তোমার বিয়ে কবে? কার সংগে?

কণিকা। তোমার বিয়ের দিন, ঐ এককড়ি কবিরাজের সংগে!

চন্দ্রসেন। কি বলছো?

কণিকা। আমাদের মত অসহায়া গরীব মেয়েদের ভাগ্যে এই যথেষ্ট!

চন্দ্রসেন। না না, আমি তোমার এ বিয়ে হতে দেবো না!

কণিকা। তুমি যাও চন্দ্রসেন। তুমি যুবক, আমি যুবতী। সন্ধ্যে-বেলা, বাড়ীতেও কেউ নেই। এভাবে আমার সংগে তোমাকে

কথা বলতে কেউ দেখলো লোকে আমার নামে কলংক রটাতে পারে।

চন্দ্রসেন। আচ্ছা—আমি আসি! [প্রস্থানোদ্যত]

কণিকা। তোমার বউকে খুব সুন্দরী দেখতে, না? খু—ব সুন্দরী?

চন্দ্রসেন। তোমার ব্যথা কোথায় আমি তা জানি কণিকা, কিন্তু তা হতে পারে না! তুমি অজ্ঞাত কুলশীলা নারী! তোমাকে বিবাহ করে আমি আমার উঁচু মাথা মাটিতে নামিয়ে দিতে পারি না!

কণিকা। যার কাছে ভালাবাসার চেয়ে বংশমর্যাদার দাম বেশী, তার মত পাত্রের গলায় কণিকাও বরমাল্য দেবে না চন্দ্রসেন! যাও যাও—তুমি যাও—আজ বাদে কাল হবে আমার বিয়ে, তুমি আর আমার সর্বনাশ করো না!

চন্দ্রসেন। বেশ! উপকার যার করতে পারব না তার সর্বনাশ করতে আমি চাই না কণিকা! আমি যাচ্ছি—

[প্রস্থান।

কণিকা। বিয়ে, বাসরঘর, ফুলশয্যা! না না, তুমি আমায় মৃত্যু দাও দয়াময়—

গীত।

আশার প্রদীপ নিভে গেল মোর, ডুবিল শতেক কামনা।
ফুল-রাগে ভরা হিয়াতে আমার জাগে যে শুধুই বেদনা।
দুঃখ দিও, নাহি ক্ষতি তায়,
সহিবারে যেন পারি আমি হায়,
সবই যেন ভাবি করুণা তোমার, হোক সে যতই যাতনা।

[গীতান্তে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বাঁধ।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। বলিহারী বাবা এককড়ি মামা! তোমার রুচিবোধ আছে দেখছি! এত খেঁদি বুঁচি থাকতেও একেবারে কণিকাকেই নজরে পড়ে গেল! আর যাবে নাইবা কেন? মামার নামটি কেমন? তিনকড়ি পাঁচকড়ি সাতকড়ি থাকতে—মামা আমার একেবারে এককড়ি!

বেচারামের প্রবেশ।

বেচারাম। কে হে তুমি ছোকরা?

ভোলানাথ। তুমি কে?

বেচারাম। আমি বেচারাম।

ভোলানাথ। আমিও কেনারাম!

বেচারাম। কেনারাম?

ভোলানাথ। তবে আর বলছি কি? এস দু'জনে বন্ধুত্ব পাতাই।

বেচারাম। বন্ধু?

ভোলানাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেচা-কেনা নিয়েই তো জগত্ হে!

বেচারাম। তা এই ভরসন্ধ্যেবেলা এখানে কেন?

ভোলানাথ। হাওয়া খেতে এসেছি।

বেচারাম। কেন, গ্রামের ভেতর কি হাওয়ার অভাব?

ভোলানাথ। মোটেই নয়। তবে কি জান, সেখানকার হাওয়া-

গুলো বড় একচোখো—বিশুদ্ধ বাতাসগুলো ওই বড় বড় পাকাবাড়ীর ওপর দিয়েই বয়ে যায়। আর যত পচা দুর্গন্ধ বাতাসগুলো আমাদের মত গরীবের ভাঙা বসতির ভেতর এসে লাফালাফি করে!

বেচারাম। তাই তুমি এসেছো রিক্তা-নদীর বাঁধে হাওয়া খেতে, তাই না?

ভোলানাথ। তুমিও খাও।

বেচারাম। আর হাওয়া খেতে হবে না, এখন সরে পড়—বড় রাজা এখানে বেড়াতে এসেছেন।

ভোলানাথ। বড় রাজা! এখানে? ও-বাবা! এই বাঁধের হাওয়াতেও তিনি ভাগ বসাতে চান? বেশ, তাই হোক! কিন্তু বেচারাম দাদা! তোমার বড় রাজাকে বলো—আমাদের মত গরীবের জন্য কিছু হাওয়া তিনি যেন রেখে যান!

[প্রস্থান।

বেচারাম। এই সেই বাঁধ।

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ইন্দ্রজিৎ। এই রিক্তা-নদীর বাঁধ?

বেচারাম। হ্যাঁ, বড় রাজা!

ইন্দ্রজিৎ। আজ পাঁচ বছর এই নদীর বাঁধ ভেঙে—গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

বেচারাম। যাচ্ছে।

ইন্দ্রজিৎ। বেচারাম! পাঁচ বছর আগে যে কমলগড় আমি দেখে গিয়েছিলাম, আজ মনে হচ্ছে এ যেন তার কংকাল! দুর্ভিক্ষ মহামারী, প্লাবন সবাই যেন এক সংগে কমলগড়ের বুকে তাণ্ডব নৃত্য

সুরু করেছে! না না, যেমন করেই হোক কমলগড়ের লুপ্ত গৌরবকে আমি ফিরিয়ে আনবোই আনবো।

সিধু পাগলা। [নেপথ্যে] মাণিক—ফিরে আয়—

ইন্দ্রজিৎ। ও কে?

বেচারাম। ও একটা পাগলা।

গীতকণ্ঠে সিধু পাগলার প্রবেশ।

সিধু পাগলা।—

গীত।

যে মাণিক মোর গিয়াছে হারায়ে, পাবো না কি ফিরে তায়।
বৃথা কি যাবে জীবন আমার খুঁজিয়া খুঁজিয়া হায়।
কত নিশি তারে বুকে নিয়ে মোর,
রঙিন নেশায় হয়েছি বিভোর,
সে নেশা আমার কাটিল কি হায় কালের মরীচিকায়।

সিধু পাগলা। দেখেছো তোমরা? আমার মাণিককে দেখেছো?

ইন্দ্রজিৎ। তোমার মাণিক!

সিধু পাগলা। হ্যাঁ গো, আমার বুকের মাণিক! এই রিক্তা-নদীর বাঁধের ধারেই সে আমার হারিয়ে গেছে। তাইতো আমি কেঁদে কেঁদে তাকে খুঁজে বেড়াই! মাণিক—ওরে আমার বুকের মাণিক—ফিরে আয়—ফিরে—আয়—　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

ইন্দ্রজিৎ। লোকটাকে তুই চিনিস বেচারাম?

বেচারাম। চিনি বৈকি! এক গাঁয়েই তো ঘর ছিল। একদিন গভীর রাতে ওর ঘরখানাতে আগুন ধরে গেল, ওর একরত্তি মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ও পালিয়ে এল এই বাঁধের দিকে।

ইন্দ্রজিৎ। তারপর?

বেচারাম। তারপর—সেই রাতেই ভোরের দিকে নদীতে বান ডাকলো, বাঁধ ভেঙে গেল,—বানের জলে ভেসে গেল ওর মেয়েটা! সেই থেকে ও পাগল হয়ে গেছে!

ভৈরব। [নেপথ্যে] ওঁ কালী—

ইন্দ্রজিৎ। ও আবার কে?

বেচারাম। ও একজন সাধু! অনেক দিন থেকে ওই চড়ার ধারে আশ্রম করে বাস করছে।

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। ওঁ কালী! এই, কে তোমরা?

ইন্দ্রজিৎ। আমি কমলগড়ের রাজা!

ভৈরব। তা এখানে কেন?

বেচারাম। তুমি কেমন সাধু হে? রাজার সঙ্গে কথা বলতে জান না!

ভৈরব। যে রাজা প্রজার দুঃখ দূর করতে পারে না, তাকে আমি রাজা বলে স্বীকার করি না।

ইন্দ্রজিৎ। কি বলছেন সন্ন্যাসী?

ভৈরব। ঠিকই বলছি। প্রতি বৎসর বানের জলে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অথচ রাজার টনক নড়ে না!

ইন্দ্রজিৎ। আপনার কথা একবর্ণও মিথ্যা নয়। কিন্তু এতদিন রাজ্যভার আমার হাতে ছিল না মহাত্মন্! আমি থাকলে হয়তো এমন অবস্থা হতে পারতো না।

ভৈরব। বেশ! এইবার যখন রাজ্যভার হাতে নিয়েছ—

ইন্দ্রজিৎ। তখন সর্বান্তঃকরণে প্রজার মংগলের জন্য আমি চেষ্টা করবো প্রভু!

ভৈরব। প্রজার মংগলসাধন করতে গেলে সর্বপ্রথম এই বাঁধ বাঁধতে হবে রাজা।

বেচারাম। তোমার বলার আগে বড় রাজা তাই ঠিক করেছেন! আগেই তিনি রিক্তা-নদীর বাঁধ বাঁধবেন!

ভৈরব। বাঁধ বাঁধলেই হল? এর আগে তো বহুবার বাঁধা হয়েছে—রক্ষা করতে পেরেছে?

ইন্দ্রজিৎ। সন্ন্যাসী!

ভৈরব। আমি মায়ের প্রত্যাদেশ পেয়েছি রাজা, এই বাঁধের উপর দেবতার দৃষ্টি পড়েছে! তাঁকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে, বাঁধ রক্ষা করা যাবে না।

ইন্দ্রজিৎ। বলুন কিসে দেবতা সন্তুষ্ট হবেন?

ভৈরব। নরবলি দিতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ। নরবলি!

বেচারাম। তুমি যাও ঠাকুর—যাও! নরবলি দিয়ে বাঁধ রক্ষা করতে আমরা চাইনে!

ইন্দ্রজিৎ। বলুন সন্ন্যাসী! আমার জীবন নিয়ে কি দেবী সন্তুষ্ট হবেন?

বেচারাম। তুমি থামো বড় রাজা! ওসব ঠক সন্ন্যাসীদের আমি চিনি! জীবন দেওয়াটা মুখের কথা নয়!

ইন্দ্রজিৎ। বেচারাম! আমার একার জীবন দিয়ে যদি লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবন রক্ষা করতে পারি—তার চেয়ে শান্তি আর কি আছে? বলুন মহাত্মন্! আমার জীবনের বিনিময়ে—

ভৈরব। তোমার রক্তে দেবী তুষ্ট হবেন না রাজা!

ইন্দ্রজিৎ। তবে?

ভৈরব। নবম বর্ষীয় শিশুর তরল শোণিত চাই!

ইন্দ্রজিৎ। সন্ন্যাসী!

ভৈরব। হা-হা-হাঃ! দেবী চামুণ্ডার আদেশ, নরবলি ছাড়া বাঁধ রক্ষা করা অসম্ভব!

[প্রস্থান।

ইন্দ্রজিৎ। নরবলি? নবম বর্ষীয় শিশুর তরল রক্ত—

বেচারাম। ওসব কথা ছেড়ে দাও বড় রাজা! যা কখনও হয়নি, আজ তা হতে পারে না!

ইন্দ্রজিৎ। তাইতো বেচারাম! একদিকে লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবন, অন্যদিকে এক অবোধ শিশুর ছলছল চোখের করুণ চাহনি! ওঃ— না না, রাজা হতে আমি চাই না বেচারাম! এর চেয়ে ভিক্ষান্নে জীবন কাটানোও অনেক ভাল! ও কি! কে একজন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল না?

বেচারাম। বড় রাজা!

ইন্দ্রজিৎ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—স্রোতের বুকে ভেসে যাচ্ছে একটি মুখ! বেচারাম! তুই অপেক্ষা কর্—আমি ওকে উদ্ধার করে আনি!

বেচারাম। তুমি কোথা যাবে বড় রাজা! ও রাক্ষুসে নদীতে—

ইন্দ্রজিৎ। ভয় কি বেচারাম! বিপন্নের উদ্ধারে যারা মরণপণ করে এগিয়ে যায় ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেন!

বেচারাম। না না, আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না!

ইন্দ্রজিৎ! চোখের সামনে একটা মানুষ স্রোতের বুকে ভেসে

যাবে, আর আমি মানুষ হয়ে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো? তা হতে পারে না! পথ ছাড়, বেচারাম, পথ ছাড়—

বেচারাম। বড় রাজা!

ইন্দ্রজিৎ। মরতে তো একদিন হবেই বেচারাম! আজ ওই মৃত্যুপথযাত্রীকে উদ্ধার করতে স্রোতের বুকে যদি ভেসে যায় ইন্দ্রজিৎ, তাকে সবাই ভুলে গেলেও ভগবান কখনও ভুলবেন না।
[প্রস্থান।

বেচারাম। ওঃ—আমি এখন কি করি? মাথা খুঁড়ে মরবো—না, বুক ফাটিয়ে চীৎকার করবো! ওঃ—ভগবান।

দ্রুত ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। আমার মামীকে দেখেছো হে, মামীকে?

বেচারাম। তোমার মামী মরুক, আমার তাতে কি?

ভোলানাথ। তাতো বটেই, মেয়েটা পরের কিনা! দূর থেকে দেখলুম, একটা কলসী আর দড়ি নিয়ে মেয়েটা হন্ হন্ করে এইদিকে আসছে! খবরটা মামাকে দিতে যেতেই দেরী হয়ে গেল, নইলে ঠিক ধরে ফেলতুম! সত্যিই কি সে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে? ওহে, বলতে পারো—

বেচারাম। পারি! তুমি যাঁকে খুঁজছো তিনি তো গেছেন, আর একজনকেও সংগে নিয়ে গেছেন!

এককড়ির প্রবেশ।

এককড়ি। ভোলানাথ—ভোলানাথ! ওরে হতভাগা ভোলানাথ! সে গেল কোথায়?

ভোলানাথ। যমের বাড়ী।

এককড়ি। নেই? কণিকা নেই?

ভোলানাথ। না, নেই—ওই নদীর জলে সে ডুবে মরেছে।

এককড়ি। কণিকা নেই? সে ডুবে মরেছে?

আর্দ্রবস্ত্রে কণিকাকে লইয়া ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ইন্দ্রজিৎ। না, মৃত্যুর গহ্বর থেকে আমি তাকে উদ্ধার করে এনেছি।

বেচারাম। বড় রাজা!

ইন্দ্রজিৎ। দেখছিস্ বেচারাম, ভগবান আছেন কি না?

এককড়ি। দেখি দেখি, হাত ধরে দেখি—নাড়ীর গতি কেমন? [হাত দেখিয়া] ভোলানাথ! কোন ভয় নেই! এখনি ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। চল্—তোর মামীকে বাড়ী নিয়ে চল্।

ইন্দ্রজিৎ। এই বালিকা আপনার?

এককড়ি। ও আর বলবেন না! সংসার করতে গেলে দুটো কথা কাটাকাটি হয়, কিন্তু—

ইন্দ্রজিৎ। এই বালিকাকে আপনি বিবাহ করেছেন?

ভোলানাথ। করেন নি, তবে কথাবার্তা একরকম পাকাপাকি হয়েই গেছে। ইনি হচ্ছেন সম্বন্ধে আমার হবু মামী! আর সেই দুঃখেই তো জলে ঝাঁপ দিয়েছে!

এককড়ি। ভোলা!

ভোলানাথ। চটো কেন মামা! সত্যি কথা বলতে ভোলানাথ ভয় করে না। তুমি আশী বছরের বুড়ো হয়ে কোন্ আক্কেলে ওই পনেরো বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছো বলতো মামা!

কণিকা। [সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া] এ আমি কোথায়?

ইন্দ্রজিৎ। সন্তান-সম্মুখে মা!

কণিকা। আ-প-নি—

ইন্দ্রজিৎ। তোমার ছেলে!

কণিকা। না না, আমাকে মরতে দিন—

ইন্দ্রজিৎ। রাজা ইন্দ্রজিৎ যখন তোমাকে রক্ষা করেছে, তখন মরতে সে তোমাকে দেবে না! বেচারাম, চল্—প্রাসাদে ফিরে যাই!

কণিকা। আমি?

ইন্দ্রজিৎ। তুমি যাবে আমার সঙ্গে আমার প্রাসাদে।

এককড়ি। পরস্ত্রীকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন!

ইন্দ্রজিৎ। সাবধান বৃদ্ধ! ছেলে নিয়ে যাচ্ছে তার মাকে, এখানে তুমি কথা বলতে গেলে মরবে!

এককড়ি। রাজা!

ইন্দ্রজিৎ। এমনি কত শত অসহায়া নারী, তোমাদের মত নারকীর অত্যাচারে, পাত্রের পণক্ষুধা মেটাতে, অথবা পিতামাতাকে ভারমুক্ত করতে রিক্তা-নদীর জলে আত্ম-বিসর্জন করছে! তাদের সবাইকে রক্ষা করতে না পারলেও, যাকে পেরেছি, তাকে আবার হারিয়ে যেতে দেবো না।

এককড়ি। আমি যদি ওকে বিবাহ করে—

ইন্দ্রজিৎ। বিবাহ করার আশা ত্যাগ করে মায়ের মত পূজা করতে শেখ, তাতে সমাজের মংগল হবে!

ভোলানাথ। সাবাস! এই তো মানুষের মত কথা!

কণিকা। আপনি আমার মত হতভাগিনীকে আশ্রয় দেবেন?

ইন্দ্রজিৎ। শুধু আশ্রয় নয় মা—চিরদিনের জন্ত তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবো কমলগড়ের রাজপ্রাসাদে!

কণিকা। আমি যে অজ্ঞাতকুলশীলা নারী!

ইন্দ্রজিৎ। তাইতো তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয় হবে, তুমি রাজা ইন্দ্রজিতের ভ্রাতৃবধূ! কমলগড়ের রাজলক্ষ্মী! এসো মা, সতী-হারা শিব ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে গৃহবাসী করবে এসো!

[কণিকার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

বেচারাম। বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে যেও কবিরাজ মশাই! আসি—নমস্কার!

[প্রস্থান।

ভোলানাথ। আর কেন মামা! গংগায় তো পা বাড়িয়েছো—এবার ভগবানকে ডাকো—পরকালের কাজ হবে।

[প্রস্থান।

এককড়ি। হায় হায়! আমার এত আশায় ছাই পড়ল রে—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

রুদ্রপ্রতাপ।

রুদ্রপ্রতাপ। আমি এ রাজ্যের মন্ত্রী! দীর্ঘ বিশ বছর আমারই অংগুলি হেলনে রাজকার্য পরিচালিত হচ্ছে! আর আজ এক উচ্ছৃংখল যুবক আমাকে অপমান করে, প্রজার মনোরঞ্জন করে, জনপ্রিয়তা অর্জন করবে! না না, রুদ্রপ্রতাপ বেঁচে থাকতে ইন্দ্রজিতের ঔদ্ধত্য সে কোনদিনই সহ্য করবেন না!

মাধবী-সহ মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। মন্ত্রীমশাই আছেন?

রুদ্রপ্রতাপ। মা মহারাণী! আসুন আসুন! আজ আমার কি সৌভাগ্য! ওরে—কে আছিস?

মহামায়া। আপনি ব্যস্ত হবেন না! আপনার পত্রে যা দেখলাম—

মাধবী। তা যদি সত্য হয়—তাহ'লে মা চায়—

মহামায়া। আপনারই হাতে রাজ্যের সম্পূর্ণ ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে আমি কাশীধামে যেতে চাই মন্ত্রীমশাই!

রুদ্রপ্রতাপ। পত্রের একবর্ণও মিথ্যা নয়! গোপনে সমস্ত সংবাদ জেনেই আপনাকে লিখেছি। বিশেষ করে যখন শুনলাম—বাঁধ রক্ষার জন্য ইন্দ্রজিৎ কোন সাধুর নির্দেশে নরবলি দিতে চায় এবং তা আপনারই একমাত্র সন্তান বিশ্বজিৎকে—

মহামায়া। মন্ত্রীমশাই!

রুদ্রপ্রতাপ। তাই তো সে গোপনে বিশ্বজিৎকে আসতে লিখেছে!

মাধবী। তুমি আর ঘুমিয়ে থেকো না মা, জাগো!

মহামায়া। আমি বুঝতে পারছি না মন্ত্রী! যে ইন্দ্রজিৎকে আমি পুত্রের চেয়ে বেশী ভালবাসি, সে চায় আজ আমারই সর্বনাশ করতে?

রুদ্রপ্রতাপ। কালের স্বধর্ম মা! জানেন তো, ভাল লোকের ঘরে ভাত নেই! কালী করালবদনী মা!

মহামায়া। কিন্তু বিশ্বজিৎকে হত্যা করায় তার কি স্বার্থ আছে?

মাধবী। স্বার্থ—সিংহাসন নিষ্কণ্টক করা! ছোড়দা থাকতে তিনি তো ইচ্ছামত কাজ করতে পারছেন না, তাই—

রুদ্রপ্রতাপ। মা আমার ঠিকই বলেছে! ওই বিশ্বজিৎকে হত্যা করতে পারলেই—

মহামায়া। আপনি থাকতে সে বিশ্বজিৎকে হত্যা করবে?

রুদ্রপ্রতাপ। কখনই তা সম্ভব নয়! তাইতো আপনার সংগে এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য ডেকেছি।

মহামায়া। আমি আজই ইন্দ্রজিতের কাছে অর্ধরাজ্য দাবী করবো মন্ত্রী! যদি সে না দেয় তাহলে বাহুবলেই আমি তার হাত থেকে আমার স্বামীর সিংহাসন ছিনিয়ে নেবো!

মাধবী। আর মেয়েটা বুঝি তোমার গাঙের জলে ভেসে যাবে?

মহামায়া। না মা! তোর জন্য আমি পাঁচখানা গ্রাম আমার অধীনে রাখবো! আমার মৃত্যুর পর তুই আর ভৈরব সেখানে সুখে বাস করবি!

মাধবী। তাই বল। সতীনপোয়ের মুখ চেয়ে থেকে তো অনেক কিছুই পেলে!

মহামায়া। ইন্দ্রজিৎকে আমি আমার নিজের গর্ভজাত সন্তান বলেই মনে করতাম! কিন্তু সে যে এতবড় শয়তান!

রুদ্রপ্রতাপ। পাকা শয়তান রাণীমা, পাকা শয়তান! এই বুড়োর জন্য বিশেষ কিছু করতে পারছে না। নইলে—

মহামায়া। আর অপেক্ষা নয় মন্ত্রী! আপনি গোপনে সৈন্য সাজান—যদি সে স্বেচ্ছায় আমার হাতে অর্ধরাজ্য না দেয়, তাহলে প্রকাশ্য রণাংগনে যুদ্ধ করেই তাকে অধিকারচ্যুত করতে হবে!

রুদ্রপ্রতাপ। আমিও ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি মা মহারাণী! আপনার জন্য, আমার স্বর্গগত প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য, আমি আমার জীবন দেবো!

গীতকণ্ঠে প্রদীপের প্রবেশ।

প্রদীপ।—

গীত।

আকাশ কেন কাজল কালো,
সুরের আকাশ জানায় আভাষ, (বুঝি) হারিয়ে যাবে সকল আলো।
ঘনঘটার প্রলয় নাচন,
দেয় দোলা তাই জাগায় মাতন,
মনের আগুন পোড়ায় ফাগুন, তাই কি নয়ন হারায় আলো।

মহামায়া। এই ছোঁড়া, তুই আবার এখানে এলি কেন?

প্রদীপ। বারে, আমি যে তোমার বর! তোমাকে ছেড়ে বুঝি থাকতে পারি?

মাধবী। সর সর। যেমন বাপ তেমনি তার ছেলে! যা—দূর হ' এখান থেকে! [কান মলিয়া দিল]

প্রদীপ। কান ধরছো কেন পিসিমা! আমি কি করেছি?

রুদ্রপ্রতাপ। আহা, প্রদীপ তো প্রদীপ! শিখাটুকু নিভলেই হয়! মা কালী করালবদনী!

মহামায়া। আয় মাধবী—আমরা যাই!

প্রদীপ। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল ঠাকুমা!

মাধবী। সঙ্গে করে কেউ তো তোমাকে আনেনি বাছা! মার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কথাগুলো যেন ভুলবেন না মন্ত্রীমশাই! এসেছো একা যাবেও একা! [প্রস্থান।

মহামায়া। ওর কি দোষ মাধবী! আয় দাদু—আমরা যাই। মন্ত্রীমশাই! আমার কথাগুলো মনে রাখবেন! আরও মনে রাখবেন যে ইন্দ্রজিৎ আমার সতীনের ছেলে, কিন্তু বিশ্বজিৎ আমার নিজের সন্তান—তার কল্যাণের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন হবে আপনি তা বিনাদ্বিধায় করবেন! আপনার কাজের প্রতিবাদ যে করবে আপনি তাকে চরম দণ্ড দেবেন, সে ইন্দ্রজিৎ হলেও তাকে ক্ষমা করবেন না। [প্রদীপ-সহ প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা! এখন ভালয় ভালয় চম্পাগড়ের রাজকন্যার সঙ্গে চন্দ্রসেনের বিবাহটা দিতে পারলেই হয়! অর্ধরাজ্য যৌতুক, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! আগামী শুভলগ্নেই বিবাহকার্য শেষ করতে হবে!

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দন। নিশ্চয় হবে। শুভ-কাজে কি দেরী করতে আছে?

দন, একটা ভাল করে ফর্দ করে দিন। গরীব হলেও আপনার আশীর্বাদে বরযাত্রী ক'জনকে খাওয়াতে পারবো।

রুদ্রপ্রতাপ। কি বলছিস্ তুই উন্মাদ?

চন্দন। ঠিকই বলছি। আপনি ছেলের বাপ আর আমি মেয়ের দাদা। আমার চেয়ে অবশ্য আপনার দাম অনেক বেশী, তবু যখন একটা সম্বন্ধ হচ্ছে—

রুদ্রপ্রতাপ। যা—বেরিয়ে যা এখান থেকে—

চন্দন। কি রকম? কাল যার বোনকে ঘরে আনছেন, আজ তার সংগে এই ব্যবহার?

রুদ্রপ্রতাপ। তোর বোনকে ঘরে আনবো আমি?

চন্দন। চন্দ্রসেনের সংগে আমার বোন কণিকার যে বিবাহ হচ্ছে—এ কি আপনি জানেন না?

রুদ্রপ্রতাপ। ও—এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, কেন চন্দ্রসেন বিবাহ করতে রাজী হয়নি। তুই তোর সেই কুলটা বোনটাকে দিয়ে আমার পুত্রকে ভুলিয়ে--

চন্দন। না-না, চন্দ্রসেনকে আমি জোর করে আমার বোনকে বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করিনি। সে-ই স্বেচ্ছায়—

রুদ্রপ্রতাপ। চুপ! একটা নিঃস্ব রিক্ত পথের ভিখারীর সংগে আমার আত্মীয়তা হতে পারে না। যা দূর হ'—নইলে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেবো!

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। থাক পিতা, চাবুক না মারলেও চলবে।

রুদ্রপ্রতাপ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। আপনার পুত্রের সংগে ওর বোনের বিবাহ না দিতে পারেন কিন্তু ওকে চাবুক মারার কোন অধিকার আপনার নেই।

রুদ্রপ্রতাপ। একটা ভিখারী এসে আমার প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আমার পুত্রের সংগে তার ভগ্নীর বিবাহের প্রস্তাব করবে আর আমি তাই নীরবে সহ্য করবো?

চন্দ্রসেন। ভিখারীর এতখানি ঔদ্ধত্য অবশ্য সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু কি করবেন বলুন—আকাশের দিকে থুথু ফেললে নিজের গায়েই লাগে!

রুদ্রপ্রতাপ। চাবুক মেরে আমি ওকে শিক্ষা দেবো!

চন্দ্রসেন। ওরা গরীব, চাবুক খাওয়া ওদের অভ্যাস আছে পিতা। ভাই চন্দন! তুমি যাও, তোমার ভগ্নীকে পাত্রস্থ করার চেষ্টা করগে। বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার আমিই বহন করবো।

চন্দন। ধন্যবাদ! কিন্তু তোমার মত বড়লোকের ছেলের দান নিয়ে আমার মত গরীবের বোনের বিয়ে আমি হতে দেবো না। আসি বন্ধু, বিদায়!

চন্দ্রসেন। চন্দন!

চন্দন। শুনে রাখ চন্দ্রসেন, আপনিও শুনে রাখুন—ধনকুবের রুদ্রপ্রতাপ—টাকার জোরে চোখ রাঙিয়ে গরীবকে শাসন করা চলে না। যাদের বুকের রক্ত নিঙড়ে নিয়ে ভরিয়ে তুলেছ তোমাদের সিন্দুক, ছোটলোক গরীব বলে এতদিন দু'পায়ে মাড়িয়ে যাদের করে এসেছো নির্যাতন, আজ তারা জেগে উঠেছে মুক্তি-কামনায়। তারা মরবে, তবু তোমাদের অত্যাচার মুখ বুজে আর সইবে না!

[প্রস্থানোদ্যত]

চন্দ্রসেন। চন্দন—কর্ণিকার বিয়ে—

চন্দন। পারি আমিই দেবো—না পারি, তাকে গলা টিপে হত্যা করবো! গরীবের মেয়ের বাঁচা মরা দু-ই সমান!

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। ভয় নেই পিতা, আপনার অমতে আমি ওই গরীবের মেয়েকে বিবাহ করবো না। আপনি যান,—আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন।

রুদ্রপ্রতাপ। যত ইচ্ছা চিন্তা কর পুত্র! তবে মনে রেখো—চম্পাগড়ের রাজকন্যার সংগেই তোমার বিয়ে হবে! কালী করাল-বদনী মা!

[প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। কণিকা! কণিকা কি সত্যই আমাকে ভালবাসতো? সে কি মনে মনে আমাকেই—

বিশ্বজিতের প্রবেশ।

বিশ্বজিৎ। এই যে চন্দ্রসেন! কেমন আছিস্?

চন্দ্রসেন। বিশ্বজিৎ, কখন এলি ভাই?

বিশ্বজিৎ। এইমাত্র। দাদার কড়া চিঠি পেয়ে ছুটে এলাম। এখনও বাড়ী যাইনি—আগে তোর কাছেই বাড়ীর খবরটা জানতে এলাম। দাদা কেমন আছেন? মা, মাধবী, প্রদীপ—সকলেই ভাল আছে তো?

চন্দ্রসেন। আছেন।

বিশ্বজিৎ। তুই কেমন আছিস?

চন্দ্রসেন। ভাল।

বিশ্বজিৎ। আচ্ছা, আসি—

চন্দ্রসেন। দাঁড়া বিশ্বজিৎ! আজ আমি এক মহা-সমস্যায় পড়েছি ভাই। তুই আমার অন্তরংগ বন্ধু। তাই তোর কাছে পরামর্শ নিতে চাই।

বিশ্বজিৎ। আমি দেবো পরামর্শ? ও হরি, তবেই হয়েছে! আচ্ছা বল?

চন্দ্রসেন। বিশ্বজিৎ! এক দরিদ্র অসহায়া নারী মনে মনে আমাকে পতিত্বে বরণ করেছে, আমিও তাকে ভালবাসি। কিন্তু পিতা চান, চম্পাগড়ের রাজকন্যার সংগে আমার বিবাহ দিতে, কারণ অর্ধরাজ্য সেখানে যৌতুক পাওয়া যাবে। আমার এখন কর্তব্য কি বন্ধু?

বিশ্বজিৎ। মানের চেয়ে মনের দাম অনেক বেশী চন্দ্রসেন! তাছাড়া, ভালবাসা স্বর্গীয় সম্পদ, চিরস্থায়ী—আর অর্থ দু'দিনের স্বপ্ন-মাত্র। আমার মনে হয়, ওই অনাথা নারীকে জীবনসংগিনী করলেই তুই সবচেয়ে বেশী শান্তি পাবি।

চন্দ্রসেন। কিন্তু পিতার আদেশ—

বিশ্বজিৎ। বিবাহটা পিতা করবেন না, সুতরাং বিবাহক্ষেত্রে তাঁর আদেশ না মানাই ভাল।

চন্দ্রসেন। বিশ্বজিৎ!

বিশ্বজিৎ। পিতৃ-আদেশ পালন করতে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া যায়, কিন্তু ভালবাসার পাত্রীকে ত্যাগ করা উচিত নয়। তাতে পাপ না হয়ে বরং পুণ্যই হবে।

চন্দ্রসেন। কিন্তু অর্ধরাজ্য যৌতুক—

বিশ্বজিৎ। যৌতুকের লোভে যারা বিবাহ করে, জীবনে তারাই

সবচেয়ে বেশী ঠকে ভাই! তাই আমি বলে যাচ্ছি ভাই—ভাগ্যে থাকলে, অর্ধরাজ্য কেন, পূর্ণরাজ্যই তুমি পেতে পার। তবে শ্বশুর-বাড়ীর সম্পত্তির আশায় রাজকন্যার গলায় মালা দিলে—তুমি এ জীবনে আর সুখী হতে পারবে না।

চন্দ্রসেন। বিশ্বজিৎ!

বিশ্বজিৎ। কারণ—রাজ্য আর রাজকন্যা দুটো একসংগে পাওয়া যায় না।

[প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। সত্যই তাই। রাজ্য আর রাজকন্যা একসংগে পাওয়া যায় না। না-না, কণিকাকেই আমি চাই! আমারই আশাপথ চেয়ে যে বসে আছে,—তাকে আমি বঞ্চিত করতে পারবো না। আজ যে আঘাত সে আমার কাছে পেয়েছে তারজন্য আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

কৃষ্ণ পোষাক-পরিহিত মংগলের প্রবেশ।

মংগল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চন্দ্রসেন। কে?

মংগল। ডাকাত।

চন্দ্রসেন। আমি নিরস্ত্র নই—

মংগল। উত্তম। পরীক্ষা হয়ে যাক!

[উভয়ের যুদ্ধ। মংগলের তরবারি হস্তচ্যুত হইল।]

চন্দ্রসেন। এইবার?

মংগল। [পিস্তল তুলিল] এইবার—দাও সিন্দুকের চাবি!

চন্দ্রসেন। চাবি আমার কাছে নেই।

মংগল। বেশ, কাল সন্ধ্যায় রিক্তা-নদীর বাঁধের কাছে যে বড় বটগাছটা আছে, সেখানে দশ হাজার, টাকা দিয়ে আসবে। রাজী?

চন্দ্রসেন। রাজী।

মংগল। চলি বন্ধু,—বিদায়! মনে রেখো, টাকা না পেলে তোমার আর তোমার পিতার মাথা কেটে তোমাদেরই ফটকের সামনে ঝুলিয়ে দেবো!

চন্দ্রসেন। কিন্তু তোমার দেহে শক্তি থাকতে, খেটে না খেয়ে, ডাকাতি কর কেন?

মংগল। শক্তি আছে বলেই তো ডাকাতি করি। দুর্ভিক্ষে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে—মানুষ পশুর মত পথে-ঘাটে পড়ে মরছে! অথচ তোমরা সোনার পালংকে শুয়ে সুখের স্বপ্ন দেখছো! হে ভদ্রলোক, হে ধনীর দল, হে লক্ষ্মীর বরপুত্র! যাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তোমরা জমিয়েছ টাকার পাহাড়—সেই অনাথ দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্যই আমি ডাকাতি করি।

চন্দ্রসেন। কিন্তু এই জঘন্য বৃত্তিতে—

মংগল। চেয়ে যখন পাওয়া যায় না, তখন জোর করেই ছিনিয়ে নিতে হয়!

চন্দ্রসেন। ওদের জন্য তুমি লোকচক্ষে পিশাচ, তা জান?

মংগল। তোমাদের চোখে আমি পিশাচ হলেও, আমার গরীব ভাইবোনদের কাছে আমি মানুষ। তোমরা আমার নামে নিন্দার ঝংকার তুলে আমাকে সমাজের আবর্জনা মনে করলেও, তারা আমাকে দেয় শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি! [প্রস্থানোদ্যত]

চন্দ্রসেন। তুমি কি—

মংগল। আমি ডাকাত, ধনীর ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী দস্যু, কিন্তু ওই অনাহারক্লিষ্ট সর্বহারা কাঙালের দরদী বন্ধু!

[প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। বিদ্যুতের মত আমার সামনে এসে, আমার সমস্ত শক্তি চূর্ণ করে দিয়ে, মুহূর্তে আবার আঁধারে মিলিয়ে গেল! এ কি মানুষ, না দেবতা? অত্যাচারী, না উপকারী? স্বার্থপর, না স্বার্থত্যাগী? হে ঈশ্বর, কি এর সত্য পরিচয়? [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

নর্তকীগণ গাহিতেছিল ও কাঞ্চন বসিয়াছিল।

নর্তকীগণ।—

গীত।

ওগো চাঁদ যেও না চলি।
ডুবে যাক রাতের তারা, হয় হোক্ এ নিশিহারা,
তুমি থাকো, হাসো উছলি।
অলস আবেশে হিয়া, সুখের পরশ নিয়া,
যেন কিছু পেতে চায়।
মনের এ আঙিনায়, ফুলভরা বিছানায়,
দেয়া-নেওয়া শুধু হায়।
জ্যোছনার সিনানে, রচি তাই গোপনে,
তুমি আমি কথা ও কলি।

কাঞ্চন। তোরা যা—[নর্তকীগণের প্রস্থান] এমন ভাগ্য কারও হয় না—যেমন স্বামী তেমনি শাশুড়ী! গরীবের মেয়ে বলে কেউ আমাকে এতটুকু ঘৃণা করে না!

কণিকার প্রবেশ।

কণিকা। দিদি!

কাঞ্চন। আ, ম'লো—যা পোড়ার মুখী! দিদির ঘরে আসবি তা এত সংকোচ কিসের? আয়—বোস—

কণিকা। দিদি—

কাঞ্চন। আচ্ছা কোন্ দুঃখে তুই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলি বলতো? কার ওপর রাগ করে মরতে গিয়েছিলি?

কণিকা। ভাগ্যের ওপরে দিদি।—

কাঞ্চন। ভাগ্যটা কি খারাপ শুনি?

কণিকা। জন্মের পরমুহূর্তেই মা-বাপকে হারিয়েছি। গরীব বেকার দাদার বুকে চেপে থাকার চেয়ে মরাই ভাল!

কাঞ্চন। ভাগ্যে মরণ না থাকলে কেউ কি মরতে পারে পাগলী! যাক্ ওসব কথা, এখন দিনগুলো কেমন কাটছে বল?

কণিকা। খুব ভাল, দিদি! কারও স্নেহ কখনও পাইনি—আজ দাদাকে পেয়ে, তোমাকে পেয়ে, মনে হচ্ছে—জগতে এমন মানুষও আছে যারা পরকে আপন করে নিতে জানে!

কাঞ্চন। থাক, ওসব বড় বড় কথার দরকার নেই। আজ শিবটি বাড়ী আসছে, এখন দয়া করে তাকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা কর, নইলে আবার পালিয়ে যেতে পারে।

কণিকা। যাও—

কাঞ্চন। একখানা গান শোনাবি ভাই? বিয়ের পর শিব তো একাই শুনবে, তখন তো আর আমরা পাত্তা পাবো না! তাই—

কণিকা।—

গীত।

হে প্রভু করুণাময়।
তোমার চরণ করিলে শরণ, থাকে না শমন ভয়।
যতই আঘাত দাও হে হরি,
সইবো তোমার চরণ স্মরি,
ভাসিয়ে দেবো জীবনতরী দুঃখ যদি হয়।

গানের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ আসিয়া দূরে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল।

ইন্দ্রজিৎ। বাঃ, বেশ গান!

কণিকা। আসি দিদি—[প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্রজিৎ। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও! লজ্জার কি আছে? তোমার দাদা তো আর বাঘ-ভাল্লুক নয়!

কণিকা। দাদা!

কাঞ্চন। যাক না বাপু! দেখছো না লজ্জায় বেচারার মুখখানা একেবারে রাঙা হয়ে গেছে!

ইন্দ্রজিৎ। বেশ, তবে এসো—

[কণিকার প্রস্থান।

কাঞ্চন। ঠাকুর-পো তো এখনও এলো না?

ইন্দ্রজিৎ। আসবে কাঞ্চন—পত্র যখন পেয়েছে, দেখ-না, তোমার লক্ষ্মণ দেবর এল বলে!

কাঞ্চন। মেয়েটার সব পরিচয় ভাল করে নিয়েছ তো? কোথায় বাড়ী, বংশ কি রকম—

ইন্দ্রজিৎ। নিয়েছি।

কাঞ্চন। ওরা কি জাত?

ইন্দ্রজিৎ। মানুষের জাত।

কাঞ্চন। সে কি?

ইন্দ্রজিৎ। হ্যাঁ—মানুষের কাছে মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়—সে মানুষ।

কাঞ্চন। তাহলে যার-তার ঘরের মেয়ের সংগে তো ঠাকুর-পোর বিয়ে দেওয়া যায় না।

ইন্দ্রজিৎ। উঁহু, মোটেই না। তাই তো দেখে-শুনে একেবারে রিক্তা-নদীর বুক থেকে তুলে নিয়ে এলাম পাত্রীকে!

কাঞ্চন। এ বিয়েতে যদি মায়ের মত না থাকে?

ইন্দ্রজিৎ। তুমি আমার মাকে চেন না কাঞ্চন! তিনি আমার গর্ভধারিনী না হলেও সত্যই তিনি আমার মা! আমার ইচ্ছায় কখনই অমত তিনি করবেন না।

বিশ্বজিৎ। [নেপথ্যে] দাদা—ও দাদা—

ইন্দ্রজিৎ। ওই—তোমার লক্ষ্মণ আসছে, কাঞ্চন! আশীর্বাদের যোগাড় কর, লগ্ন বয়ে যায়—

বিশ্বজিতের প্রবেশ।

বিশ্বজিৎ। [কপট রাগতভাবে] এই যে, দাদা বৌদি দু'জনেই আছো দেখছি। যাই হোক, আমার ভাগ্যটা ভাল! কেমন আছো দাদা?

ইন্দ্রজিৎ। তোমার মত অকৃতজ্ঞ ভাইএর সে সংবাদ না নিলেও চলবে।

বিশ্বজিৎ। দাদা!

ইন্দ্রজিৎ। যে অপরাধ তুমি করেছো তার জন্য সমাজের কাছে আজ আমার মুখ দেখাতেও লজ্জা করছে। ওঃ, আগে যদি জানতাম, তোমার জন্য আমার মুখে চুণকালি পড়বে, তাহলে—

বিশ্বজিৎ। আমি আবার কি করলুম! বৌদি! তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, বল-না বৌদি, কি করেছি?

ইন্দ্রজিৎ। থামো লম্পট! আর অভিনয় করতে হবে না! যে অপরাধ তুমি করেছো তার জন্য তোমাকে—

বিশ্বজিৎ। দাদা!

ইন্দ্রজিৎ। তার জন্য তোমাকে ইয়ে করতে হবে।

বিশ্বজিৎ। বল, বল দাদা, তার জন্য আমাকে কি করতে হবে?

ইন্দ্রজিৎ। বিয়ে করতে হবে! হা-হা-হা—

বিশ্বজিৎ। ও, তাই বল! ওঃ, যেরকম ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে! দেখ. দাদা, আজও তুমি সেই ছোট ছেলে মানুষই আছো!

ইন্দ্রজিৎ। আমি যে বড়ভাই বিশ্বজিৎ! বড়কে সবসময় ছোট হয়েই থাকতে হয়। তবেই তো সংসারের শান্তি চির-অক্ষুণ্ণ থাকে!

কাঞ্চন। কনে হাজির ঠাকুর-পো! সেজেগুজে নাও—আমি শাঁখে ফুঁ দিই—

বিশ্বজিৎ। বিয়ে আমি করবো না বৌদি।

ইন্দ্রজিৎ। বিয়ে তোকে করতেই হবে ভাই। আমি এক অনাথা বালিকাকে আশ্রয় দিয়েছি, কথাও দিয়েছি।

বিশ্বজিৎ। তোমার পায়ে ধরছি দাদা, ওই আদেশটি কোরো না।

ইন্দ্রজিৎ। তোর দাদাকে তুই মিথ্যাবাদী সাজাতে চাস্ বিশ্বজিৎ?

বিশ্বজিৎ। তা কি করে হবে?

ইন্দ্রজিৎ। কথা দে ভাই—

বিশ্বজিৎ। দিলাম। তোমার আদেশ অমান্য করার শক্তি আমার নেই।

কাঞ্চন। ওরে, কে আছিস? শাঁখ বাজা—ঠাকুর-পোর বিয়ে!

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। থামো বৌমা! একটা ভিখারীর মেয়ের সংগে আমার ছেলের বিবাহ হতে পারে না।

বিশ্বজিৎ। তুমি আবার এসব নিয়ে মাথা গরম করছো কেন মা? দাদা যা ভাল বুঝবে তাই হবে।

মহামায়া। তোমার ভালমন্দ তোমার দাদার চেয়ে আমি ভাল বুঝি। ইন্দ্রজিৎ—

ইন্দ্রজিৎ। মা!

মহামায়া। বিশ্বজিতকে তার পৈতৃক রাজ্য অর্ধেকটা ভাগ করে দিয়ে দাও।

বিশ্বজিৎ। মা, এ তুমি কি বলছো?

মহামায়া। চুপ কর পুত্র! তোমার ভালর জন্যই বলছি!

ইন্দ্রজিৎ। আজ হঠাৎ তুমি একথা বলছো কেন মা?

মহামায়া। বলার প্রয়োজন হয়েছে তাই। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না পুত্র!

ইন্দ্রজিৎ। মা!

মহামায়া। অস্বীকার করতে পার, তুমি রিক্তা-নদীর বাঁধে গিয়েছিলে?

ইন্দ্রজিৎ। গিয়েছিলাম।

মহামায়া। সেখানে এক সন্ন্যাসীর সংগে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল?

ইন্দ্রজিৎ। হয়েছিল।

মহামায়া। বাঁধ-রক্ষার জন্য সে তোমার কাছে নরবলি চেয়েছে?

ইন্দ্রজিৎ। চেয়েছে।

মহামায়া। আর সেই নরবলি দেবার জন্য তুমি আমার বিশ্বজিতকেই হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছো, এ কি মিথ্যা?

ইন্দ্রজিৎ। ওঃ! একথা শোনার আগে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'লো না কেন? যে আমার একমাত্র স্নেহের ভাই, যাকে এক মুহূর্ত না দেখলে পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার বলে মনে হয়, যাকে এতটুকু বয়স থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি, যার সংগে পাহাড়-পর্বতে বন-জংগলে হাসি-ঠাট্টায় নাচ-গানে কেটে গেছে আমার বাল্যের মধুময় দিনগুলি; সেই বিশ্বজিতকে আমি বলি দেবো বাঁধ-রক্ষার জন্য! ওঃ—ভগবান!

বিশ্বজিৎ। মা! তুমি ডাকিনী, তুমি রাক্ষসী! দাদা, ও রাক্ষসীর কথায় তুমি রাগ করো না, আমি তোমাকে চিনি—তোমাকে জানি!

মহামায়া। তুই থাম বিশ্বজিৎ! মনে রাখিস—আমি তোর মা!

বিশ্বজিৎ। কে মা? তুমি? তুমি রাক্ষসী! তোমাকে আমি 'মা' বলে স্বীকার করি না! মা সে, যে সকল সন্তানকে সমান-ভাবে ভালবাসতে পারে!

মহামায়া। তুই আমার দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছিস পুত্র!

বিশ্বজিৎ। সে আমার দুর্ভাগ্য!

ইন্দ্রজিৎ। ছিঃ ভাই! মাকে কটু কথা বলো না! উনি আমার বিমাতা হলেও, তোমার নিজের মা।

বিশ্বজিৎ। যে মা তোমার মত দাদার বুক থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে চায়, তাকে আমি 'মা' বলে স্বীকার করি না।

কাঞ্চন। অবুঝ হ'য়ো না ঠাকুর-পো, মা কখনও পর হয় না।

মহামায়া। ইন্দ্রজিৎ! তুমি অর্ধরাজ্য তাহলে দেবে না?

ইন্দ্রজিৎ। না।

মহামায়া। ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। অর্ধরাজ্য আমি বিশ্বজিতকে দান করবো না মা! আজ থেকে সমগ্র কমলগড়ই আমি বিশ্বজিতকে দিলাম!

বিশ্বজিৎ। দাদা!

ইন্দ্রজিৎ। চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী। তেত্রিশ কোটি দেবতা সাক্ষী। তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি মা, আজ থেকে কমলগড়ের সিংহাসনের দাবী আমি পরিত্যাগ করলাম।

বিশ্বজিৎ। দাদা! আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো। ডাকিনীর কথায় তুমি আমার বুকে আঘাত দিও না!

ইন্দ্রজিৎ। বিশ্বজিৎ! তুমি রাজা হও, এ আমার আদেশ।

বিশ্বজিৎ। দাদা!

ইন্দ্রজিৎ। জীবনে কখনও অবাধ্য হোসনি, আশা করি আজও হবি না। মা! আমার একটা অনুরোধ, বিশ্বজিতের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে প্রাসাদের এক কোণে থাকার মত একটু স্থান দাও। ওর হাতে আমার কুড়িয়ে-পাওয়া বোনটিকে তুলে দিয়ে, আমি কাঞ্চনের হাত ধরে প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাবো।

মহামায়া। না, ইন্দ্রজিৎ! বিশ্বজিতের বিবাহ এখন হবে না।

বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতের বিবাহ এখনই হবে।

মহামায়া। কাকে বিবাহ করবি পুত্র?

বিশ্বজিৎ। দাদার মনোনীত পাত্রীকে।

মহামায়া। যার জন্য চুরি করি, সে-ই বলে চোর!

বিশ্বজিৎ। বৌদি! তুমি কথা বলছো না কেন? দাদার সংগে তুমিও পাগল হলে নাকি?

কাঞ্চন। তোমার দাদা পাগল হননি ঠাকুর-পো, উনি মহত্তের কর্তব্যই করেছেন।

প্রদীপকে কাঁধে লইয়া বেচারামের প্রবেশ।

বেচারাম। আর পারি না বাপু! সেই সকাল থেকে কাঁধে উঠেছে, নামবার নামটি নেই। এই নাও বাপু, তোমাদের দস্যি ছেলে! [নামাইয়া দিল।]

প্রদীপ। বাপি! আমাকে একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া কিনে দেবে?

কাঞ্চন। গরীবের ছেলেদের ওসব আশা করতে নেই বাবা।

বেচারাম। তুমি বৌরাণী বড় দুষ্টু! বলি—ও গরীবের ছেলে কি রকম? যার বাপ এতবড় রাজ্যের রাজা!

ইন্দ্রজিৎ। রাজ্য আর আমার নেই বেচারাম! আমি সমগ্র কমলগড় বিশ্বজিতকে দান করেছি!

বেচারাম। কী—আমি বুড়ো হয়েছি বলে, আমার সংগে চালাকি!

মহামায়া। তোর অত গায়ে জ্বালা ধরছে কেন? তুই চাকর চাকরের মত থাকবি!

বিশ্বজিৎ। মা!

বেচারাম। কি বললে—আমি চাকর! হ্যাঁ-হ্যাঁ, সত্যই তো আমি চাকর। কিন্তু বৌঠান, একদিন এই ছোটলোক চাকরই তোমাকে বিয়ে দিয়ে এ-বাড়ীতে এনেছিল! ইন্দ্রজিৎ, বিশ্বজিৎ, মাধবী—এদের সবাইকেই সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল! নিজের সংসার মজিয়ে, সে তোমাদের সংসারের ভার মাথায় তুলে নিয়েছিল!

ইন্দ্রজিৎ। বেচারাম!

বেচারাম। এই নাও বড় রাজা, তোমার সিন্দুকের চাবি—আমি আজই চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে যাবো।

ইন্দ্রজিৎ। আমি চলে যাচ্ছি, তুইও যদি চলে যাস্ তবে বিশ্বজিতকে দেখবে কে?

বেচারাম। বিশ্বজিৎ মরুক, তুমিও মর—সংসারটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক! আমার তাতে কি? আমি চাকর—মাইনে নিই কাজ করি—অত দরদ আমার নেই!

ইন্দ্রজিৎ। বেচারাম!

বেচারাম। চাকর কখনও মনিবের আপন হয় না বড় রাজা। এ তাদের জন্মের অভিশাপ—জন্মের অভিশাপ!

ইন্দ্রজিৎ। বেচারাম! শোন—

বেচারাম। কি শুনবো? শোনার আছে কি? তোমরা হলে বড়লোক—রাজা; আর আমি তোমাদের পায়ের জুতো—চাকর মানুষ। পেটের জ্বালায় এসেছিলাম তোমাদের বাড়ীতে গতর খাটাতে। খাটিয়েওছি। ব্যাস্! আর নয়। এবার তোমরা নতুন চাকর দেখে নাও। বুড়ো বেচারামকে আর দরকার নেই!

বিশ্বজিৎ। বেচারাম-দা! কথা রাখো, যেও না—

বেচারাম। থাকতে পারছি না ছোট রাজা। তোমার বাবা কিছু করার আগে এই চাকর বেচারামের পরামর্শ না নিয়ে ছাড়তো না। আর আজ বৌঠান—

ইন্দ্রজিৎ। মায়ের হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি বেচারাম!

বেচারাম। সে কি, বড় রাজা! ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলো না! আমি চাকর, আর তোমরা—না-না, সে হতে পারে না। তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইবে কি? বরং যদি কিছু ভুল করে থাকি তো আমিই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ইন্দ্রজিৎ। বেচারাম!

বেচারাম। তুমি জান না বড় রাজা, তোমরা আমার কে।

ইন্দ্রজিৎ। কথা দে বেচারাম! তুই প্রাসাদ ছেড়ে যাবি না?

বেচারাম। রাগের মাথায় কত বারই তো বলি যাবো! কিন্তু পারি কই? এখানকার স্মৃতিগুলো যে মিশে আছে আমার রক্তের সংগে, তোমাদের মুখগুলো যে আঁকা হয়ে গেছে মনের মধ্যে, মায়ার শিকলে আমি যে বন্দী হয়ে গেছি বড় রাজা! মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কমলগড়-প্রাসাদ থেকে কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না—কেউ না—

[অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান।

ইন্দ্রজিৎ। আসি ভাই! তুমি সময়মত রাজকার্যটা বুঝে নিও। এস কাঞ্চন—

প্রদীপ। কাকামণি, তোমাদের কি হয়েছে বলতো? তোমার চোখে জল, বাপির মুখ ভার, মাও যেন কেমন হয়ে গেছে! বল-না কাকামণি! কি হয়েছে?

বিশ্বজিৎ। আমাদের মনে আগুন লেগেছে প্রদীপ! আমরা সবাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবো!

ইন্দ্রজিৎ। ধৈর্য ধর বিশ্বজিৎ। মনে রেখো, আজ তুমি রাজা!

বিশ্বজিৎ। রাজা হতে চাই না দাদা! তোমার হাত ধরে ভিক্ষা করে খাবো,—তবু তোমাকে হারিয়ে আমি স্বর্গের ঐশ্বর্য ভোগ করতে চাই না। দাদা! আমি তোমার কাছে করজোড়ে অনুরোধ করছি, তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

ইন্দ্রজিৎ। আমিও তোকে অনুরোধ করে যাচ্ছি ভাই, মাতৃ-ইচ্ছা পূর্ণ করার এমন মাহেন্দ্র সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করিস না। ওরে, রাজ্য ঐশ্বর্য এতো দুদিনের স্বপ্নমাত্র। ক্ষণিক পার্থিব সুখের মোহে রাজমুকুট মাথায় পরে আমার মায়ের অন্তরে আঘাত দিতে আমি চাই না ভাই।

বিশ্বজিৎ। আমিও রাজ্য চাই না দাদা! চাই তোমাকে।

ইন্দ্রজিৎ। আমিও রাজ্য চাই না বিশ্বজিৎ! চাই—আমার মায়ের আদেশ পালন করতে। তাই রিক্তা-নদীর উত্তাল তরংগ-মালার বুক থেকে যে আশ্রয়হীনা অভাগিনীকে আমি উদ্ধার করেছি, আগামী শুভলগ্নে তাকে তোর হাতে তুলে দিয়ে, আমার অন্তর্নিহিত আশীর্বাদের ভাণ্ডার মুক্ত করে, তোর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে, চিরদিনের মত আমি কমলগড় ত্যাগ করে চলে যাবো!

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। বৌদি!

কাঞ্চন। উপযুক্ত ভাইএর মত তোমার দাদার আদেশ পালন কর ঠাকুর-পো! তাতে আমার আশীর্বাদই পাবে—অভিশাপ নয়।

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। প্রদীপ!

প্রদীপ। তুমি রাজা হও কাকামণি! আমার খুব ভাল লাগবে!

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। রাজা—রাজা—না-না, আমার দাদার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিয়ে আমি রাজমুকুট মাথায় নিতে পারবো না। ওঃ, ভগবান!

গীতকণ্ঠে সিধু পাগলার প্রবেশ।

সিধু।—

গীত।

নাই নাই ভগবান।
দুখের তিমিরে,　　ভাসি আঁখিনীরে
কেন কর অভিমান।
আমাদের ডাক　　শোনে না সে কানে,
বেদনার ভাষা　　বিফল সেখানে,
অশ্রুধারার সাগর হলেও
তবু তো গলে না তার প্রাণ।

সিধু। ভগবান নেই—ভগবান নেই! থাকলে মাণিককে হারিয়ে আজ আমাকে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতে হ'তো না। মাণিক! ফিরে আয়—ওরে, ফিরে আয়—

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। মা! দাঁড়িয়ে ভাবছো কি? কমলগড়ের সুখ-রবি চিরদিনের মতই অস্ত গেল।

মহামায়া। কমলগড়ের সুখ-রবি চির-উজ্জ্বল হ'ল বিশ্বজিৎ! সোজা হয়ে দাঁড়া, দুর্বলতা জয় করে রাজমুকুট মাথায় পর। কে

ইন্দ্রজিৎ? সে তোর শত্রু! মায়ের পুত্র তুই। তোর চলার পথে থাকবে মায়ের প্রাণঢালা আশীর্বাদ! তোর কর্তব্যের অন্তরালে থাকবে মায়ের সুনিপুণ সংকেত, তোর বিজয়যাত্রার পথ কণ্টকমুক্ত করবে এই মায়ের সুদৃঢ় শুভেচ্ছা! ভয় নাই পুত্র! যে সৌভাগ্যের উচ্চাসনে আজ আমি তোকে প্রতিষ্ঠিত করলাম, স্বয়ং বিধাতাও সেখান থেকে তোকে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারবেন না— পারবেন না।

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। কাউকেই নামিয়ে আনতে হবে না মা, আমি নিজেই নেমে আসবো। কৈশোরের চঞ্চল মুহূর্ত থেকে যৌবনের প্রথম সোপান পর্যন্ত যে আমার কাছে ধ্যানের দেবতা, সাধনার রত্ন, দুঃখের সান্ত্বনা, যার মহত্ত্বের নিভৃত-নিকেতনে চিরবন্দী আমি, যার হাসি আমার চোখে স্বর্গের ঐশ্বর্য, যার অশ্রু আমার জীবনে মৃত্যুরই নামান্তর। আমার সেই ইহলোকের সাকার দেবতা—দাদাকে হারিয়ে, রাজ্য-সুখের অগ্নিকুণ্ডে আমি ঝাঁপ দিতে চাই না মা! যদি প্রয়োজন হয়, কমলগড়ের সিংহাসন বুকে আঁকড়ে নিয়ে তুমি নেমে যেও নরকের অন্ধকারে, আমি থাকবো আমার নিঃস্ব রিক্ত সর্বহারা দাদার পাশে, অনুজ লক্ষ্মণের মত তার ভাই হয়ে।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

চন্দনের বাটী।

এককড়ির প্রবেশ।

এককড়ি। অশোকারিষ্ট, মধ্যম নারায়ণ তৈল, বিড়ালাক্ষ ঘৃত, এককড়ি কবিরাজের রক্ত-বর্ধক মৃত-সঞ্জীবনী সুধা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বিফলে মূল্য ফেরৎ—সাফল্যে কিঞ্চিৎমাত্র গ্রহণ করি।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। ও মামা! বলি কবিরাজখানা ছেড়ে এখানে কি হচ্ছে?

এককড়ি। ওষুধের বিজ্ঞাপন মারছি।

ভোলানাথ। সে কি! এই চন্দন ঠাকুরের বাড়ীর পেছনে বিজ্ঞাপন মারছো কি?

এককড়ি। আমাকে বিরক্ত করিসনি ভোলা! যেখানে যাচ্ছিস্ যা—

ভোলানাথ। আরে দূর্—তোমার কবিরাজখানায় রোগীর ভিড়ে তো হাট বসেছে! তাইতো আমি তোমাকে খুঁজতে এলুম। চল মামা, বাড়ী চল—

এককড়ি। আমি বাড়ী যাবো না।

ভোলানাথ। কিন্তু এখানে—

এককড়ি। এখানে আমার দরকার আছে।

ভোলানাথ। দরকার যার সংগে সে তো রাজবাড়ীতে বসে রাজভোগ খাচ্ছে!

এককড়ি। দেখ্ ভোলা! বেশী রাগাসনি বলছি, তাহ'লে কিন্তু—

ভোলানাথ। কি করবে মামা?

এককড়ি। আত্মহত্যা করবো! ওরে ভাগ্নে, এ জ্বালা যে সইতে নারি!

ভোলানাথ। ওহো-হো-মামাগো! কি বলবো, তোমার দুঃখে আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে! বেটা রাজা কি-না শেষে তোমায় ভোগা দিলে!

চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। কণিকা! কণিকা—এ কি কবিরাজ কাকা! ভোলানাথ! কণিকা কোথায়?

এককড়ি। সেকথা আর বলো না বাবা! কণিকা নদীর চড়ায়—

চন্দন। সে কি? কণিকা—

ভোলানাথ। রিক্তা-নদীতে—

চন্দন। ডুবে মরেছে? কণিকা রিক্তা-নদীতে ডুবে মরেছে?

এককড়ি। বালাই ষাট! মরবে কেন?

চন্দন। তবে? কি হয়েছে খুলে বলুন?

এককড়ি। তাকে রাজা ইন্দ্রজিৎ জোর করে তার প্রাসাদে নিয়ে গেছে!

ভোলানাথ। মিথ্যা কথা! রাজা ইন্দ্রজিৎ তাকে জোর করে নিয়ে যায়নি।

এককড়ি। ভোলা!

ভোলানাথ। চোখ রাঙালে কি হবে মামা, সত্যি কথা বলতে ভোলানাথ ভয় করে না! শোন চন্দন! তোমার বোন গত রাত্রে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল।

চন্দন। কেন? কেন?

ভোলানাথ। বোধহয় আত্মহত্যা করার জন্যই! কিন্তু হায়, "বিধি তার হইল বাম", মরা হ'ল না! রাজা ইন্দ্রজিৎ তাকে নদী থেকে উদ্ধার করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল!

চন্দন। আমি তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে এখনি ফিরিয়ে আনবো কবিরাজ কাকা।

এককড়ি। নিশ্চয় আনবে!

চন্দন। তারপর আপনার সংগেই তার বিয়ে দেবো।

এককড়ি। আহা, তোমার মুখে ফুল চন্দন-পড়ুক বাবা!

ভোলানাথ। মামা! আমি কিন্তু প্রজাপতি ঠাকুরের কাছে জোড়া পাঠা মানত্ করেছি!

এককড়ি। কেন রে?

ভোলানাথ। বিয়ের জন্য।

এককড়ি। কার? আমার?

ভোলানাথ। তবে আবার কার?

এককড়ি। পাত্রীটি নিশ্চয় কণিকা?

ভোলানাথ। উঁহু!

এককড়ি। তবে?

ভোলানাথ। আমকাঠ মামা, আমকাঠ! তুমি যেদিন আম-কাঠকে ভালবেসে চিতায় উঠে, দাউ-দাউ করে জলবে, সেদিন আমি জোড়া পাঠা দিয়ে প্রজাপতি ঠাকুরের পূজা দেবো!

একবড়ি। ভোলানাথ!

ভোলানাথ। মামা, তিন-কাল গিয়ে তোমার শেষ-কাল এসেছে! এই বুড়ো বয়সে একটা পনেরো বছরের তরুণীর সর্বনাশ নাই-বা করলে মামা!

একবড়ি। বেটা ছোটলোক!

ভোলানাথ। পার, তোমার ওষুধবেচা টাকার কিছু খরচ করে তাকে সৎপাত্রে দান কর—আর না হয়, তার আশা ত্যাগ করে নিজের কাজে মন দাও! তাতে শান্তি না পেলেও, সুখের হাত থেকে একেবারে বঞ্চিত হবে না!

[প্রস্থান।

একবড়ি। তুমি ওর কথায় কিছু মনে করো না বাবা!

চন্দন। আমরা গরীব কারও কথায় কান দেওয়া আমাদের চলে না কাকা! আপনি কথা দিন, কণিকাকে আপনি—

একবড়ি। গ্রহণ করবো। তার জন্য—

চন্দন। যত অর্থের প্রয়োজন হবে, আপনি আমাকে দেবেন?

একবড়ি। নিশ্চয় দেবো।

দ্রুত পরাণের প্রবেশ।

পরাণ। কবিরাজ মশাই! আপনি দয়া করে একবার আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিন!

একবড়ি। কেন? তোর আবার কি হ'লো পরাণ?

পরাণ। আমার নয় কবিরাজ মশাই! আমার ছেলেটার বড় বাড়াবাড়ি অসুখ! আপনি গরীবের মা-বাপ, দয়া করে আমার গোপালকে দেখুন—তাকে বাঁচিয়ে দিন!

একককড়ি। অসুখটা কি?

পরাণ। তিন দিন জ্বর হয়েছিল, তার ওপর—আজ সন্ধ্যা থেকে তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে!

একককড়ি। শিশু-যক্ষ্মা! কঠিন চিকিৎসার প্রয়োজন।

পরাণ। আপনি চলুন! আপনার পায়ের ধূলোর জোরে আমার গোপাল নিশ্চয় ভাল হবে!

একককড়ি। আরে বাপু, শুধু পায়ের ধূলো দিলে তো হবে না, ওষুধের দরকার। তারজন্য কিছু খরচও করতে হবে। পয়সা-কড়ি এনেছিস?

পরাণ। আজ দু'দিন পয়সার অভাবে উনোনে হাঁড়ি চড়েনি—দুটো শাক সিদ্ধ করে খেয়ে আমরা বেঁচে আছি, ছেলেটাকেও তাই খাইয়েছি! তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার বাড়ীতে মজুর খেটে আমি ওষুধের দাম শোধ দেবো কবিরাজ মশাই!

একককড়ি। ওকথা সবাই বলে—পয়সা না পেলে আমি যাবো না।

পরাণ। কবিরাজ মশাই! পয়সার অভাবে আমার ছেলেটা মরে যাবে? আপনার দু'টি পায়ে পড়ি কবিরাজ মশাই, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি! আপনি না গেলে ছেলেটা আমার মারা যাবে!

ছদ্মবেশে মংগলের প্রবেশ।

মংগল। গরীবের ছেলেরা বিনা-চিকিৎসাতেই মরে ভাই!

চন্দন। কে আপনি?

মংগল। মানুষ। ওই যে রাস্তার দু'ধারে চিকিৎসক সেজে বসে আছে যারা তাদের অধিকাংশই এই কবিরাজ মশাইয়ের মত

ব্যবসাদার! ভেজাল দিয়ে লোক ঠকিয়ে মানুষ মারতেই এরা জানে--বাঁচাতে পারে না!

চন্দন। আগন্তুক!

মংগল। মানুষকে প্রাণদান করার ব্রত নিয়ে যারা চিকিৎসা করতে চায়—তাদের মত চিকিৎসকের সংখ্যা এযুগে খুবই কম ভাই!

পরাণ। কবিরাজ মশাই, যাবেন না?

মংগল। নিশ্চয়ই যাবেন! এই নাও টাকা—কবিরাজ মশাই তোমার বাড়ীতে গেলে, তাঁর নজরানাটা মিটিয়ে দিও। দেখবে, তিনি তোমার বাড়ীতে যাওয়ার কথা কোনদিনই আর ভুলবেন না! যান কবিরাজ মশাই--রোগীটাকে দেখে আসুন।

পরাণ। এতো টাকা!

মংগল। প্রয়োজন হয়, আরও পাবে। যান কবিরাজ মশাই—দেরী হলে রোগীটা মরে যেতে পারে, তাহ'লে পাওনাটা মাঠে মারা যাবে!

এককড়ি। চল বেটা! আমিও এককড়ি কবিরাজ! টাকা আমারও আছে!

[পরাণ-সহ প্রস্থান]

মংগল। চন্দন! কি ভাবছো ভাই?

চন্দন। তুমি—তুমি কে?

মংগল। আমি মংগল। [ছদ্মবেশ উন্মোচন] তোমাদেরই গ্রামের সেই বখাটে ছেলে!

চন্দন। মংগল! তুই?

মংগল। আমাকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছো, না? কিন্তু তার চেয়েও বেশী আশ্চর্য হচ্ছি আমি তোমাকে দেখে!

চন্দন। মংগল!

মংগল। জমিজমা বিক্রী করে তোমার বাবা তোমাকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন! শুনেছি, এ-গাঁয়ে তুমিই সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত, কিন্তু কই ভাই? তোমার সেই খড়ো-চাল ভাঙা-ঘর তো আজও নতুন ইমারতে পরিণত হয়নি!

চন্দন। না মংগল! আজ মনে হচ্ছে, লেখাপড়া শেখা ব্যর্থ পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়! আজ বুঝতে পারছি, শুধু লেখা-পড়ায় পেট ভরে না। টাকা চাই—টাকা না হলে শিক্ষার কোন মর্যাদাই নেই!

মংগল। টাকা! টাকা! টাকা চাও চন্দন? আমি তোমাকে টাকা দেবো।

চন্দন। মংগল! চিরদিন তো তুমি গরীব ছিলে, কিন্তু আজ—

মংগল। আজ আমার চেয়ে ধনী এ-রাজ্যে কেউ নেই!

চন্দন। এত অর্থ তুমি পেলে কোথায়?

মংগল। ডাকাতি করে!

চন্দন। মংগল!

মংগল। আমি ডাকাত চন্দন! তবে আমার জন্য নয়—আমার কাঙাল ভাইবোনদের জন্য আজ আমি ডাকাতি করি! চেয়ে দেখ চন্দন! পেটের জ্বালায় ভিখারীর দল পথে পড়ে মরছে! মা-বোনদের পরণে বস্ত্র নেই, রোগে ওষুধ নেই—ঘরের চালে খড় নেই!

চন্দন। মংগল! অর্থাভাবে আমার ভগ্নীরও আমিও বিবাহ দিতে পারিনি!

মংগল। শুধু তোমার একার ভগ্নী নয় চন্দন! আমার দেশের

এমনি লক্ষ লক্ষ ভগ্নী আজ গোপনে বসে ফেলছে চোখের জল! দুর্ভিক্ষ মড়কে দেশ ছারখার হয়ে যাচ্ছে, অথচ উপরিওয়ালাদের বিলাসব্যসনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে! তাই আমি যাদের আছে তাদের ঘরে ডাকাতি করে, যাদের নেই তাদের মধ্যে দু'হাতে দান করছি!

চন্দন। দেশের এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে?

মংগল। দায়ী কতকগুলো মুষ্টিমেয় ধনকুবের! মহানুভব রাজা-বাহাদুর গরীব-দুঃখীর সেবায় যা দান করছেন, এই সব স্বার্থপরের দল তা মধ্য-পথ্যেই আত্মসাৎ করে কালোবাজারে মোটা টাকা আয় করছে! অথচ দেশের অশিক্ষিত মানুষের দল দোষ দিচ্ছে রাজা-বাহাদুরকেই!

চন্দন। মংগল!

মংগল। আসি ভাই! আবার দেখা হবে—

চন্দন। কবে?

মংগল। এমনি দুঃখের মাঝখানে, যদি কখনও প্রয়োজন হয়, আমি আসবো ক্ষণিক সান্ত্বনা দিতে।

[প্রস্থান।

চন্দন। মংগল ডাকাত! মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য সে আজ ডাকাতি করছে!

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। চন্দন! কণিকা কোথায়?

চন্দন। নেই।

চন্দ্রসেন। কণিকা নেই! একটিবার তার সংগে আমার—

চন্দন। দেখা হবে না। যারা আমাদের দেখে ঘৃণা করে তাদের সংগে আমাদের মেয়েরা দেখা করতে পারে না!

চন্দ্রসেন। চন্দন! তুমি আমাকে ক্ষমা কর ভাই, আমার পিতার অপরাধের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি!

চন্দন। ছিঃ-ছিঃ! একি করছো চন্দ্রসেন? তুমি ধনীর দুলাল, আর আমি গরীবের ছেলে! আমার কাছে নতজানু হলে তোমার যে মান যাবে বন্ধু!

চন্দ্রসেন। যত ইচ্ছা তুমি আমাকে তিরস্কার কর বন্ধু! শুধু একটিবার—একটিবার তুমি কণিকাকে আমার সামনে এনে দাও,—আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো!

চন্দন। ক্ষমা চাইলে তোমার হয়তো মন ভরবে, কিন্তু তার চোখে আরও জল ঝরবে! তুমি যাও—কণিকার সংগে দেখা হবে না।

চন্দ্রসেন। চন্দন, আমি আজ এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি—যদি পারো—

চন্দন। সে কি! বিবাহ করবে না?

চন্দ্রসেন। না চন্দন! পিতার কথা অমান্য করে যেমন কণিকাকে বিবাহ করতে পারলাম না, তেমনি কণিকাকে ভুলে চম্পাগড়ের রাজকুমারীকেও আমি গ্রহণ করতে পারবো না! তাই আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি—

চন্দন। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। তুমি তাকে ব'লো চন্দন, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে। আর যদি পারে—সে যেন আমাকে ভুলে যায়—হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে যেন আমাকে ভুলে যায়!

চন্দন। ভুলে সে তোমাকে যাবেই!

চন্দ্রসেন। তোমার কাছে আমার একটা শেষ অনুরোধ বন্ধু—কণিকাকে তুমি ওই এককড়ি কবিরাজের হাতে তুলে দিও না! যদি সৎ-পাত্র না জোটে, তাকে তুমি আজীবন কুমারীই রেখো—তাতে সে শান্তিই পাবে!

[প্রস্থান।

চন্দন। গরীবের মেয়ে যে তার আবার সৎ-পাত্র! না-না, আমার টাকা চাই! হয় কণিকাকে এককড়ি কবিরাজের হাতেই দান করবো, আর না হয় আমি ওই মংগল ডাকাতের দলেই মিশবো! যে-কোন উপায়ে হোক, টাকা আমার চাই-ই! দেহে শক্তি থাকতে দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাত সহ্য করে, আমার জীবনটাকে আমি ব্যর্থ হতে দেবো না—কিছুতেই না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ।

ভৈরব ও মাধবীর প্রবেশ।

মাধবী। ওঃ, কি কুক্ষণেই না তোমার সংগে আমার বিয়েটা য়েছিল!

ভৈরব। আজ একথা বলছো কেন মাধবী?

মাধবী। গায়ের জ্বালায়! ঘরজামাই সেজে শ্বশুরবাড়ীর ভাত াওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত!

ভৈরব। মাধবী!

মাধবী। আজ পাঁচ বছর আমি তোমাকে নিয়ে এ-বাড়ীতে ।সেছি। ভেবেছিলাম, নিজের বুদ্ধির জোরে যা-হোক কিছু-একটা ্মি করবে। কিন্তু কই—পারলে?

ভৈরব। কি বলতে চাইছো তুমি?

মাধবী। শুনেছি, তুমি রাজপুত্র—ক্ষত্রিয়। গায়ের জোরে না ার, অন্ততঃ কৌশলে এদের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, অর্দ্ধেকটা াজ্যও তো দখল করতে পার!

ভৈরব। ভৈরবের অসাধ্য কিছু নেই মাধবী! সে দিনকে রাত ্যর রাতকে দিন করতে পারে!

মাধবী। কাজে তার পরিচয়টা দাও—

ভৈরব। ভাবছি, এরা আমার না হলেও তোমার তো আপনার লাক! তোমারই পিতার রাজ্য—উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজা হয়েছে ন্দ্রজিৎ—আজ যদি তাকে সরিয়ে দিয়ে আমি রাজা হতে যাই—

মাধবী। রাজা তোমাকে হতেই হবে! নইলে মাধবীর আশা ত্যাগ করে—এ-প্রাসাদ ছেড়ে—তোমাকে চলে যেতে হবে!

ভৈরব। মাধবী!

মাধবী। আমি রাজকুমারী! রাজরাণী হয়েই বেঁচে থাকতে চাই! পরান্নভোজী দাসী হয়ে বাঁচতে চাই না!

ভৈরব। কিন্তু এ-বাড়ীর কেউ তো তোমাকে অযত্ন করে না!

রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। সে আর তুমি কেমন করে জানবে ভৈরব? অন্তঃপুরে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, সে খবর রাখা তো তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।

ভৈরব। মন্ত্রীমশাই!

রুদ্রপ্রতাপ। দেখছো না, মাধবী মায়ের মুখখানা আমার কেমন শুকিয়ে গেছে! হাজার হলেও সে রাজার মেয়ে, পরের মুখনাড়া সহ্য করতে সে পারবে কেন? কালী করালবদনী মা!

মাধবী। ভাল করে ওকে বুঝিয়ে দিন কাকাজী!

রুদ্রপ্রতাপ। দেবো বৈকি মা! তুমি আর ভৈরব তো আমার পর নও!

ভৈরব। আপনার কথা-মত কাজ তো করছি!

রুদ্রপ্রতাপ। কর, তোমারই মংগল হবে। আমি তো আর এ-বয়সে রাজা হব না ভৈরব। আর আমার পুত্র চন্দ্রসেনের কথা ছেড়েই দাও—সে একটা বদ্ধ পাগল!

মাধবী। আপনার দু'টি পায়ে পড়ি কাকাজী, যেমন করে হোক, কমলগড়ের সিংহাসনে আমায় বসাতেই হবে!

রুদ্রপ্রতাপ। থাক, থাক মা! তুমি আমার প্রভু-কন্যা, তোমার মংগল করা তো আমার কর্তব্য। কিন্তু মা, একটা কথা আমি ভাবছি—

মাধবী। বলুন ?

রুদ্রপ্রতাপ। ধর, মায়ের ইচ্ছায় তোমার স্বামীকে সিংহাসনে বসাতে যদি প্রয়োজন হয়—

মাধবী। আপনি আগুন জ্বালাবেন মন্ত্রীমশাই।

রুদ্রপ্রতাপ। যদি ইন্দ্রজিৎ বিশ্বজিৎ—

মাধবী। পথের বাধা হয়—তাদেরও সরিয়ে দেবেন।

রুদ্রপ্রতাপ। যদি তোমার মা—

মাধবী। আমাকে রাজরাণী করার জন্য যদি মনে করেন, মাকেও হত্যা করবেন! আপনি না পারলে আমাকে বলবেন, আমিই মাতৃ-হত্যা করবো।

ভৈরব। মাধবী!

মাধবী। রাজা তোমাকে হতেই হবে স্বামী। তার জন্য একটা কেন, প্রয়োজনে দশটা নরবলিও মাধবী দেবে।

রুদ্রপ্রতাপ। মা!

মাধবী। স্বামীর দুর্ভাগ্য নিয়ে আমি ভিখারিণী সাজতে পারবো না মন্ত্রীমশাই! নিজের সৌভাগ্যেই আমি রাজরাণী হতে চাই।

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা!

ভৈরব। রিক্তা-নদীর বাঁধ রক্ষার জন্য নরবলি দেওয়ার কথাটা রাজ্যমধ্যে প্রচার হয়ে গেছে।

রুদ্রপ্রতাপ। তাতে আমাদেরই কল্যাণ।

ভৈরব। মন্ত্রীমশাই!

রুদ্রপ্রতাপ। ইন্দ্রজিৎ নরবলি দিলেও আমাদের জয়, না দিলেও জয়।

ভৈরব। কি রকম?

রুদ্রপ্রতাপ। যদি সে কোন প্রজার শিশুপুত্রকে বলি দেয়, তাতে জনগণ ক্ষেপে যাবে। আর যদি না দেয়, তাতেও প্রজাদের সহানুভূতি থেকে সে বঞ্চিত হবে।

ভৈরব। এমন উর্বর মস্তিষ্ক যার তার ঘরে ডাকাতি হল কি করে।

রুদ্রপ্রতাপ। ডাকাতি আর হল কই ভায়া? চন্দ্রসেনকে চোখ রাঙিয়ে সে নাকি বলে গেছে—আজ সন্ধ্যায় রিক্তা-নদীর বাঁধে দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিতে।

ভৈরব। টাকা পাঠাবেন?

রুদ্রপ্রতাপ। পাঠাবো, তবে টাকা নয়—মারণ অস্ত্র। এমন মারণ অস্ত্র, যার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওই লুণ্ঠনকারী দস্যুদল।

ভৈরব। আমাকে এখন কি করতে বলেন?

রুদ্রপ্রতাপ। যা কর'ছো।

ভৈরব। বুদ্ধির যুদ্ধে আমাদের জয় হলে, কমলগড়ের সিংহাসন আমি পাবো তো?

রুদ্রপ্রতাপ। নিশ্চয়! শুধু সিংহাসন নয়—কমলগড়ের সিংহাসনের সংগে পাবে এই বিচক্ষণ রুদ্রপ্রতাপকে।

ভৈরব! মনে রাখবেন মন্ত্রীমশাই! ভৈরব যা করছে তা একমাত্র সিংহানের জন্যই।

রুদ্রপ্রতাপ। তা আমি জানি।

ভৈরব। রাজমুকুটের লোভে, আপনার অন্যায় আদেশ মাথা নীচু করে আমি পালন করছি। আপনারই আদেশে শঠ, প্রবঞ্চক সেজেছি—আপনারই ইচ্ছায় হয়তো আমাকে আরও অ-নে-ক নীচে নামতে হবে। কিন্তু প্রতিদানের কথা আশা করি আপনি কখনও ভুলবেন না।

রুদ্রপ্রতাপ। ভৈরব!

ভৈরব। যে অস্ত্র আজ আপনি আমাকে দিয়ে বসিয়ে দিচ্ছেন ইন্দ্রজিতের বুকে, প্রয়োজন হলে, সেই অস্ত্র আমি আপনার বুকেও বসিয়ে দেবো সেদিন—যেদিন আমার বুকে আপনি ছোবল মারতে আসবেন!

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা! যে রুদ্রপ্রতাপের কূট-বুদ্ধিতে কমলগড়ের স্বচ্ছ ভাগ্যাকাশে নেমে এসেছে ধ্বংসের কালো মেঘ, তাকে ভয় দেখায় ভৈরব! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গীতকণ্ঠে সিধু পাগলার প্রবেশ।

সিধু পাগলা।—

গীত।

হারিয়ে গিয়াছে রতন আমার কোন সাগরের জলে।
এত খুঁজি পাই না যে হায়, দেয় না তো কেউ বলে।

রুদ্রপ্রতাপ। আ ম'লো! যাঃ—তুই আবার এখানে কি করতে এলি?

সিধু পাগলা। মাণিকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! বল না, সে কোথায় আছে?

রুদ্রপ্রতাপ। তোর মাণিক কোথায় তা আমি কি জানি? কালী করালবদনী মা!

সিধু পাগলা।—

পূর্ব-গীতাংশ।

ব'ল না ও নাম, ব'ল না।
আঁখিজলে তব বয়ে যাবে ধারা, ঘুচবে না বেদনা॥
মা বলিয়া যেবা ডাকে গো তাহারে,
কাঁদায় পাষাণী তারে বারে বারে,
মরু-সম তার হিয়া অশ্রুপাথে, মুকুতা নাহিরে ফলে॥

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। রাজমুকুট আর রাজসিংহাসনের মোহে মত্ত-মাতংগের মত ছুটে চলেছে ভৈরব। কিন্তু মূর্খ জানে না, চিনির বলদ শুধু খেটেই মরে—চিনির আস্বাদ সে কোনদিনই পায় না।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

কণিকার প্রবেশ।

কণিকা। নূতন জীবন নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছে, জানি না এর পরিণাম কি?

প্রদীপের প্রবেশ।

প্রদীপ। কাকী-মা! ও কাকী-মা! শুনছো?

কণিকা। কি হ'লো প্রদীপ?

প্রদীপ। আচ্ছা—ব্যাপারটা কি বলতো? বিয়ে-বাড়ী, আজ তোমার ফুলসজ্জা, সবাই হাসিখুশীতে ভরে আছে। কিন্তু—

কণিকা। কিন্তু কি প্রদীপ?

প্রদীপ। দু'জনের সর্বনাশ হয়ে গেছে কাকী-মা!

কণিকা। সর্বনাশ! সে কি?

প্রদীপ। আর সে কি! একজনের সুপারীর জাহাজ ডুবেছে, আর একজনের বাড়া-ভাতে ছাই পড়েছে!

কণিকা। প্রদীপ!

প্রদীপ। একজন মুখ-ভার ক'রে বসে আছে, আর একজন রাগে তেলেবেগুনে জলছে!

কণিকা। কারা প্রদীপ? তুমি কাদের কথা বলছো?

প্রদীপ। বলছি আমার ঠাকুরমা—আর পিসিমার কথা।

কণিকা। ছিঃ, ওকথা বলতে নেই!

প্রদীপ। কেন নেই? তুমি জান না কাকী-মা—ওরা তোমাকে দেখে হিংসায় জ্বলে মরে!

কণিকা। না প্রদীপ, ওঁরা আমাকে খুব ভালবাসেন!

প্রদীপ। সে কি আর আমি বুঝি না?

কণিকা। প্রদীপ!

প্রদীপ।—

গীত

মনের কথা লুকিয়ে বুকে, কেন আঁচল দিয়ে ঢাকো।
দুঃখের দাহে আপনি পুড়ে, কেন সুখের কাজল মাখো।
তোমার হাসির গোপন কোণে;
অশ্রু ঝরে সঙ্গোপনে।
নীরব ব্যথার বেদন দিয়ে, দুঃখনিশা ভুলিয়ে রাখো।

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। এই যে, আমে-দুধে ঠিক মিশে গেছে!

প্রদীপ। আর আঁটি পড়ে বাইরে গড়াগড়ি যাচ্ছে, না ঠাকুমা?

মহামায়া। দূর হ' এখান থেকে!

প্রদীপ। ইস্, গেলেই হল! প্রাসাদটা তোমার নাকি?

মহামায়া। তবে কার?

প্রদীপ। আমার বাবার।

মহামায়া। ও—বোবার মুখে যে বোল ফুটেছে দেখছি!

প্রদীপ। মুখ বুজে মার খেলেই বুঝি ভাল হয়?

কণিকা। আঃ প্রদীপ! গুরুজনের অসম্মান করতে নেই!

মহামায়া। কেন করবে না বাছা, তুমিই তো ওকে শিখিয়ে দিয়েছো!

কণিকা। মা!

প্রদীপ। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি আগে তো এমন ছিলে না—আমাকে কত ভালবাসতে, সন্ধ্যারাতে ফুলবাগানে বসে আমাকে কত রূপকথার গল্প বলতে! কিন্তু আজ? আজ ক'দিন থেকে তুমি যেন আমাকে দেখতেই পারো না, বাবা-মাকেও না, কাকী-মাকেও—

মহামায়া। থাম্! ছোটলোকের বাচ্চা কোথাকার!

প্রদীপ। আকাশের দিকে থুথু ফেললে নিজেরই গায়েই পড়ে ঠাকুমা!

মহামায়া। প্রদীপ!

প্রদীপ। আমি ছোটলোকের বাচ্চা হলে, তুমিও হবে ছোট-লোকের মেয়ে!

কণিকা। প্রদীপ!

প্রদীপ। চুপ কর কাকী-মা! এযুগে যে সয়, তারই ক্ষয়। তুমি মুখ বুজে যত সহ্য করবে, এরা তোমার পিঠে ততই চাবুক মারবে!

মহামায়া। বটে!

প্রদীপ। তাই—চাবুক খেয়ে কাঁদার চেয়েই চাবুক মেরে হাসাই উচিত।

[প্রস্থান।

মহামায়া। ডাকিনী! কেন এসেছিস্ আমার সোনার সংসারে আগুন ধরাতে?

কণিকা: আমি কি করেছি মা?

মহামায়া। যাদু করেছিস্! তোর মোহিনী-মন্ত্রে আমার বিশ্ব-জিতকে যাদু করেছিস্! আমার ইচ্ছাহচ্ছে, আমি—আমি তোকে—

বিশ্বজিতের প্রবেশ।

বিশ্বজিৎ। শুধু ওকে নয় মা, আমাকেও—

মহামায়া। কি?

বিশ্বজিৎ। আশীর্বাদ কর! আজ আমার ফুলসজ্জা। গর্ভধারিনী তুমি, তাই সকলের আগে তোমার আশীর্বাদই মাথায় নিতে হয় মা!

মহামায়া। আশীর্বাদ করছি, তুই দিগবিজয়ী হ'।

বিশ্বজিৎ। তোমার হতভাগিনী বৌমাকে বাদ দিলে কেন মা? ওকেও একটু আশীর্বাদ কর!

মহামায়া। আমার অমতে তুই ওকে বিয়ে করে ঘরে আনলেও আমি স্বীকার করি না যে ও আমার পুত্রবধূ!

বিশ্বজিৎ। চোখ বুজিয়ে একটু স্বীকার করে ফেল না মা, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

মহামায়া। তোর জন্য আমি আমার আভিজাত্যকে হারাতে পারবো না, বিশ্বজিৎ! মনে রাখিস্, তুই রাজপুত্র! ওই ডাকিনীর মায়ায় পাগল হলে, ভবিষ্যতে সিংহাসনের আশা তোকে ত্যাগ করতে হবে।

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। তোমার মত মা যার, সিংহাসন তার ভাগ্যে সইবে না মা! কণিকা—এ কি! মুখ ভার কেন?

কণিকা। কই না তো!

বিশ্বজিৎ। যাক, এতক্ষণ তো অনেক প্রলাপ বকলাম, কিন্তু আসল কথাটা তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি!

কণিকা। কি কথা?

বিশ্বজিৎ। বলছিলাম—তোমাকে বিয়ে করে, আমি তোমার উপর অবিচার করিনি তো?

কণিকা। অবিচার? আমার উপর? কুমার! আমি গরীবের মেয়ে, মৃত্যুর জন্য ঝাঁপ দিয়েছিলাম রিক্তা-নদীর বুকে। সেখান থেকে আপনার দাদাই আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন এই রাজপ্রাসাদে। তাঁরই অনুকম্পায় আজ আমি তোমার পায়ে স্থান পেয়েছি!

বিশ্বজিৎ। আহা, থাক থাক! ওসব বড় বড় কথা আমার কানে হজম হবে না। মোটের উপর—তুমি আমাকে পেয়ে সুখী হয়েছো কি-না জানতে চাই।

চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। না-না, এ হতেই পারে না! আমি আমার বোনকে এককড়ি কবিরাজের হাতেই—[বর ও বধূ-বেশে কণিকা ও বিশ্বজিতকে দেখিয়া] এ কি! তোর মাথায় সিঁদুর—গলায় মালা—

বিশ্বজিৎ। বিয়ে হয়ে গেছে!

চন্দন। তুমি?

বিশ্বজিৎ। আমি কণিকার বর, তোমার শ্রীমান ভগ্নিপতি!

চন্দন। ছোট রাজকুমার!

বিশ্বজিৎ। আরে দূর্! লোকটা আমার চেয়েও পাগল,—তোমার মত গরীবের ভগ্নিপতি আবার রাজকুমার হতে পারে নাকি?

কণিকা। দাদা!

চন্দন। ওরে—মালা ছিঁড়ে ফেল, সিঁদুর মুছে দে—চলে আয়

আমার সঙ্গে! এরা রাজা, এরা ধনী—আজ খেয়ালের বশে তোকে ঘরে নিলেও, কাল নামিয়ে দেবে পথের ধূলোয়!

কণিকা। পথের ধূলোয় যদি যেতে হয়, আমি একা যাবো না দাদা—আমার স্বামীও আমার সংগে যাবেন!

বিশ্বজিৎ। সাবাস্ কণিকা! দেখছি তোমার ধর্মজ্ঞান আমার চেয়ে অনেক বেশী!

চন্দন। আমি তোর দাদা। আমার অনিচ্ছায় তোকে পাত্রস্থ করলো কে?

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ইন্দ্রজিৎ। আমি।

চন্দন। আপনি! মহারাজ—

ইন্দ্রজিৎ। আশ্চর্য হলে কেন ভাই? মহারাজ কি মানুষ নয়?

চন্দন। কিন্তু—আপনি আমার মত গরীবের বোনকে—

ইন্দ্রজিৎ। ঘরে নিয়েছি। মানুষের সংগে মানুষ আত্মীয়তা করবে, তার মধ্যে ধনী-দরিদ্রের সম্বন্ধ আসবে কেন চন্দন?

চন্দন। দু'দিন আগেই আমি লাঞ্ছিত হয়েছি এক ধনীর কাছে, তার পুত্রের সংগে আমার ভগ্নীর বিবাহের প্রস্তাব করে!

ইন্দ্রজিৎ। তোমাকে লাঞ্ছিত করেছে তারা, যারা ধনগর্বে আত্মহারা হয়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করে!

চন্দন। আপনি—আপনি দয়া করে আমার বোনকে ফিরিয়ে দিন যুবরাজ! প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে—এ আমার স্বপ্ন! আমার মত হতভাগ্যের ভগ্নী কমলগড়ের রাজকুলবধূ হয়েছে—এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!

বিশ্বজিৎ। চোখের সামনে দেখেও তবু বিশ্বাস হচ্ছে না? হায়রে অদৃষ্ট!

ইন্দ্রজিৎ। বিশ্বজিৎ! বৌমা! চন্দনকে প্রণাম কর। এ তোমাদের গুরুজন!

[বিশ্বজিৎ ও কণিকা প্রণাম করিল]

চন্দন। সূর্য কি পশ্চিমে উঠেছে? আকাশ কি মাটিতে নেমে এসেছে? বাতাস কি স্তব্ধ হয়ে গেছে? সর্বহারা নিঃস্ব রিক্ত ভিক্ষুকের পায়ে প্রণাম করছে রাজপুত্র! উত্তপ্ত মরুবক্ষে বয়ে যাচ্ছে মন্দাকিনী-ধারা—পাতার কুটিরে নেমে এসেছে শান্তির স্বর্গ! না-না, এ মিথ্যা! এ মিথ্যা!

কণিকা। মিথ্যা নয় দাদা! ভগবানের পরম অনুগ্রহে আজ আমি স্থান পেয়েছি রাজপ্রাসাদে।

চন্দন। ভগবান! সত্যই তবে কি গরীবের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে!

ইন্দ্রজিৎ। কাঁদে। যেখানে অত্যাচার, যেখানে অবিচার, যেখানে অশ্রু, যেখানে আর্তনাদ—সেখানেই পাওয়া যায় তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ!

চন্দন। মহারাজ ইন্দ্রজিৎ! আপনারই দেশের ধনীরা করে গরীবদের ঘৃণা, আপনি রাজা হয়েও—

বিশ্বজিৎ। চেপে যাও-না ভায়া! বাঁশের চেয়ে কঞ্চিই শক্ত হয়!

চন্দন। বিশ্বজিৎ! কণিকা! মহারাজ ইন্দ্রজিৎ! আমি কটিবস্ত্র-পরিহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমি মুক্তকণ্ঠে আপনাদের আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, আপনারা জয়ী হ'ও—ঈশ্বরের অমৃতধারা ঝরে পড়ুক আপনাদের শান্তির সংসারে! [প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। দাদা! আমি এখন আসি—

ইন্দ্রজিৎ। দাঁড়াও ভাই!

বিশ্বজিৎ। কেন দাদা?

ইন্দ্রজিৎ। আজ এই শুভমুহূর্তে আমি, তোমার বৌদি আর প্রদীপকে নিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি ভাই!

কণিকা। আপনি প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন! দিদিমণি, প্রদীপ সকলেই—

বিশ্বজিৎ। যাবে বৈকি! অসার সংসারে না থাকাই ভাল দাদা! বেরিয়ে পড়,—কণিকা, একটা ঝুলি নিয়ে এস। আমি একটা কম্বল আর চিমটে যোগাড় করে আনি!

ইন্দ্রজিৎ। পাগলামী করিসনি বিশ্বজিৎ! আমি প্রতিজ্ঞা করে-ছিলাম মায়ের সামনে, তোর বিবাহের পরই এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো।

বিশ্বজিৎ। দাদা! তুমি এক কাজ কর—হয় একটু বিষ, না-হয় একখানা তলোয়ার দিয়ে আমাকে হত্যা করে, তারপর—

ইন্দ্রজিৎ। বিশ্বজিৎ! পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনে গেলে —ভ্রাতৃশোকে উন্মাদ হয়েও ভরত রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

বিশ্বজিৎ। করেছিলেন—রামচন্দ্রের ফেরার আশা ছিল বলে। না দাদা, তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি দাদা,—বিশ্বজিৎকে ত্যাগ করে তুমি যেও না!

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। বাধা দিও না ঠাকুর-পো! ওঁকে ওঁর প্রতিজ্ঞাপালন করতে দাও!

কণিকা। দিদি! আমিই হতভাগিনী! আমারই জন্য তোমাদের

সোনার সংসারে আগুন ধরে গেল! আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দাও—

কাঞ্চন। কণিকা!

কণিকা। আমার জন্য, তোমাদের পথে দাঁড়াতে আমি দেবো না!

ইন্দ্রজিৎ। বৌমা! ধৈর্য ধর। এ সংসারে বিশ্বজিৎ আজ বড় একা—বড় অসহায়! তুমি ওকে দেখো বৌমা। এসো কাঞ্চন,—বিশ্বজিৎ, আসি ভাই।

বিশ্বজিৎ। যাও—সবাই যাও! আমিও প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিই—সিংহাসন আর রাজমুকুটখানা গুঁড়ো করে ফেলি—রাজকোষ মুক্ত করে টাকাগুলো রাজপথে ছড়িয়ে দিই! যাক্ সব, ধ্বংস হয়ে যাক—কমলগড়ের নাম পৃথিবী থেকে মুছে যাক!

ইন্দ্রজিৎ। কমলগড় আমাদের পিতার পুণ্যতীর্থ, বিশ্বজিৎ! সব গেলেও তার দুর্ভাগ্য আমি সইতে পারবো না ভাই! তুমি রাজা হয়ে নয় বিশ্বজিৎ, প্রজার পালক হয়ে শুধু শাসন কর এ রাজ্য!

বিশ্বজিৎ। দাদা—

ইন্দ্রজিৎ। আমার অনুরোধ ভাই! তোরা আমাকে কর্তব্যচ্যুত করতে চাস্—আমাকে মিথ্যাবাদী সাজাতে চাস্!

কাঞ্চন। স্বামী!

ইন্দ্রজিৎ। ওঃ,—বুকটার মধ্যে বড় জ্বালা করছে! রাজ্যভার হাতে নিয়ে আমাকে সত্যরক্ষার সাহায্য কর বিশ্বজিৎ!

কাঞ্চন। ঠাকুর-পো! তুমি ভেবো না, আমরা না থাকলেও—তোমাকে যার হাতে দিয়ে গেলাম, সে তোমার অযোগ্য নয়।

প্রদীপের হাত ধরিয়া পুঁটলী-হস্তে বেচারামের প্রবেশ।

বেচারাম। বলি, এসব ব্যাপার কি? ছেলেটা বাইরে এক পুঁটলী মাথায় করে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, তোমরাও এখানে ভি সেজে দাঁড়িয়ে আছো—হয়েছে কি?

ইন্দ্রজিৎ। আমরা চলে যাচ্ছি বেচারাম!

বেচারাম। খবরদার বড় রাজা! মাথা খারাপ করো না! ওপর রাগ করে তুমি চলে যাবে? ওই বউরাণী মহামায়া, অ রাক্ষসী মাধবীর ওপর? যদি দরকার হয়, ওদের তাড়িয়ে দাও!

ইন্দ্রজিৎ। আঃ, বেচারাম—

বেচারাম। না-না, তোমাদের কোন কথা আমি শুনবো না

কাঞ্চন। বেচারাম—

বেচারাম। ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলুম মা যে আমা কোন কথা খাটবে না। আমি যে চাকর!

বিশ্বজিৎ। দাদা—

ইন্দ্রজিৎ। বিদায় ভাই! বিদায় বৌমা! আসি বেচারাম! এসে কাঞ্চন—এ কি! বুকটার মধ্যে এমন জ্বালা করছে কেন? দু'চো দিয়ে কেন নেমে আসছে শ্রাবণের ধারা? পা'দুটো অসাড় হয়ে যাচ্ছে কেন? না-না, এ দুর্বলতা আমায় জয় করতেই হবে। বিশ্বজিৎ! কাছে আয় ভাই—শেষবারের মত তোর হতভাগ্য দাদাকে একবার স্নেহ-আলিঙ্গন দে—[আলিঙ্গন]

বিশ্বজিৎ। দাদা! কিছু নেবে না জানি, তবু তোমার এই অভাগা ভাইএর একটা প্রণাম নিয়ে যাও—[প্রণাম]

ইন্দ্রজিৎ। আশীর্বাদ করি ভাই, তুমি আদর্শ রাজা হও!

বিশ্বজিৎ। [কাঞ্চনকে প্রণাম] বৌদি—

কাঞ্চন। তোমার দাদার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা ঠাকুর-পো! আদর্শ রাজা হও!

বেচারাম। বড় রাজা!

ইন্দ্রজিৎ। রাজা আমি নই বেচারাম, আজ থেকে তোর রাজা এই বিশ্বজিৎ।

[পুঁটলী মাথায় লইয়া কাঞ্চন ও প্রদীপের
হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। ওরে—বন্ধ কর আনন্দ-উৎসব! নিভিয়ে দে দিপালী-মালা! দেবতার নিরঞ্জনে বাজিয়ে দে বিজয়ার বাদ্য! কমলগড়—রাক্ষসী কমলগড়—

বেচারাম। ছোট রাজা—

বিশ্বজিৎ। বেচারাম-দা! কণিকা—বড় ভুল হয়ে গেছে। আমার ঘরে কাঠের পক্ষীরাজ ঘোড়াটা রয়েছে, সেটা আমি প্রদীপের জন্য রথের মেলা থেকে কিনে এনেছিলাম, তাকে দেওয়া হয়নি!

বেচারাম। আমাকে দাও ছোট রাজা! আমিই তাকে দিয়ে আসছি।

বিশ্বজিৎ। না-না, তুই নয়—আমাকেই দিতে হবে। সে যে আমার কাছেই চেয়েছিল, বেচারাম-দা. তারা হয়তো এখনও বেশী দূর যেতে পারেনি।

বেচারাম। যত দূরেই তারা যাক, আমি তাদের ধরে ফেলবো ছোট রাজা, তুমি ঘোড়া নিয়ে আমার পিছনে পিছনে এসো। দুঃখের নিদারুণ যন্ত্রণা বড় রাজা সইতে পারবে, বৌরাণীও নিজেকে মানিয়ে নেবে—কিন্তু পারবে না আমার প্রদীপ! ক্ষিদেয় কাতর হয়ে যখন

সে কাঁদবে, ওই কাঠের পক্ষীরাজই খেলার নেশায় ভুলিয়ে রাখবে তাকে খিদের জ্বালা, ছোট রাজা, ভুলিয়ে রাখবে তাকে—

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। কণিকা! তুমি যাও,—পক্ষীরাজ ঘোড়াটা—

কণিকা। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি—ততক্ষণ তুমি ঘোড়া প্রস্তুত কর। তোমার সংগে আমিও যাবো।

বিশ্বজিৎ। তুমি যাবে?

কণিকা। যাবো। কমলগড়ের জাগ্রত দেবদেবীকে শেষবারের মত আর একবার প্রণাম করে আসতে আমি যাবো।

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। শেষ প্রণাম আমিও করবো কণিকা! মেঘাচ্ছন্ন রবিকরের নিষ্প্রভ দীপালোকে আমিও দিয়ে আসবো শেষবারের মত দু'ফোঁটা চোখের জল। ওই যে—ওই যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কমলগড়ের নগরপ্রান্তে—রাজা ইন্দ্রজিৎ! সংগে তাঁর রাজ-লক্ষ্মী সীতা—দীনহীন মলিন বেশ, বেদনায় ক্ষতবিক্ষত দেহ, অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছে বুক! দাদা—বৌদি—ও কি! কে কাঁদছে? প্রদীপ? প্রদীপ কাঁদছে? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি তার করুণ কান্নার রেশ, বুঝতে পারছি তার কান্নাঝরা অন্তরের ব্যথা! মর্মে মর্মে অনুভব করছি তার শিশুমনের ব্যর্থ অভিমান! প্রদীপ! বাপি! আমি যাচ্ছি বাপি,—নিয়ে যাচ্ছি তোর সাধের পক্ষীরাজ, যার দাম জগতে সবার কাছে তুচ্ছ হলেও—তোর কাছে সে সাতরাজার ধন এক মাণিক—সাতরাজার ধন এক মাণিক!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

গীতকণ্ঠে নর্তকীগণের প্রবেশ।

নর্তকীগণ।—

গীত।

যেওনা যেওনা চাঁদ যেওনা চলি।
আকাশের হিয়া 'পরে, মিলন পুলকভরে থাকো উজলি।
চাহিয়া তোমার পানে, মন যেন নাহি মানে,
প্রিয়তম কানে কানে, কি যেন বলি।
সেকথা কি বনে বনে সুমধুর গুঞ্জনে
কুসুম কলিরে আজি কহিছে অলি।

রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। তোমাদের নৃত্যগীত উপভোগ করার মত বয়স আমার নেই নর্তকীগণ! তাই আজ থেকে তোমরা রাজপ্রাসাদেই থাকবে—আমার এখানে নয়। [নর্তকীগণের প্রস্থান] যার জন্য পুত্র চন্দ্রসেন নিরুদ্দেশ, চম্পাগড়ের অর্দ্ধরাজ্যও আমার হস্তচ্যুত হ'লো, সেই কুলটা নারী বিশ্বজিতের অংকলক্ষ্মী হয়ে, সদর্পে রাজ-অন্তঃপুরে বাস করছে! না-না, দুর্ভাগ্যের অন্ধকার মাথায় নিয়ে যারা জন্মেছে, সৌভাগ্যের আলোর আস্বাদ তারা পেতেই পারে না!

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। আসতে পারি মন্ত্রী?

রুদ্রপ্রতাপ। নিশ্চয়! মা আসবেন ছেলের কাছে তার জন্য অনুমতির প্রয়োজন কি মা! কালী করালবদনী মা!

মহামায়া। শুনেছেন মন্ত্রী, ইন্দ্রজিৎ স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করেছে।

রুদ্রপ্রতাপ। মহত্বের পরিচয় দিয়েছে মা।

মহামায়া। আমি মাত্র তার কাছে অর্দ্ধরাজ্য চেয়েছিলাম কিন্তু সে—

রুদ্রপ্রতাপ। সে পূর্ণরাজ্যই দান করেছে।

মহামায়া। শুধু দান নয়, সে প্রতিজ্ঞা করেছে—জীবনে আর কোনদিন কমলগড়ে ফিরে আসবে না।

রুদ্রপ্রতাপ। যাতে না আসতে পারে, সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

মহামায়া। আমি ভাবছি মন্ত্রী—এককথায় সে এতবড় একটা রাজত্ব আমার হাতে তুলে দিলে!

রুদ্রপ্রতাপ। কথাটা ভাবনারই! আজ যদি সে আপনার দাবী অগ্রাহ্য করতো—তাহলে আমাদের পথ পরিষ্কারই হতো!

মহামায়া। মন্ত্রী!

রুদ্রপ্রতাপ। সে একটা খাসা চাল দিয়েছে মহারাণী—আপনাকে সন্তুষ্ট করতে রাজ্যত্যাগ করে, তার ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশী হয়েছে।

মহামায়া। তা কি করে সম্ভব?

রুদ্রপ্রতাপ। রাজনীতি-ক্ষেত্রে অসম্ভব বলে কিছু নেই মা! আজ সে সাধারণ মানুষের মাঝখানে আত্মগোপন করে প্রজাদের আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে, তার ফলে রাজ্যমধ্যে জ্বলে উঠবে বিদ্রোহের

আগুন! আর সে আগুনে ইন্ধন যোগাতে এক মারণ অস্ত্র রেখে গেছে আপনার প্রাসাদে।

মহামায়া। মহামন্ত্রী—

রুদ্রপ্রতাপ। আর সে মারণ অস্ত্র আপনার পুত্রবধূ ওই কণিকা। ওরই সাহায্যে প্রাসাদের গুপ্ততথ্য সংগ্রহ করে, ইন্দ্রজিৎ একদিন সবলে অধিকার করবে কমলগড়ের সিংহাসন।

মহামায়া। কণিকা—

রুদ্রপ্রতাপ। এক অজ্ঞাত কুলশীলা দুশ্চরিত্রা নারী। স্বকার্য সাধনের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রজিৎ ওকে আগে থেকেই নির্বাচিত করে রেখেছিল। তাই আপনার ও রাজা বিশ্বজিতের মংগলার্থে ওই রাক্ষসীকে অচিরেই প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করতে হবে! মহামান্য মহারাজ রত্নজিতের পূত-সিংহাসনের পাশে একটা অপরিচিতা গণিকার স্থান হতে পারে না মা।

মহামায়া। না-না, কিছুতেই তা হবে না।

রুদ্রপ্রতাপ। কিন্তু বিশ্বজিৎ কি তাকে ত্যাগ করতে সম্মত হবে?

মহামায়া। যদি সম্মত হয়, তাহ'লে—বিশ্বজিতকেই আমি ত্যাগ করবো মন্ত্রী।

রুদ্রপ্রতাপ। মহারাণী!

মহামায়া। সে যাই হোক, বিশ্বজিৎ তাকে অগ্নিসাক্ষী করে বিবাহ করেছে—সে আমার কুলবধূ। আমি তাকে ভাল না বাসলেও, তাকে প্রাসাদ থেকে পথে নামিয়ে দিয়ে আমার বংশের উজ্জ্বল গরিমাকে ম্লান করতে পারবো না মন্ত্রী!

রুদ্রপ্রতাপ। তাবলে একটা ব্যাভিচারিনী—

মহামায়া। চুপ! আমার পুত্রবধূকে কটূক্তি করার মত সাহস যেন

আপনার দ্বিতীয়বার না হয়। আপনি বেতনভোগী ভৃত্য! প্রভুর সাংসারিক ঘটনা নিয়ে আপনার চিন্তা না করাই ভাল।

রুদ্রপ্রতাপ। বেশ, আপনার ইচ্ছায় বাধা দিতে চাই না।

মহামায়া। আপনি বাধা দিলেও আমি তা শুনবো না মন্ত্রী! মনে রাখবেন, কণিকা আমার কুলবধূ! প্রয়োজন হয় আমি তাকে শাসন করবো—কিন্তু পরের হাতে তার সম্মান নষ্ট হতে দেবো না!

রুদ্রপ্রতাপ। আপনার ছাগল আপনি লেজের দিকে কাটুন, আর মাথার দিকেই কাটুন, আমার তাতে কি বলুন? কালী করালবদনী মা!

মহামায়া। থামুন! ছাগল আমার হলেও, মহামন্ত্রীর যেন দরদটা তার চেয়েও বেশী। যাক, আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম, ভবিষ্যতে আমার ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা দিতে আসবেন না, তাহলে প্রাণ আর মান হয়তো দুটোই হারাতে হবে।

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। যার উর্বর মস্তিষ্কের সুনিপুণ কৌশলে কমলগড়ের রাজা রত্নজিৎ অকালে জীবন দিয়েছে, যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ রাজ্য হারিয়ে পথের ভিক্ষুক সেজেছে, তাকে চোখ রাঙায় এক অবলা নারী! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কালী করালবদনী মা!

পরাণ-সহ ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। পরাণকে বন্দী করে এনেছি মহামন্ত্রী।

রুদ্রপ্রতাপ। পরাণ! খাজনা এনেছিস্?

পরাণ। এনেছি।

রুদ্রপ্রতাপ। দে—ভাল মানুষের মত বাকী খাজনা মিটিয়ে দে।

পরাণ। এই নাও—[বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক সরা ছাই বাহির করিয়া দিল]

রুদ্রপ্রতাপ। এ কি! এ যে ছাই!

পরাণ। খাজনা! টাকা নয়, পয়সা নয়—ও সাতরাজার ধন এক মাণিক! যাও—সিন্দুকে ভরে রাখো!

ভৈরব। বেটা ছোটলোক! এত সাহস যে মহামন্ত্রীর সংগে তুই পরিহাস করিস্!

পরাণ। ছোটলোকেরা পরিহাস করতে জানে না ভদ্দরলোক!

রুদ্রপ্রতাপ। পরাণ! আমি তোকে শূলে চড়াবো! মনে রাখিস, সরকার তোর ব্যঙ্গের পাত্র নয়!

পরাণ। ব্যঙ্গ নয় মন্ত্রীমশাই! তোমাদেরই অত্যাচারে আমার সোনার খোকা অনাহারে শুকিয়ে মরেছে! আমি নিজের হাতে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে, সেই ছাই এক সরা এনেছি তোমাদের উপহার দেবো বলে!

রুদ্রপ্রতাপ। বেত্রাঘাত কর ভৈরব—ছোটলোকটাকে বেত্রাঘাত কর!

পরাণ। পুত্রশোকের চেয়ে তোমাদের বেতের জ্বালা বড় নয় মন্ত্রীমশাই! তোমরা রাজাকে করেছো রাজ্যহারা, প্রজাদের করেছো হতচ্ছাড়া, দেশকে করেছো লক্ষীছাড়া! কমলগড়ের ভাগ্যের কাল-রাহু তোমরা! আকালে ছেয়ে গেছে দেশ! মানুষ পেটের জ্বালায় পথে পড়ে মরছে, তবু তোমরা করছো তাদের কাছে খাজনার তাগাদা!

ভৈরব। দেশে বাস করতে হলে খাজনা দিতেই হয়, তা বোধ হয় জানিস্ না?

পরাণ। জানি। দেশে বাস করলে খাজনা দিতে হয় তা জানি।

রুদ্রপ্রতাপ। তবে যদি বাঁচতে চাস্, সুদ-সমেত খাজনা মিটিয়ে দে।

পরাণ। খাজনা দিয়েছি মন্ত্রী! এর চেয়ে বেশীকিছু পেতে হলে— তোমাদের প্রাসাদ থেকে নেমে যেতে হবে পল্লীর বুকে!

ভৈরব। পরাণ!

পরাণ। পল্লীর শ্মশানে জমে আছে অসংখ্য মড়ার স্তূপ, রক্তহীন হাড়-মাংসের পাহাড়! চিবিয়ে খেও—পেটও ভরবে, মনও ভরবে—

রুদ্রপ্রতাপ। শয়তান!

পরাণ। খাজনা যারা দেবে তাদের অনেকেই ঘুমিয়ে আছে রিক্তা-নদীর তীরে! লোকের অভাবে দেহগুলো পোড়ানো হয়নি মন্ত্রীমশাই! একের পর এক সবাই পড়ে আছে সেখানে! শিয়াল শকুনে আর ক'টা খাবে! তোমরা যাও—ভাগ বসাও—সুদে-আসলে সবই বুঝে পাবে!

ভৈরব। মনে হয়, ছেলেটা মারা যাওয়ার পর এ হতভাগা পাগল হয়ে গেছে।

রুদ্রপ্রতাপ। পাগল নয়—এ শয়তানী! শয়তানকে বেত্রাঘাত কর ভৈরব, বেত্রাঘাত—

পরাণ। শয়তানী তোমরাও কম করনি। তোমাদেরই শয়তানীতে কমলগড়ের সেরা চাষী পরাণ মণ্ডল আজ পথের ভিখারী! একদিন অগ্রাণের শেষে সোনালী ধানে ভরে যেতো যার খামার—পোষ-পার্বণের দিনে গাঁ-শুদ্ধ লোক পিঠেপায়েস খেতো যার বাড়ীতে, আজ তার ঘরের চালে খড় নেই, পরণে কাপড় জোটে না! ক্ষিধের জ্বালায় বউ করলো আত্মহত্যা, ছেলেটা ম'লো অকালে! না-না,

...র আমরা মুখ বুজে সইবো না—এ অত্যাচারের প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নেবোই!

রুদ্রপ্রতাপ। কোথা যাস্?

পরাণ। আমার পোড়ো বাড়ীর লক্ষীছাড়া খামারে। ছেলেটা ...রে আগে নতুন গুড়ের পায়েস খেতে চেয়েছিল, তাই ভিক্ষে করে একটু গুড় আর একমুঠো চাল পেয়েছি—তাকে পায়েস রেঁধে দিয়ে আসবো!

রুদ্রপ্রতাপ। খাজনা তাহ'লে দিবি না?

পরাণ। দেবো। যেদিন কমলগড়ের রাজা ইন্দ্রজিৎ ফিরে আসবে —মাঠে সোনার ফসল ফলবে---যেদিন বাঁধা হবে রিক্তা-নদীর বাঁধ!

রুদ্রপ্রতাপ। ছাই নিয়ে যা—

পরাণ। যা দিয়েছি তা আর ফিরিয়ে নেবো না মন্ত্রী! ওই ছাইএর মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার খোকন!

রুদ্রপ্রতাপ। পরাণ!

পরাণ। মুঠো মুঠো করে ওই ছাই ছড়িয়ে দিও প্রাসাদের অলিতে-গলিতে। নিশুতি রাতে লক্ষ তারার আলোয়—সোনার খাটে যখন ঘুমিয়ে থাকবে তোমরা, তখন আমার সোনার খোকন তার কচি গলায় গান গেয়ে তোমাদের জাগিয়ে দেবে।

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। ভৈরব! চাষীপাড়া ঘেরাও করে জোর করে খাজনা আদায় করে আনো!

ভৈরব। সিংহাসন?

রুদ্রপ্রতাপ। ধীরে—বৎস, ধীরে! কমলগড়ের সিংহাসনে আমি তোমাকে বসাবোই! তুমি যাও—

ভৈরব। যে আজ্ঞে। [প্রস্থানোদ্যত]

রুদ্রপ্রতাপ। হ্যাঁ—শোন! যদি পারো, ইন্দ্রজিতের সন্ধান ক'রে তাকে হত্যা করার—

ভৈরব। চেষ্টা করবো?

রুদ্রপ্রতাপ। হ্যাঁ।

ভৈরব। কিন্তু মনে রাখবেন মন্ত্রী! আপনার আদেশে আমি মানুষ হয়ে পাশবিক বৃত্তি গ্রহণ করেছি শুধু সিংহাসনের লোভে। সিংহাসন যদি না পাই, তাহ'লে—এই অস্ত্র একদিন আপনারই বুকে আমি বসিয়ে দেবো!

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা!

মংগলের প্রবেশ।

মংগল। মা!

রুদ্রপ্রতাপ। কে তুই?

মংগল। পাওনাদার!

রুদ্রপ্রতাপ। পাওনাদার?

মংগল। জী হাঁ! আমার পাওনা মিটিয়ে দিন—নইলে আজই আপনার ভবলীলা শেষ হবে।

রুদ্রপ্রতাপ। কি বলছিস্? কে তুই?

মংগল। আমি মংগল ডাকাত। দিন দশহাজার টাকা, কথা না বলে চট্ করে দিয়ে দিন।

রুদ্রপ্রতাপ। ডাকাত! এই, কে—

মংগল। খবরদার! চীৎকার করলে প্রাণ যাবে।

রুদ্রপ্রতাপ। এত টাকা রাজভাণ্ডারে নেই।

মংগল। আপনার সিন্দুকে তো আছে! রাজভাণ্ডার শূন্য করে পূর্ণ করেছেন আপনার লৌহসিন্দুক! দেশবাসীর দেহের রক্ত তিলে তিলে শোষণ করে ভরিয়ে তুলেছেন আপনার গুপ্তকক্ষ! কোটি কোটি অসহায় মানুষের মুখের হাসি, মনের শান্তি, কেড়ে নিয়ে নিজের প্রাসাদে গড়ে তুলেছেন নন্দনকানন! হে স্বার্থপর—মানুষের মুখোসধারী নরপিশাচ! এখনও সময় আছে—যা নিয়েছেন তা ফিরিয়ে দিন! পরের চোখের জল ফেললে নিজের ভালো কখনও হয় না!

রুদ্রপ্রতাপ। মংগল! শুধু দশহাজার টাকা নয় বন্ধু—তুমি এস আমার সংগে, আমি আমার সিন্দুক তোমার সামনে খুলে দিচ্ছি—যা আছে আজ আমি সবই দেশের সেবায় দান করবো!

মংগল। বেশ চলুন! তবে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করলে আপনাকে মরতে হবে!

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা!

মংগল। মংগল ডাকাতের হাত থেকে কালী তো দূরের কথা, শিবও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না মন্ত্রী!

রুদ্রপ্রতাপ। আমি বাঁচতে চাই না বাবা! তিন কাল গিয়ে শেষ কালে এসেছি—এখন যেতে পারলেই হয়। তবে একটা কথা, আমার অনুরোধ, তুমি আর ডাকাতি করো না।

মংগল। বিজ্ঞের উপযুক্ত কথাই বলেছেন।

রুদ্রপ্রতাপ। তোমাকে আমি পুত্রের মত ভালবাসি, তাই--

মংগল। তাই আমার মংগল চিন্তা করা আপনার উচিত। কিন্তু সাবধান! ভালবাসার মধ্যে যেন ভেজাল না থাকে।

রুদ্রপ্রতাপ। মংগল!

মংগল। ভেজাল ভালবাসার চেয়ে খাঁটী শত্রুতা অনেক ভাল।

রুদ্রপ্রতাপ। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?

মংগল। করি, ইঁদুর যেমন বিড়ালকে বিশ্বাস করে!

রুদ্রপ্রতাপ। মংগল!

মংগল। মন্ত্রীমশাই! আমারা গরল খেয়ে অমৃত উগরে দিই, আর আপনি অমৃত খেয়ে গরল ঢেলে দেন—তাই বিশ্বাস করা আপনাকে চলে না।

রুদ্রপ্রতাপ। বেশ! চল—তুমি আমাকে অবিশ্বাস করলেও—আমি কিন্তু তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসই করবো!

মংগল। তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! আসুন—আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না! ওই দেখুন, কমলগড়ের ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর প্রলয় সংকেত! ওই শুনুন, বুভুক্ষা-পীড়িত জনগণের আকুল ক্রন্দন—অন্নহীন বস্ত্রহীন মানুষের উপর মহামারীর তাণ্ডব নর্তন! প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আর্তনাদ আমাকে উন্মাদ করে দিচ্ছে! অর্থ চাই—বস্ত্র চাই—অন্ন চাই! অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর দুঃখের অবসান চাই!

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

এককড়ি কবিরাজের বাটীর সম্মুখে।

বেচারামের প্রবেশ।

বেচারাম। পর কখনও আপন হয় না। পথ থেকে কুড়িয়ে এনে ইন্দির রাজার ঠাকুরদাদা, আমাকে রাজবাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছিল— সে কি আজকের কথা? তখন আমার বয়স মাত্র ন'বছর—আর আজ মাথার চুলগুলো পেকে গেছে, দেহের মাংস আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে—চোখেও ভাল দেখতে পাই না। কত পরিবর্তন হল রাজবাড়ীর; কিন্তু আমি ঠিক আছি। ছেলেটাকে সেই যে নিয়ে গেল, একবারও ভুলে আমার কথা মনে করে, ছেলেটাকে নিয়ে এ পথে এল না! নাঃ—আর এখানে থাকবো না! এবার আমার কাঁকনতলার মাটিতেই ফিরে যাবো। জীবনের বাকী ক'টাদিন সেখানেই কাটিয়ে দেবো।

গীতকণ্ঠে সিধু পাগলার প্রবেশ।

সিধু পাগলা।—

গীত।

নিভে গেছে মোর সন্ধ্যাপ্রদীপ, দীপ জ্বলে না হায়।
কত বল আর কেঁদে খুঁজি তারে, নিবিড় বনানী ছায়।
পথে পথে ডাকি সে নাম স্মরিয়া, সাড়া তো দিলে না আর।
গাহিল না পাখী মধুর কাকলী, ঘুচালো না আঁধিয়ার।
(শুধু) বেদনার বোঝা বুকে নিয়ে কি গো, ডুবিবে জীবননায়।

বেচারাম। সিধু! তুই এখনও বেঁচে আছিস?

সিধু পাগলা। কে? কে কথা বললে?

বেচারাম। আমি বেচারাম! আমাকে চিনতে পারছিস না ভাই? সেই দু'জনে ছেলেবেলায় ঘোষেদের বাগানে আম চুরি করে খেতাম—

সিধু পাগলা। চিনেছি, চিনেছি—বেচারাম!

বেচারাম। চিনবি বৈকি ভাই! আজ ভাগ্যদোষে তুই পথের ভিখারী হলেও—ছেলেবেলার পরিচয় কি ভোলা যায়?

সিধু পাগলা। বেচারাম, দেশে ফিরে যাচ্ছিস?

বেচারাম। ইচ্ছা আছে। সিধু, কাঁকনতলার খবর কি ভাই?

সিধু পাগলা। খুব ভালো। আচ্ছা—আমি চলি ভাই! দেখি—যদি মাণিকটাকে খুঁজে পাই।

বেচারাম। যা যায় তা কি আর আসে রে পাগল?

সিধু পাগলা। আসবে, আসবে—আসতেই হবে। আমি ভগবানের সংগে যুদ্ধ করে তাকে ফিরিয়ে আনবো! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাকে নিশ্চয় ফিরিয়ে আনবো! [প্রস্থান

বেচারাম। নিজের দুঃখ সহ্য করাও যায় না, পরের দুঃখ দেখাও যায় না! প্রদীপ সিঁদুর-কোট গাছের আম খেতে খুব ভালবাসতো—তাই সকলকে লুকিয়ে আমটা নিয়ে আজ ক'দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি, যদি দেখা হয় তাকে দেবো। নাঃ—আর রাখা যাবে না! পচে গেছে। যাই—এটা খোকার নাম করে নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসি!

একর্কড়ির প্রবেশ।

এককড়ি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই যে বেচারাম! সন্ধেবেলায় এখানে কি মনে করে?

বেচারাম। তুমি আবার কেষ্ট ভজলে কবে থেকে কবিরাজ মশাই ?

এককড়ি। দুনিয়ার হালচাল দেখে আমার বৈরাগ্য-ভাব জেগে উঠেছে বেচারাম! মনে করছি, এবার বৃন্দাবনেই যাবো। সেখানে গিয়ে বাকী জীবনটা—

বেচারাম। বেন্দাবনে গেলে কবিরাজী করবে কে ?

এককড়ি। কবিরাজী আর করবো না ভায়া! কৃষ্ণনাম নিয়ে—তীর্থের দিকেই পা বাড়াবো। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

বেচারাম। আহা, তোমার মুখে কেষ্টনাম বড় ভাল লাগে, কবিরাজ!

এককড়ি। কি রকম ?

বেচারাম। দেখে নিও, কবিরাজ, বেন্দাবনে গেলে, তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনে নিশ্চই সেবাদাসী জুটে যাবে!

এককড়ি। তুই আমাকে ঠাট্টা করছিস বেচা!

বেচারাম। তা কি পারি? সোনার চেয়ে মেকীর দামই যে আজকাল বেশী!

এককড়ি! বেচারাম!

বেচারাম। ধর্মের ভাণ কর ভাল কবিরাজ! তবে দেখো, মনের ভুলে গলায় যেন কেষ্টনামের ফাঁস লাগিয়ে বসো না আবার! তাহলে একূল-ওকূল দুকূল যাবে।

[প্রস্থান।

এককড়ি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! অসার সংসারে মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে আর পড়ে থাকবো না। ওঃ,—একবার কণিকার সংগে দেখাটা করে, তারপর বৃন্দাবনেই চলে যাবো। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

স্ত্রী-বেশে ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। রাধা! রাধা!

এককড়ি। কে?

ভোলানাথ। [নারীকণ্ঠে] আমি রাধা সোহাগিনী।

এককড়ি। তুমি বৈষ্ণবী?

ভোলানাথ। হ্যাঁ-গো! মনের মানুষ হারিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি!

এককড়ি। তুমি তো অত্যন্ত লাজুক বৈষ্ণবী! তোমার ঘোমটার ভিতর থেকে তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছো?

ভোলানাথ। আমি পরপুরুষের মুখ দেখি না!

এককড়ি। তোমার কি কেউ নেই?

ভোলানাথ। না, আমি একা।

এককড়ি। আহা, তোমার দুঃখে আমার কান্না পাচ্ছে! বৈষ্ণবী যদি কিছু মনে না কর—একটা কথা বলব?

ভোলানাথ। বলুন?

এককড়ি। অনুমানে মনে হয়, বয়স তোমার খুবই কম। তাই এই কম বয়সে পথে পথে না বেড়িয়ে, তুমি যদি আমার এখানে থাকো--

ভোলানাথ। আপনার মুখে কৃষ্ণনাম শুনে আমি তো সেই আশাতেই এসেছি। তবে—

এককড়ি। তবে কি?

ভোলানাথ। আজ আপনার সেবাদাসী হব, কিন্তু কাল যদি আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেন?

একবড়ি। বৈষ্ণবী!

ভোলানাথ। তাই কিছু টাকা আমি আগে চাই।

এককড়ি। তুমি আমাকে চেনো না বৈষ্ণবী! আমার এ ঘর-বাড়ী টাকা-কড়ি গয়না-গাঁটী সবই আমি তোমাকে দেবো!

ভোলানাথ। শুনেছি, আপনার নাকি একটি ভাগনে আছে?

এককড়ি। তাকে আমি দূর করে দিয়েছি সুন্দরী! তুমি এসো আমার বাড়ীতে। আজ থেকে তোমার সব ভার আমার।

ভোলানাথ। আমার টাকা?

এককড়ি। এই আপাততঃ দুশো টাকা আমার কাছে আছে, নাও—[টাকা প্রদান] এইবার তোমার শ্রীবদনখানি একবার দেখাও।

ভোলানাথ। বড় লজ্জা করছে ঠাকুর!

এককড়ি। প্রথম প্রথম সকলেরই একটু অমন করে, পরে সব ঠিক হয়ে যায়। দেখাও বৈষ্ণবী—তোমার শ্রীমুখ দেখে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হোক!

ভোলানাথ। এ পোড়ামুখ দেখাতে প্রাণ চায় না কবিরাজ! [অবগুণ্ঠন উন্মোচন]

এককড়ি। এ কি! ভোলা, তুই?

ভোলানাথ। ওহো, মামাগো—আমি তোমার অযোগ্য ভাগ্নে!

এককড়ি। হারামজাদা!

ভোলানাথ। টাকার বড় দরকার পড়েছিল মামা, তাই একটু রসিকতা করলুম!

এককড়ি। পাজি, জালিয়াৎ, ডাকাত! আমি তোকে শূলে চড়াবো!

ভোলানাথ। শূলটা একটু বড় দেখে তৈরী করো মামা, দু'জনে একসংগে যেন চড়তে পারি!

এককড়ি। দে—আমার টাকা ফিরিয়ে দে।

ভোলানাথ। দেবার জন্য নিইনি মামা! আসি, নমস্কার—

এককড়ি। ভোলানাথ!

ভোলানাথ। রাগ করো না মামা, তোমার খেয়েই তো মানুষ!

এককড়ি! মাথা ফাটাবো, খুন করবো! দু-দুশো টাকা আমার জলে গেল!

ভোলানাথ। জলে গেল না মামা, পরকালের কাজ হল। বুড়ো বয়সে কামিনীকাঞ্চনের মায়া ত্যাগ করে, কৃষ্ণনাম কর।

এককড়ি। কৃষ্ণনাম করবো তুই মরলে!

ভোলানাথ। আমি মরলে তোমার মুখাগ্নি করবে কে মামা?

এককড়ি। ভোলা!

ভোলানাথ। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও মামা! লোক ঠকিয়ে যা জমিয়েছো, তা সৎপাত্রেই ব্যয় হচ্ছে!

এককড়ি। আমি তোকে অভিশাপ দেবো।

ভোলানাথ। শকুনের শাপে গরু মরে না মামা!

এককড়ি। অভি—অভি—ভোলানাথ! আমার অভি—শাপ—

ভোলানাথ। মামা!

এককড়ি। আমার অভিশাপে তোর মহাশত্রু নিপাত হোক!

ভোলানাথ। মামা! তুমি কি?

এককড়ি। আমি কবিরাজ! লোকের নাড়ী দেখে কড়ি উপায় করি! আমার চেয়ে চালাক আমি তোকে হতে দেবো না ভোলা! তুই আমাকে ফাঁকি দিয়ে, দুশো টাকা করবি দান, আর আমি

তাকে ফাঁকি দিয়ে আমার ওষুধ বিক্রীর হাজার হাজার টাকা বিলিয়ে দবো ওই নিঃস্ব মানুষের সেবায়! দেখবো, হিসাবের খাতায় পুণ্যের অংক বাড়ে কার—তোর, না আমার।

[প্রস্থান।

ভোলানাথ। যাঃ—বাবা! এ যে ছাই-চাপা আগুন! এতদিন শয়তানের মুখোস পরে, মানুষ ঠকিয়ে, শেষে কি-না এক কথায় দেবত্বের গৌরব কিনে নিলে! এইজন্যই কথায় বলে—নরাঃ ন জানন্তি দেবাঃ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ।

কণিকার প্রবেশ।

কণিকা। ওঃ, আর যে পারি না ঠাকুর! এ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস আর যে সইতে পারি না। সবাই বলছে, আমি অলক্ষী! আমার স্পর্শে প্রাসাদ অপবিত্র হয়েছে, তাই আমার স্বামীর সুখের রাজপ্রাসাদ তিলে তিলে পুড়ে যাচ্ছে—প্রাসাদের রাজলক্ষী প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে। ঠাকুর! আমায় মৃত্যু দাও। আমি গরীবের মেয়ে, আমার জন্য কেউ কাঁদবে না। শুধু আমার অনুরোধ, ওগো দয়াময়! আমার স্বামীর সোনার সংসারে মধুর হাসিটুকু তুমি ফিরিয়ে দাও—

কণিকা :— গীত।

দাও, ফিরে দাও—অমিয় মাখানো সোনার হাসিটিরে।
কাঁদিতে পারি না, সহে না যাতনা, ভাসি যে আঁখির নীরে।
দুঃখের বোঝা বইতে নারি,
সুখের আলো চাই না হরি,
আমার জীবন আঁধার করি—সবার হাসি দাওগো ফিরে॥

মাধবীর প্রবেশ।

মাধবী। কি গো সুয়োরাণী! কেমন আছো?

কণিকা। ওকথা কেন বলছো ঠাকুরঝি?

মাধবী। বলছি কি আর সাধে, গায়ের জ্বালায়! বলি, এ কি তোমার হাঘরে বাপের বাড়ীর পুকুরপাড় পেয়েছো? তাই যখন তখন মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গাইবে?

কণিকা। ঠাকুরঝি!

মাধবী। এইজন্যই বলে কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না। এটা রাজবাড়ী, আমাদের বাড়ীর মেয়েদের মুখ সূর্যও দেখতে পায় না—আর তুমি কি-না গান গাইছো! কি বলবো, দাদা যে ভেড়া—নইলে আমি তোমার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, তোমাকে রাজবাড়ী থেকে দূর করে দিতাম।

কণিকা। গান দুখের সান্ত্বনা, আনন্দের উচ্ছ্বাস ঠাকুরঝি! গান গাইলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

মাধবী। তা হবে কি করে? তুমি ভিখারীর মেয়ে, রাজবাড়ীর আভিজাত্য তুমি বুঝবে কি? তোমরা জান পরপুরুষের মন ভোলাতে আর বিন্দীর মত গলা ছেড়ে গান গাইতে!

কণিকা। ঠাকুরঝি!

মাধবী। এত দেখেও তবু তোমার লজ্জা হয় না রাক্ষসী! রাজ-বাড়ীতে আসতে না আসতেই হাতীশালে হাতী ম'লো, ঘোড়াশালে ঘোড়া গেল, আমার অমন দেবতার মত দাদা—সে-ও ভিখারী হয়ে পথে দাঁড়াল! মর, মর পোড়ারমুখী! অমন অলক্ষুণে জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা অনেক ভাল!

বেচারামের প্রবেশ।

বেচারাম। ঠিক বলেছো দিদিমণি!

মাধবী। বেচারাম!

বেচারাম। শ্বশুরকুলের বাতি নিভিয়ে, বাপের বাড়ী এসে ওঠার চেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে মরা অনেক ভাল।

মাধবী। বেচারাম! ছোট মুখে বড় কথা বললে দূর করে দেবো রাজবাড়ী থেকে! পথের কুকুর পথে গিয়ে দাঁড়াবি—রাজপ্রাসাদ তোদের মত কুকুরের জন্য নয়!

বেচারাম। বাড়ীটা তোমার নয় দিদিমণি! আমার মত তুমিও পরগাছা। ছোটরাজা দূর করে দিলে তোমাকেও পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

মাধবী। কি? চাকর হয়ে তুই আমাকে অপমান করিস!

বেচারাম। চাকর আমি তোমার নই—চাকার তোমার ঠাকুর-দাদার!

কণিকা। বেচারাম-দা! চুপ কর—

বেচারাম। চুপ করবো? তুই বলিস কি দিদি? যেদিন থেকে তুই রাজবাড়ীতে এসেছিস, সেদিন থেকে এরা মায়ে-ঝিয়ে—খেয়ো কুকুরের

মত তোর পিছনে লেগে আছে ; তোকে না তাড়িয়ে এদের সোয়াস্তি নেই !

কণিকা। না-না, বেচারাম-দা ! ঠাকুরঝি, মা—আমাকে খুব ভালবাসেন।

বেচারাম। শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে বেচারাম শুনবে না দিদি! ওরা যে তোকে কত ভালবাসে, সে আর কেউ না জানলেও আমি জানি !

মাধবী। তুই বুড়ো শিয়াল ! রাজবাড়ীর ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা দিতে আসিস্ কোন অধিকারে ?

বেচারাম। যে অধিকারে তোর বাবাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলাম, সেই অধিকারে।

মাধবী। চোপরাও ছোটলোক !

বেচারাম। এই ছোটলোকের কোলেপিঠে মানুষ হয়েছে তোর বাপ, মানুষ হয়েছে তোর দাদা, মানুষ হয়েছিস্ তুই ! হ্যাঁরে রাক্ষসী ! আজ সেকথা ভুলে গেছিস ?

মাধবী। তবে রে শয়তান ! [চপেটাঘাত]

কণিকা। ঠাকুরঝি !

বিশ্বজিতের প্রবেশ।

বিশ্বজিৎ। সাবাস বোন ! আমি তোর সাহসের তারিফ করি।

বেচারাম। মাধবী আমাকে চড় মারলে ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? না-না, সত্যিই তো, আমারই ভুল হয়েছিল—ভুলের সাজা ভালই পেলাম ! আসি ছোট রাজা !

বিশ্বজিৎ। বেচারাম !

বেচারাম। অনেকদিন রাজবাড়ীতে গতর খাটিয়েছি, পাওনাটা নিইনি তো, আজ একসংগেই পেয়ে গেলাম। মন্দ কি! ভালোই হল!

বিশ্বজিৎ। বেচারাম!

বেচারাম। ভুলে গিয়েছিলাম ছোট রাজা সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই!

বিশ্বজিৎ। মাধবী! আমি ভাবছি, তোকে কি পুরস্কার দেবো—দেবীর মত সিংহাসনে বসিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবো, না চুলের মুঠি ধরে পাষাণে আছড়ে মারবো!

মাধবী। ছোড়-দা!

বিশ্বজিৎ। চুপ! তুই যে আমার বোন একথা স্মরণ করতেও আমায় লজ্জা হচ্ছে! ক্ষমা চা' বেচারামের কাছে—তুই ক্ষমা চা' মাধবী, নইলে—

মাধবী। ক্ষমা চাইবো? চাকরের কাছে—

বিশ্বজিৎ। মান যাবে, না?

মাধবী। না-না, এ অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করবো না!

কণিকা। ঠাকুরঝি, তুমি যা করেছো তার জন্য তোমার অনুতাপ করা উচিত।

মাধবী। অনুতাপ?

বিশ্বজিৎ। হ্যাঁ, অনুতাপ। বেচারাম তোর কেউ না হলেও, সে আমাদের অভিভাবক! কমলগড়ের রাজপ্রাসাদে তাকে অপমান করে পরিত্রাণ পায়, এমন শক্তি কারও নেই।

মাধবী। তুমি আমাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেবে ছোড়-দা?

বিশ্বজিৎ। এমন গুরু অপরাধে অত লঘু দণ্ড দেওয়ার অভ্যাস আমার নেই! প্রাসাদ থেকেও যেতে হবে, ক্ষমাও চাইতে হবে!

বেচারাম। থাক ছোট রাজা! ক্ষমা চাইতে হবে না। আমি চাকর—আজ থেকে চাকরের মতই থাকবো। অনেকবার ভেবেছি—প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাবো, কিন্তু পারিনি! রাজবাড়ীর পুরানো কথাগুলো পায়ে শিকল দিয়ে আমাকে আটকে রাখে! আমি যে ক'টা দিন বাঁচবো, ওই দেউড়ী ভাঙা-ফটকের পাশেই পড়ে থাকবো। এখানে আসবো না! মহারাজ রত্নজিতের প্রাসাদ আমার কাছে মর্ত্যের স্বর্গ! এখানে অনেক খেয়েছি, অনেক পেয়েছি,অনেক হেসেছি—হাসি-কান্নার শেষ এখানে করেই হাড় ক'টা এখানেই রেখে যেতে চাই।

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। মাধবী! বেচারামের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিস্—নইলে হয়তো কোন অসতর্ক মুহূর্তে তোর ছোড়-দা, তোর গালে ঠিক এমনি করে চড় মেরে বসবে! [চপেটাঘাত]

কণিকা। স্বামী—

মাধবী। কি, আমাকে তুমি মারলে ছোড়-দা? যাচ্ছি আমি মায়ের কাছে—এর প্রতিশোধ যদি না নিতে পারি, তাহলে আমার নাম মাধবী নয়!! [প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। কণিকা! বলতে পারো ধ্বংসের আর কত বাকী?

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। বিশ্বজিৎ! কেমন আছিস ভাই?

বিশ্বজিৎ। খুব ভাল! তুই? হঠাৎ—

চন্দ্রসেন। তুই বিয়ে করেছিস শুনে বৌরাণীকে দেখতে এলুম—[কণিকাকে দেখিয়া] কণিকা! তুমি—

বিশ্বজিৎ। কণিকাকে তুই চিনিস নাকি চন্দ্রসেন?

চন্দ্রসেন। কণিকাকে—আমি—না-না, কণিকাকে আমি চিনি না, না-না, কণিকাকে—

বিশ্বজিৎ। কণিকা! চন্দ্রসেন তোমাকে জানে?

কণিকা। হ্যাঁ, জানে।

বিশ্বজিৎ। চন্দ্রসেনের সংগে তোমার পরিচয়?

চন্দ্রসেন। পরিচয় মানুষের সংগে মানুষেরই হয় বিশ্বজিৎ! কিন্তু বিধাতার কুটিল কটাক্ষে হারিয়ে যায় জীবনের স্রোত, তখন পাওয়ার বিরহ ব্যাথায় কেউ ফেলে চোখের জল, কেউ করে হা-হুতাশ।

বিশ্বজিৎ। চন্দ্রসেন—

চন্দ্রসেন। অতীতের তীব্র কশাঘাতে বর্তমান আমার হারিয়ে গেছে বিশ্বজিৎ। অদৃষ্টের লেলিহান অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আমার জীবনের মাধবী-কুঞ্জ, ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সোনালী স্বপ্নে-গড়া আমার মধুর বাস্তব। আমি যা পেয়ে হারিয়েছি, তুমি না চেয়ে তাই পেয়েছো। আসি ভাই—আবার দেখা হবে!

বিশ্বজিৎ। চন্দ্রসেন কি বলছিস?

চন্দ্রসেন। কিছু না—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের শান্তির সংসারে ঝরে পড়ুক দেবতার আশীর্বাদ, তুমি সুখী হও বন্ধু—সুখী হও—

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। কণিকা! আমি তোমার কাছে যা জানতে চাই, তুমি তার সত্য উত্তর দেবে?

কণিকা। তুমি আমার কাছে মিথ্যা উত্তরের আশা কর?

বিশ্বজিৎ। আগে করতাম না, কিন্তু এখন করি।

কণিকা। স্বামি!

বিশ্বজিৎ। আগে ভেবেছিলাম তোমার অন্তরে শুধু বিশ্বজিতেরই স্থান আছে। কিন্তু এখন দেখছি—

কণিকা। তোমার দু'টি পায়ে ধরি, তুমি আমাকে সন্দেহ ক'র না। কণিকার অন্তরে একমাত্র তুমি ছাড়া দেবতারও স্থান নেই!

বিশ্বজিৎ। কপটতার ভাণ করাও তোমার অভ্যাস আছে দেখছি!

কণিকা। উঃ—ভগবান! তুমি আমাকে মৃত্যু দাও দয়াময়!

বিশ্বজিৎ। মৃত্যু তোমার হবে না কণিকা—মৃত্যু হবে আমার! গোখ্‌রো সাপের গরল আকণ্ঠ পান করেছি—তার জ্বালায় আমাকে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে! সত্য বল কণিকা—চন্দ্রসেন তোমার কে?

কণিকা। কেউ নয়।

বিশ্বজিৎ। তার সংগে তোমার পরিচয় কতদিনের?

কণিকা। ক্ষণিকের পরিচয় মাত্র—

বিশ্বজিৎ। ওঃ—নারী! আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি তোমাকে গলা টিপে—না-না, তা পারি না। তুমি যাও—দূর হও এখান থেকে!

কণিকা। স্বামি!

বিশ্বজিৎ। তুমি কুলটা, তুমি ব্যভিচারিণী, তুমি চরিত্রহীনা! যৌবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে কামনার তাড়নে অথবা অর্থের লালসায় তুমি আত্মসমর্পণ করেছিলে চন্দ্রসেনের কাছে। তারই ব্যর্থ প্রেমের নদারুণ হতাশায়—আত্মহত্যার জন্ত ঝাঁপ দিয়েছিলে রিক্তা-নদীর বুকে। তারপর আমার মহান অগ্রজের অনুকম্পায় বজ্রকীটের মত

আশ্রয় করেছো আমার দেহে। তুমি যাও কণিকা—তুমি যাও—আমি তোমাকে সইতে পারছি না!

কণিকা। তোমার আদেশে আমি হাসতে হাসতে প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি স্বামী! আমি ভিখারীর মেয়ে, রাজপ্রাসাদে আমার স্থান হতে পারে না। আমি জানি, দুঃখের আঁধারে যার জন্ম, সুখের আলো সে পেতে পারে না। ওগো দেবতা! যাবার সময় আমি তোমায় অনুরোধ করে যাচ্ছি—তুমি আবার বিয়ে ক'র, সুখী হও! ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে তোমার অমূল্য প্রাণ নষ্ট কর না।

বিশ্বজিৎ। নারী-চরিত্রের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুমি দেখিয়ে গেলে, তাতে বিবাহ করার আশা আমার থাকতে পারে না। ওঃ—সুন্দরের মধ্যে যে এত গরলের ধারা, এ আমি আগে জানতাম না!

একখানি কাপড় লইয়া চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। আমিও কি আগে জানতাম ছাই যে আজ জামাইষষ্ঠী! নাও ভায়া—কাপড়খানা ধর। তোমার মত রাজা ভগ্নিপতিকে দেবার মত জিনিস না হলেও, তবু ফিরিয়ে দিও না—নিতে হয়!

কণিকা। দাদা!

চন্দন। কি করি বল? ভাঙা কুঁড়েঘরে তো আর তোদের রাজা-রাণীকে নিয়ে যেতে পারি না। তাই বাড়ী বয়ে জামাইষষ্ঠীর পাওনাটা দিতে এলুম। ধর ভায়া—ধর!

বিশ্বজিৎ। তোমাদের মত প্রবঞ্চকের দান আমি গ্রহণ করবো না! তোমার কুলটা ভগ্নীকে নিয়ে এই মুহূর্তে এখান থেকে দূর হয়ে যাও!

চন্দন। কুমার! এ তুমি কি বলছো! কণিকা কুলটা?

বিশ্বজিৎ! শুধু কুলটা নয়—সে কুহকিনী, মায়াবিনী। যাও—যাও, আমি তোমাদের সইতে পারছি না!

চন্দন। কণিকা! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাপার কি খুলে বল? ওরে, আমি যে তোর বিয়ে দিয়ে অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলাম বোন—

কণিকা। দাদা! আমরা গরীব—দুঃখ তো আমাদের জন্যই। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতের মধ্যে এক টুকরো চাঁদের আলো ঠিকরে পড়েছিল, আবার তা হারিয়ে গেল। দুঃখ কি, চল—আবার ফিরে যাই আমাদের কুঁড়েঘরে।

চন্দন। যাবো—যাবো, কিন্তু তোকে আমি আর নেবো না।

কণিকা। দাদা!

চন্দন। ওরে, বড়লোকের ঘরে এসে তোর জাত গিয়েছে। তাই গরীবের ঘরে আর তোর ঠাঁই হবে না! তুই পথে পথে ভিক্ষে করে খা, না পারিস গলায় কলসী বেঁধে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মর! আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবো।

বিশ্বজিৎ। নিজের বোনকে সংগে নিয়ে যেতে এত দ্বিধা?

চন্দন। আমার বোন মরে গেছে বিশ্বজিৎ! আজ রাজার বউ! ওকে সংগে নিয়ে যেতে মনে দ্বিধাই হয়।

কণিকা। দাদা! তুমিও আমাকে স্থান দেবে না?

চন্দন। না, দেবো না। আমিও মানুষ কণিকা, মন বলে আমারও একটা কিছু আছে—সহ্যশক্তি আমারও সীমাবদ্ধ। তোর দুর্ভাগ্য নিয়ে তুই জলে মর—আমি আর তোর দিকে ফিরেও চাইবো না।

[প্রস্থান।

কণিকা। আসি কুমার!

বিশ্বজিৎ। কোথা যাবে?

কণিকা। পথে। স্বামীর ঘরে যার ঠাঁই হলো না, আর কারও কাছে সে আশ্রয় নিতে পারে না কুমার!

বিশ্বজিৎ। তোমাদের মত নারীকে আশ্রয় দেবার লোক যথেষ্ট আছে।

কণিকা। আর না, আর না! ওগো, আমি যাই হই তবু তোমার স্ত্রী! আমার কলুষিত পরিচয়ে আমি তোমার উঁচু মাথা নীচু হতে দেবো না। ছেলেবেলায় পুতুল খেলার নেশায় ডুবে, কত আশায় মন ভরিয়েছিলাম, মনের নিভৃত আঙিনায় স্মৃতির লিপিতে কত ছবি এঁকেছিলাম! মরুভূমির বুকে শান্তির সরোবর তুমি, তোমাকে পেয়ে কত সুখের স্বপ্ন দেখেছিলাম! নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে সব যখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল—আর নয় প্রিয়তম! আজ থেকে কণিকার একমাত্র স্নেহাশ্রয় ওই শ্যামলী ধরিত্রীমায়ের স্নেহময় শীতল অংক।

বিশ্বজিৎ। কণিকা—

কণিকা। পিছু ডেকো না গো, শুভকাজে যাচ্ছি অমংগল হবে।

বিশ্বজিৎ। কণিকা—

কণিকা! আঃ, পিছু ডেকো না—তোমার ডাকে সাড়া না দেওয়া যে আমার অপরাধ! [প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। জীবনের এও এক পরিবর্তন!

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া! বৌমা কোথায়, বৌমা কোথায় বিশ্বজিৎ!

বিশ্বজিৎ। ভিখারীর মেয়ে কি-না, তাই তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

মহামায়া। করেছিস কি মূর্খ ছেলে! কণিকাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস?

বিশ্বজিৎ। দিয়েছি মা! স্ত্রীর জন্য আমি তো তোমার অবাধ্য হতে পারি না! তাই—

মহামায়া। তাই তুমি আমার পুত্রবধূকে হাত ধরে পথে বার করে দিয়েছো? ওঃ, আমি কি করবো? ইন্দ্রজিৎ এক কথায় রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। বিশ্বজিৎ আমার কথায় বউটাকে দিলে তাড়িয়ে। ওরে, এরা কি কেউ পুরুষ নয়—সবাই কি নারীর অধম?

বিশ্বজিৎ। বৃথা কেন দোষ দিচ্ছো মা? দাদার কথা অবশ্য জানি না, কিন্তু আমার কথা যদি বল, আমি কিছু অন্যায় করিনি। তুমিই সেদিন আমার সামনে কণিকাকে তোমার পুত্রবধূ বলে স্বীকার করনি।

মহামায়া। করিনি, সেটা আমার আভিজাত্য। তাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করিনি সত্য, কিন্তু তাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেবার আদেশও দিইনি। ওঃ—মেয়েটা পথে পথে ঘুরে বেড়াবে!

বিশ্বজিৎ। গরীবের মেয়ে সে, অভ্যাস যথেষ্ট আছে।

মহামায়া। না খেতে পেয়ে দেহটা হয়তো কালি হয়ে যাবে।

বিশ্বজিৎ। ভিখারীর মেয়েদের দেহ কালি না হলে, বড়লোকের মেয়েদের দেহ সুন্দর দেখাবে না মা!

মহামায়া। পরণে হয়তো একখানা ভাল কাপড়ও জুটবে না!

বিশ্বজিৎ। সবাই যদি ভাল কাপড় পরে, তবে ছেঁড়া কাপড় পরবে কারা দেবী!

মহামায়া। না-না, ওরে রাহুর দৃষ্টি পড়েছে রাজবাড়ীতে, রাহুর দৃষ্টি পড়েছে!

বিশ্বজিৎ। রাজবাড়ীতে শুধু নয় মা, রাজ্যে! তুমি পারো তো মেয়েটাকে নিয়ে বাপের বাড়ী পালিয়ে যাও! নইলে তোমার ভাগ্যেও অনেক কষ্ট আছে।

মহামায়া। আমি পালিয়ে যাবো, আর তোমরা এখানে মহানন্দে রাজত্ব করবে! না-না, তা হবে না বিশ্বজিৎ! আমার আদেশ, যেমন করে পারো, ইন্দ্রজিতকে ফিরিয়ে আনো—কণিকাকে খুঁজে দেখ, মন্ত্রীটাকে তাড়াও! নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো!

বিশ্বজিৎ। মা! তুমি কি আমার সেই মা!

ভৈরব-সহ রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা!

মহামায়া। মন্ত্রী! আজ থেকে আপনাকে আর মন্ত্রীত্ব করতে হবে না! আপনি যান—

রুদ্রপ্রতাপ। যাবো বলেই তো এসেছি! ভৈরব! বন্দী কর।

[ভৈরব বন্দী করিতে উদ্যত।]

বিশ্বজিৎ। ভৈরব!

ভৈরব। চোখ রাঙালে ভাল হবে না—ভালোয় ভালোয় কারাগারে চল!

মহামায়া। এ কি! চক্রান্ত করে, তোমরা আমাদের মাতা-পুত্রকে বন্দী করবে?

রুদ্রপ্রতাপ। স্বেচ্ছায় কারাগারে গেলে বন্দী করার প্রয়োজন হবে না।

বিশ্বজিৎ। 'স্তব্ধ হ' পদলেহী কুকুর! মনে করেছিস বিশ্বজিৎ দুর্বল?

ভৈরব। সবলতার পরিচয় দিতে এলে মরতে হবে।

মহামায়া। ভৈরব! তুমি আমার জামাতা! তোমার পিতৃরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে আমার এখানেই এতদিন পরমানন্দে বাস করছো! আজ স্বার্থের নেশায় উন্মাদ হয়ে, নরপিশাচ রুদ্রপ্রতাপের কথায় ভুলে, তোমার পরমাত্মীয়দের বিরুদ্ধাচারণ করছো?

ভৈরব। কথা না বলে চলে আসুন।

মহামায়া। ভৈরব! এত নীচ তুমি?

বিশ্বজিৎ। শুধু নীচ নয় মা—ওদের মত বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে বোধহয় আর কেউ নেই! শোন্ শয়তান! আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান! আমাকে একখানা অস্ত্র দে—আমি যুদ্ধ করেই তোদের কাছে বন্দীত্ব স্বীকার করতে চাই!

রুদ্রপ্রতাপ। সে অবসর পাবে না যুবক! ভৈরব! ওদের প্রলাপ শুনে তোমার অমূল্য সময় নষ্ট ক'র না!

ভৈরব। চলে আসুন—

মহামায়া। ওরে ভগবান কি নেই? মিথ্যা কি ধর্ম্মের অস্তিত্ব—বৃথা কি সত্যের পূজা? বেতনভোগী ভৃত্যের দল সগর্বে প্রভুর হাতে শৃংখল তুলে দিচ্ছে—নিঃস্বার্থ দানের প্রতিদানে, স্বার্থের কশাঘাতে জর্জরিত করছে, নিরাশ্রয় পথের কুকুর আজ আশ্রয়দাতা উপকারীর বুকে অসংকোচে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে! তবু কি বিধাতার ন্যায়দণ্ডে তাদের মাথায় বজ্রপাত হবে না!

বিশ্বজিৎ। ওরে কে আছিস, একখানা অস্ত্র দিয়ে যা—

রুদ্রপ্রতাপ। বৃথা চিৎকার যুবক! তোমার কথায় কেউ ছুটে আসবে না!

ভৈরব। সময় সংক্ষেপ! চলে এসো বিশ্বজিৎ!

বিশ্বজিৎ। চল বিশ্বাসঘাতক! আজ কৌশলে আমাদের বন্দী করলেও জয় তোদের অসম্ভব! যদি সত্যিই আমি পুণ্যবান রাজা রত্নজিতের পুত্র হই, তাহ'লে তোদের এই শঠতায় শৃংখল ছিন্ন করে একদিন আমি মুক্ত আলোকে ফিরে আসবোই—সেদিন তোদের এই প্রতারণার এমন শাস্তি দেবো, যা দেখে তোদের মত বিশ্বাস-ঘাতকদের অন্তর আতংকে শিউরে উঠবে।

মহামায়া। সেদিন চোখের জলে সাগর সৃষ্টি করলেও তোদের শাস্তি কেউ রোধ করতে পারবে না!

[ভৈরব-সহ বিশ্বজিৎ ও মহামায়ার প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বহুদিনের আকাংখিত রত্ন আজ আমার অধিকারে! রাণী মহামায়া, রাজা বিশ্বজিৎ! তোমাদের উষ্ণ রক্তের রাজটীকা ললাটে পরে আমি সগর্বে উপবেশন করবো কমলগড়ের সিংহাসনে। স্বদম্ভে চূর্ণ করবো বিদ্রোহী প্রজাদের গর্বিত মস্তক! বাহুবলে আমার বিজয় পতাকা আকাশে উড়িয়ে, কাল প্রভাতেই আমি ঘোষণা করবো—কমলগড়ের ভাগ্যবিধাতা একমাত্র আমি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

কুটির।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। হে প্রভু! তোমার কাছে আমার শুধু এইটুকু প্রার্থনা, দুঃখের আঘাতে যেন আমরা চঞ্চল না হই।

প্রদীপের প্রবেশ।

প্রদীপ। মা! একটা কথা শুনবে?

কাঞ্চন। কি বাবা?

প্রদীপ। আর তোমাকে জল খেয়ে রাত কাটাতে হবে না, বাবাকেও ছেঁড়া কাপড় পরে থাকতে হবে না। এবার আমরা খুব বড়লোক হয়ে যাবো মা!—

কাঞ্চন। সে-কি রে?

প্রদীপ। তবে আর বলছি কি! এই দেখ না, কাল সকাল থেকেই বেরিয়ে পড়বো।

কাঞ্চন। কোথায়?

প্রদীপ। চাকরি করতে।

কাঞ্চন। তোকে চাকরিটা দেবে কে শুনি?

প্রদীপ। কেন, আমার রাখাল-বন্ধুরা বলেছে, তাদের সংগে গরু চরালে দু'টাকা করে মাসে মাইনে পাবো। তখন আর আমাদের কোন অভাবই থাকবে না।

কাঞ্চন। চুপ কর বাবা! ওসব কথা বলতে নেই।

প্রদীপ। সে কি মা! না খেয়ে থাকার চেয়ে চাকরী করা ভালো নয়?

কাঞ্চন। ওরে না-না! রাখাল ছেলেদের সঙ্গে গরু চরিয়ে বেড়ানো তোর সাজে না বাবা! তুই রাজপুত্র, তোকে রাজা হতে হবে—না-না, এ আমি কি বলছি? আমরা যে ভিখারী! রাজত্বের স্বপ্ন দেখা আমাদের তো সাজে না!

প্রদীপ। তুমি আমার কথায় রাগ ক'র না মা।

কাঞ্চন। এ কি বাবা, তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে! মুখ শুকিয়ে গেছে—

প্রদীপ। কই না তো! গা আমার বেশ ঠাণ্ডা।

কাঞ্চন। পাগল ছেলে! মায়ের কাছে কিছুই লুকানো যায় না রে। চল বাবা, আমার কোলে মাথা রেখে শু'বি চল!

প্রদীপ। বড় ক্ষিদে পেয়েছে মা! কিছু খেতে দাও।

কাঞ্চন। ক্ষিদে পেয়েছে? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাতো পাবেই! সেই কোন সকালে দুটো ভিজে-ভাত খেয়ে বেরিয়েছিলি, আর এখন সন্ধ্যা হয় হয়! কিন্তু—তিনি তো এখনও—

প্রদীপ। মা, ওই দেখ কেমন একঝাঁক পাখী উড়ে যাচ্ছে! ওরা কি পাখী মা?

কাঞ্চন। পাখীর কথা বলে তুই আমাকে ভোলাতে চাস প্রদীপ?

প্রদীপ। না মা! সত্যি কথাটা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম! আজ দুপুরে আমার এক রাখাল বন্ধুর বাড়ীতে পেট ভরে খেয়েছি!

কাঞ্চন। তাই বুঝি চোখের কোণে অমন কাজলরেখা! মুখখানা শুকিয়ে কালি হয়ে গেছে!

প্রদীপ। তুমি একটু হাসো না মা! তোমার হাসি দেখতে খু-উ-ব ভাল লাগে।

কাঞ্চন। হাসির দিন আমার ফুরিয়ে গেছে বাবা। এ পোড়ার মুখে হাসি আর আসবে না! আবার যদি কোনদিন ভগবান মুখ তুলে চান—

প্রদীপ।

গীত।

সেদিন বুঝি আসবে না।
দুঃখনিশার অবসানে সূর্য বুঝি হাসবে না।
তোমার আমার জীবন-মাঝে,
দুঃখ-তিমির সকাল সাঁঝে,
রাখবে ঢাকি সুখের আলো, আঁধার কভু কাটবে না।

কাঞ্চন। প্রদীপ!

প্রদীপ। মাথাটার মধ্যে কেমন করছে। আমাকে একটু কোলে নাও না মা!

কাঞ্চন। আয় বাবা—আমার কোলে মাথা রেখে এইখানে একটু ঘুমিয়ে নে।

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ। তাঁহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুতে পূর্ণ, পরণে ছেঁড়া কাপড়, মাথা ফাটা—রক্ত ঝরিতেছিল।

ইন্দ্রজিৎ। হ'লো না—হলো না কাঞ্চন! আজও আমাদের উপবাসে থাকতে হবে।

কাঞ্চন। ও কি! তোমার কপালে রক্ত! রক্ত ঝরছে কেন?

ইন্দ্রজিৎ। ও কিছু না! একজন বিদেশী বণিকের জাহাজ এসে

নদীতে ভিড়েছে। কুলীর দল সবাই ছুটলো মাল খালাস করতে, আমিও গেলাম তাদের সংগে। এক বস্তা মাল মাথায় নিয়ে নামতে নামতে পা-টা পিছলে পড়ে গেলাম।

কাঞ্চন। স্বামী!

ইন্দ্রজিৎ। মাথাটায় চোট লাগলো! মালিক অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে আমাকে তাড়িয়ে দিলে! সবই ভাগ্যের দোষ কাঞ্চন! মুটেগিরি করে খাব—সে শক্তিও ভগবান দেননি!

কাঞ্চন। চুপ কর, ওকথা আর শুনিও না! ওঃ, ঠাকুর! কমলগড়ের রাজা যে, আজ তাকে কুলীগিরি করতে হল!

ইন্দ্রজিৎ। সেজন্য আমার কোন দুঃখ ছিল না কাঞ্চন! যদি কুলিগিরি করেও আজকের মত কিছু রোজগার করতে পারতাম! দু'দিন তুমি কিছু খাওনি—

কাঞ্চন। তুমিও তো উপোস করে আছো?

ইন্দ্রজিৎ। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি পুরুষ, সহ্যের শক্তি তোমার চেয়ে আমার অনেক বেশী, কিন্তু—

কাঞ্চন। সহ্যশক্তি আমারও কম নয় স্বামী!

ইন্দ্রজিৎ। প্রদীপ ঘুমোচ্ছে? ঘুমুক। ওকে আজ আর জাগিও না কাঞ্চন! আজ রাতের মত ওকে ঘুমিয়ে থাকতে দাও। কাল প্রভাতে, যেমন করেই হোক, ওর জন্য কিছু খাবার যোগাড় করে আনবো!

প্রদীপ। [নিদ্রিতাবস্থায়] কাকামণি—আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া!

ইন্দ্রজিৎ। প্রদীপ পক্ষীরাজের কথা এখনও ভুলতে পারেনি!

কাঞ্চন। দেখ না গা-টা যেন পুড়ে যাচ্ছে একেবারে!

ইন্দ্রজিৎ। তাইতো! জ্বরে গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

কাঞ্চন। কি হবে?

ইন্দ্রজিৎ। গরীবের ভাগ্যে যা হয়, আমাদেরও তাই হবে।

কাঞ্চন। তুমি কবিরাজকে ডাকো।

ইন্দ্রজিৎ। ডাকলেই সে আসবে না কাঞ্চন! তার পারিশ্রমিক চাই। ছেলেকে যারা পেটভরে দুটো ভাত খাওয়াতে পারে না, রোগে তার ওষুধ কেমন করে যোগাবে বল?

প্রদীপ। [নিদ্রিতাবস্থায়] কাকামণি, আমার পক্ষীরাজ? আমি পক্ষীরাজে চড়ে যুদ্ধ করবো!

কাঞ্চন। দেখ না কেমন করছে! তুমি যাও—আমার হাতে দু'গাছা চুড়ি আছে, বিক্রী করে ওষুধ আনো!

ইন্দ্রজিৎ। কাঞ্চন!

কাঞ্চন। তোমার দুটি পায়ে পড়ি! তুমি আমার প্রদীপকে বাঁচাও—

ইন্দ্রজিৎ। চুড়ি দু'গাছা আমার দেওয়া নয়—তোমার ঠাকুরমার স্মৃতি!

কাঞ্চন। প্রদীপের জীবনের চেয়ে ঠাকুরমার স্মৃতি আমার কাছে বড় নয়! তুমি যাও—আর দেরী ক'র না।

ইন্দ্রজিৎ। বেশ! তোমার জিনিস—তোমার প্রদীপের অসুখেই খরচ হোক কাঞ্চন! তাতে দুঃখের মধ্যেও কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যাবে।

[প্রস্থান।

প্রদীপ। [বিকৃতাবস্থায়] মা! বাপিকে বল—আমার পক্ষীরাজটা দিতে! ঠাকুমা পিসিমা কাকীমা—তোমরা আমার পক্ষীরাজ দাও!

কাঞ্চন। স্থির হ' বাবা! আমি তোকে পক্ষীরাজ এনে দেবো!

ছদ্মবেশে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। মা-ঠাকরুণ! শীগগির আসুন, আপনার কর্তা রাস্তায় পড়ে আছে!

কাঞ্চন। কেন, কি হয়েছে?

ভৈরব। ছুটে যেতে যেতে কিসে ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, দেহটা অসাড় হয়ে গেছে!

কাঞ্চন। কি? কি বললে? পড়ে গেছে—মুখ দিয়ে—আমি যাবো—আমি যাবো! কিন্তু আমার কোলে যে রুগ্ন ছেলে—

ভৈরব। ছেলেটাকে নিয়েই আসুন! এখনি দেখা করে চলে আসবেন!

কাঞ্চন। [প্রদীপকে বক্ষে লইয়া] ভগবান! জীবনে ভুলেও যদি কোন অপরাধ করে থাকি তোমার চরণে, তার জন্য তুমি আমাকে শাস্তি দাও ঠাকুর! তোমার ন্যায়দণ্ডের রুদ্র আঘাতে আমাকে ভেঙে চুরমার করে দাও! যদি প্রয়োজন হয়, আমার জীবনের বিনিময়েও ফিরিয়ে দাও আমার বুক-জুড়ানো মাণিক এই সোনার প্রদীপকে! ফিরিয়ে দাও আমার এয়োতির চিহ্ন—হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর! ফিরিয়ে দাও আমার জন্ম-জন্মান্তরের দেবতা—আমার স্বামীকে! আর কিছুই চাই না দয়াল—আর আমিই কিছুই চাই না!

[প্রস্থান।

ভৈরব। হাঃ-হাঃ-হাঃ—মাগীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই ইন্দ্রজিতের বাহু দুটো ভেঙে দেওয়া যাবে! যেমন করেই হোক, কমলগড়ের সিংহাসন আমার চাই! এরজন্য যত নীচে নামতে হয় আমি নামবো, তবু সিংহাসন আমার চাই-ই! [প্রস্থান।

উন্মত্তবৎ ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ইন্দ্রজিৎ। কাঞ্চন! কাঞ্চন! এই দেখ না—খোকনের ভাগ্য ভাল, চুড়ি দু'গাছা বেচে অনেক টাকা পেয়েছি। কাঞ্চন—কাঞ্চন! এ কি, কাঞ্চন কোথায়? কাঞ্চন—কাঞ্চন—

গীতকণ্ঠে সিধু পাগলার প্রবেশ।

সিধু পাগলা।—

গীত।

নাই—নাই—নাই—
মাণিক তোমার হারিয়ে গেল, রইলো শুধু ছাই—

ইন্দ্রজিৎ। কাঞ্চন!

সিধু পাগলা।—

পূর্ব্ব-গীতাংশ।

যতই ডাকো আসবে না আর,
দুঃখের কথা বলবে না তার,
শূন্য ঘরে একলা বসে কেঁদে মর ভাই।

ইন্দ্রজিৎ। নেই? কাঞ্চন নেই?

সিধু পাগলা। না। শয়তান মন্ত্রীর চর—তোমার ভগ্নিপতি—ভৈরব তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রজিৎ। ভৈরব! ভৈরব আমার কাঞ্চনকে নিয়ে গেছে! ওঃ,—ওরে দুর্জনের ভগবান, স্বার্থপরের দেবতা, বিশ্বাসঘাতকের বিধাতা! এত দুঃখ দিয়েও তবু তোর আশা মিটলো না! শেষে আমার বুকের পাঁজরটা ভেঙ্গে দিলি! কাঞ্চন—কাঞ্চন! কে বলছে

কাঞ্চন নেই? নিয়তি? রাক্ষসী! আমি বায়ুবেগে ছুটে গিয়ে শয়তান ভৈরবকে হত্যা করে আমার কাঞ্চনকে ফিরিয়ে আনবো! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি যাবো—আমি যাবো—

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। যাবে তো এখনও দাঁড়িয়ে কেন?

ইন্দ্রজিৎ। তুমি? তুমি কে?

ভোলানাথ। আমি একজন পথের মানুষ। গঞ্জের বাইরে আবছা অন্ধকারে দেখলুম, কয়েকটা লোক কাকে যেন জোর করে ঘোড়ার পিঠে তুলছে—সন্দেহ একটু হল, কিন্তু কিছু বলতে সাহস হলো না। শেষে এখানে তোমার চীৎকার শুনে ছুটে এলুম, বুঝলুম তোমার বউ হারিয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ। ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিয়ে গেল কাঞ্চনকে—কিন্তু আমি পায়ে হেঁটে তাদের নাগাল কেমন করে পাবো ভাই?

মংগলের প্রবেশ।

মংগল। পায়ে হেঁটে কেন, ঘোড়াতেই চল!

ইন্দ্রজিৎ। ঘোড়া কোথায় পাবো?

মংগল। আমি দেবো। এসো নির্যাতিত পথিক! আমি ঘোড়া প্রস্তুত করেই এসেছি—আর দেরী নয়—এসো—শীগগির চলে এসো—আরও দেরী হলে শয়তানটা নাগালের বাইরে চলে যাবে!

ইন্দ্রজিৎ। তুমি—

মংগল। আমি মানুষ। মানুষের দুঃখে কাঁদি, মানুষের সুখে হাসি, এর চেয়ে বড় পরিচয় আজ আর কিছু নেই। ভোলানাথ!

তুই যা—সংগীদের চারদিক থেকে ঘেরাও করতে বলবি, তারা যেন গঞ্জের মাঠ পার হতে না পারে।

ভোলানাথ। তাই হবে সর্দ্দার—

[প্রস্থান।

ইন্দ্রজিৎ। কে তুমি জানি না বন্ধু! মনে হয়, তুমিই আমার দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার পথের আশার আলো, আমার দুঃখনিশার উজ্জ্বল ধ্রুবতারা! যদি দিন পাই—তোমার এই মহৎ কর্তব্যের বিনিময়ে প্রতিদান দিয়ে তোমার এই মহত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না বীর! সত্যই যদি আমার জীবনের এই ঘন তমসার অবসানে—আবার উদিত হয় নবোদিত অরুণ-প্রভাতের আলোক, তবে সেইদিন প্রকাশ্য জনগণের সামনে তোমার উজ্জ্বল মানবত্বের অসামান্য আদর্শকে অভিনন্দন জানিয়ে শতকণ্ঠে প্রচার করবো—তোমার মত, মানুষের দুঃখে নিজের জীবন বিপন্ন করেও যারা এগিয়ে আসে স্বার্থবাদী মাটির বুকে, তারাই তো হয় সত্যিকারের মানুষ।

[প্রস্থান।

মংগল। মনুষ্যত্বের দাবী নিয়ে নিজের যশোগানে আমি দিগন্ত ভরিয়ে তুলতে চাই না বীর! আমি চাই—এমনি মনুষত্বহীন আবর্জনার অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে মানুষের দুঃখ দূর করতে, বিপর্যস্ত মানুষের সেবায় আত্মদান করে নিজে ধন্য হতে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

সুরাপানরত চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। মদ আর মদ! ধন্য বাবা তোমার মাহাত্ম্য! তুমি ভিখারীকে কর রাজা, মহৎকে কর অসৎ, দিনকে কর রাত! তোমার নেশায় ডুবে সব দুঃখকেই নিঃশব্দে হজম করা যায়! এ কি! মনের মধ্যে আবার কার ছবি উঁকি দেয়? কণিকা? কণিকা? না-না, সে আজ পরস্ত্রী। আমি তাকে ভুলতে চাই—তাকে ভুলতেই হবে! [সুরাপান]

রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। আঃ, আপনি আবার এ সময়ে বিরক্ত করতে এলেন কেন?

রুদ্রপ্রতাপ। বিরক্ত করতে নয় মূর্খ, তোমাকে সাবধান করতে এলাম!

চন্দ্রসেন। এতদিন পরে এ শুভ কাজের ফল কি ভাল হবে পিতা?

একটি কালোবস্ত্রে নিজেকে আবৃত করিয়া সকলের অলক্ষ্যে বেচারাম আসিয়া একস্থানে আত্মগোপন করিল।

রুদ্রপ্রতাপ। প্রস্তুত হও চন্দ্রসেন! কমলগড়ের সিংহাসনে তোমাকে বসতে হবে।

চন্দ্রসেন। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাই না পিতা! এ বেশ আছি।

রুদ্রপ্রতাপ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। একে তো মন্ত্রীপুত্র হয়ে জ্বলে মরছি! আবার রাজপুত্র হলে শীগগিরই পটল তুলতে হবে!

রুদ্রপ্রতাপ। অপদার্থ!

চন্দ্রসেন। আপনার মত পিতার পুত্র যে, তার মধ্যে পদার্থ বলে কিছু থাকতে পারে না পিতা!

রুদ্রপ্রতাপ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। নিমগাছে কখনও আম ফলতে পারে না পিতা।

রুদ্রপ্রতাপ। তাহলে সিংহাসন তুমি নেবে না?

চন্দ্রসেন। নিলে আপনারই ক্ষতি হবে।

রুদ্রপ্রতাপ। কারণ?

চন্দ্রসেন। কারণ আমি রাজা হলে, আগে আপনাকেই করবো হত্যা।

রুদ্রপ্রতাপ। পিতৃহত্যা করবি মূর্খ?

চন্দ্রসেন। প্রভুপুত্র প্রভুপত্নীকে বন্দী করে যে সিংহাসন অধিকার করে, তার পুত্র পিতৃহত্যা করবে এতে আশ্চর্যের কি আছে পিতা?

রুদ্রপ্রতাপ। বেশ, কমলগড়ের সিংহাসনে আমি ভৈরবকেই বসাবো।

চন্দ্রসেন। পিতা!

রুদ্রপ্রতাপ। ভেবে দেখ। মুহূর্তের ভুলে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করিস না পুত্র! আমি এখনও বলছি, তুই সিংহাসনে উপবেশন কর। তুই রাজা হ'—

[চন্দ্রসেন চিন্তান্বিতভাবে পদচারণা করিতে লাগিল]

রুদ্রপ্রতাপ। কি ভাবছিস্ পুত্র?

চন্দ্রসেন। ভাবছি পিতা, এতবড় দায়িত্ব—

রুদ্রপ্রতাপ। সেজন্য চিন্তা কি পুত্র? রাজ্যের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। তুই শুধু রাজমুকুট মাথায় পরে সিংহাসনে উপবেশন কর।

চন্দ্রসেন। বেশ! তাই হোক পিতা! আপনার ইচ্ছায় কমলগড়ের রাজমুকুট আমি মাথায় নেবো। এতদিন নিজের কথা না ভেবে জীবনের যে সৌভাগ্য-উৎসকে অকালে মরুভূমিতে পরিণত করেছি, আজ আপনার অকৃপণ অনুগ্রহে তাকে সুখের ফল্গুধারায় অভিসিঞ্চিত করবো। আমি রাজা হবো। আমার প্রমত্ত রাজশক্তির দুর্বার গতিতে দলে পিষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কমলগড়ের বিপ্লবী জনগণ!

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এতদিনে পূর্ণমনস্কাম! এইবার অভিষেক! তারপর? [একটি কালোবস্ত্রে আবৃত হইয়া বেচারাম প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিল] তারপর চন্দ্রসেনকে দিয়ে হত্যা করাবো রাণী মহামায়াকে, হত্যা করাবো কুমার বিশ্বজিতকে, পদাঘাতে কুকুরের মত দূর করে দেবো ভৈরবকে! ছিনিয়ে নেবো চন্দ্রসেনের হাত থেকে রাজদণ্ড! সেই দণ্ডেই তাকে চুরমার করে, রাজমুকুট মাথায় পরে, আমার অতৃপ্ত আত্মাকে দেবো সান্ত্বনা—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

বেচারাম। এই দিনটার অপেক্ষাতেই এতদিন দেউড়ীতে পড়ে ছটফট করছি। শয়তান রুদ্রপ্রতাপ! সকলের চেয়ে তোমাকে আমিই বেশী চিনি! আর চিনি বলেই এত আঘাত সহ্য করেও এখানে পড়ে

আছি! মহারাজ রত্নজিতকে হত্যা করেছো তুমি—আবার আজ তার বংশের মিটমিটে প্রদীপটাকেও নিভিয়ে দিতে হাত বাড়িয়েছো। রুদ্রপ্রতাপ! তোমার কুকীর্তির চরম সাক্ষী এই বুড়ো বেচারাম! মরার আগে আমি তোমার বুকে মরণ-কামড়ই দিয়ে যাবো!

একককড়ির প্রবেশ।

একককড়ি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মন্ত্রী কোথায় বেচারাম?

বেচারাম। যমের বাড়ী। [প্রস্থানোদ্যত]

একককড়ি। আরে, তুমি এত ব্যস্ত হয়ে চলেছো কোথায়?

বেচারাম। যুদ্ধে।

একককড়ি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

বেচারাম। তোমার কৃষ্ণনামের পুঁটলী মাথায় করে এখনি সরে পড় কবিরাজ। নইলে খুনী আসামী বলে ধরা পড়তে হবে।

একককড়ি। খুন! ওরে বাবারে! কোথায় খুন? কে খুন করেছে? আমি যে বৃন্দাবনে যাবার জন্য মন্ত্রীমশাইকে সংগে করে নিয়ে যেতে এসেছি!

বেচারাম। তিনি বৃন্দাবনে যাবেন না, যাবেন নিধুবনে, পারো তো বন্ধুর জন্য গয়ায় একটা পিণ্ডি দিও!

একককড়ি। জ্যান্ত মানুষের পিণ্ডি দেবো কি রে বাবা!

বেচারাম। মরা মানুষের পিণ্ডি তো সবাই দেয়, তুমি না হয় জ্যান্ত মানুষেরই দিলে—ওই সংগে তোমার নিজের পিণ্ডিটাও দিও!

একককড়ি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

বেচারাম। আরে, যাবে তো এসো, নইলে এখানে দাঁড়িয়েই তোমাকে কেষ্ট পেতে হবে!

এককড়ি। নিশ্চয় যাবো। ও বেচারাম! আমি যে পথ হারিয়ে ফেলেছি, আরে কোন পথে যাবো? খুন! ওরে বাবা—

বেচারাম। আঃ, না চেঁচিয়ে আমার সংগে চলে এসো—কেউ দেখতে পেলে, তোমার বৃন্দাবনে যাওয়ার আশা শেষ করে দেবে!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীর।

অগ্রে কণিকা, পশ্চাতে চন্দনের প্রবেশ।

কণিকা। এতদিন একথা আমাকে কেন বলনি দাদা?

চন্দন। বলার প্রয়োজন হয়নি।

কণিকা। আজ?

চন্দন। আজ তোর কাছে—তোর সত্য পরিচয় জানিয়ে দিয়ে—আমি মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে চাই।

কণিকা। দাদা!!

চন্দন। কণিকা! তোর আমার ক্ষত-বিক্ষত জীবনের মাঝখান দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তে আমরা দু'টি ভাই-বোন প্রবলের কাছে পেয়েছি তাচ্ছিল্যের আঘাত, বিধাতার কাছে পেয়েছি দারিদ্র্যের কশাঘাত, অদৃষ্টের কাছে পেয়েছি চরম স্বার্থপরতা! আজ

আমরা দু'জনে ভিন্নপথেই এগিয়ে যেতে চাই, তাই দু'জনের কাছে দু'জনের সত্য পরিচয় প্রকাশ হওয়াই উচিত।

কণিকা। দাদা!

চন্দন। এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে রিক্তা-নদীর প্রবল বন্যার মুখ থেকে তোকে উদ্ধার করলুম আমি। তিন দিন পরে পথে দেখলুম তোর হতভাগ্য পিতা কেঁদে কেঁদে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! একবার মনে হল—ফিরিয়ে দিই। কিন্তু না, পারলাম না। ফুটফুটে তোর কচি মুখখানা দেখে, নিজেকে হারিয়ে ফেললাম! ভাবলাম, তোর সর্বহারা ভিক্ষুক পিতার আশ্রয়ে গেলে তুই না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবি! তাই দুঃখের হাত থেকে তোকে রক্ষা করার জন্যই লুকিয়ে রাখলাম নিজের কাছে।

কণিকা। দাদা!

চন্দন। কিন্তু না, তা হয় না। ভগবানের দেওয়া দুঃখ মানুষে দূর করতে পারে না রে!

কণিকা। কে আমার পিতা? কোথায় আমার বাড়ী?

চন্দন। বাড়ী কাঁকনতলায়। পিতাকে এইখানেই পাবি। এই নদীর চড়ায় সে আজও গান গেয়ে ফেরে। আমি আসি বোন—

কণিকা। বাধা দেবো না দাদা! তুমি যাও—অনেক দিন তোমাকে জ্বালিয়েছি, অনেক কষ্ট তোমাকে দিয়েছি—

চন্দন। কণিকা!

কণিকা। যাও দাদা! আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি—আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না!

চন্দন। কণিকা! যদি প্রাণ চায়—

কণিকা। দাদা!

চন্দন। না-না, তুই আমার বাড়ীতে কোনদিন আসিস না! তুই রাক্ষসী, তুই ডাইনী, তুই আমার সৌভাগ্যপথের অলক্ষ্মী! তোর জন্যই আমার সব গেছে! তোকে স্থান দিয়েই আমার সোনার সংসার শ্মশান হয়ে গেছে, আমার প্রতিভা-বিকাশে অনন্ত উৎসাহ মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে গেছে! আমি তোর মুখ আর দেখতে চাই না!

কণিকা। একটা প্রণাম করার অধিকারও কি দেবে না দাদা?

চন্দন। প্রণাম! বেশ, দূর থেকে একটা প্রণাম করে নে—কাছে আসিস না!

কণিকা। তাই হোক দাদা! দূর থেকেই তোমার হতভাগিনী ভগ্নীর শেষ প্রণাম নাও। [প্রণাম করিল]

চন্দন। আশীর্বাদ? না-না, তোকে আমি আশীর্বাদ করতে পারবো না! তোর অভিশপ্ত জীবন নিয়ে তুই জ্বলেপুড়ে মর! আমার তাতে কি? আজ থেকে আমি মুক্ত!

কণিকা। দাদা!

চন্দন। তুই আমার শত্রু, তাই তোর স্মৃতিগুলো আমি আমার মন থেকে মুছে ফেলবো চিরকালের মত। আজ থেকে জানবো, কণিকা বলে আমার কেউ নেই—কেউ ছিল না!

সিধু পাগলার প্রবেশ।

সিধু পাগলা। ছিল—আমার কিন্তু একজন ছিল। আজ ষোলো বছর আমি তাকে খুঁজছি, বলতে পারো সে কোথায়?

চন্দন। পারি।

সিধু পাগলা। পারো? বল—বল সে কোথায়?

চন্দন। তোমার সামনে!

কণিকা। দাদা!

চন্দন। এ-ই তোর পিতা কণিকা!

সিধু পাগলা। কি বললে! এই আমার হারানো মাণিক?

চন্দন। হ্যাঁ—ও-ই তোমার মাণিক! ধরে রাখো, শক্ত করে ধরে রাখো—যেন পালিয়ে না যায়।

সিধু পাগলা। তুমি? তুমি আমার মাণিক চুরি করেছিলে?

চন্দন। করেছিলাম। কেন জান? শান্তির আশায়—

সিধু পাগলা। আজ—

চন্দন। ফিরিয়ে দিলাম অশান্তির আগুনে পুড়ে!

কণিকা। দাদা!

চন্দন। ওরে বোন! গায়ের জোরে পাহাড় ভাঙা যায়, মনের জোরে সাগর লঙ্ঘন করা যায়, কিন্তু ভাগ্যের পাশাকে উল্টে দেওয়া যায় না রে!

[প্রস্থান।

কণিকা। তুমি—তুমি আমার বাবা!

সিধু পাগলা। সেই টানা টানা চোখ—সেই বাঁশীর মত নাক—সেই সোনার মত রং—সব সেই! বল মা, তুই একবার একবার শুধু 'বাবা' বলে ডাক—

কণিকা। বাবা—বাবা!

সিধু পাগলা। ওরে আমার মা! ওরে আমার হারানো সোনা! চল, ঘরে ফিরে চল—আমি তোর বিয়ে দেবো। আমি তোর মায়ের সব গয়নাগুলো বুকে করে রেখেছি তোর জন্য, তোর হাতে তুলে দিয়ে, তোর সংসার করে দিয়ে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবো।

কণিকা। সংসার? বিয়ে? না-না, তা হতে পারে না!

ওই যে সে ছন্নছাড়া হয়ে না খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওই যে তার অশ্রুভারাক্রান্ত চোখদুটো দিয়ে অঝোরে ঝরে পড়ছে শ্রাবণের ধারা! আমাকে যেতে হবে। আমি যে তার সহধর্মিনী, তার দুঃখের ভার আমাকেও নিতে হবে।

বেচারামের প্রবেশ।

বেচারাম। দেখেছো? তাদের দেখেছো?

কণিকা। কে? বেচারাম-দা?

বেচারাম। বৌরাণী! তুমি?

কণিকা। প্রাসাদের খবর কি? ছোট রাজা কেমন আছেন?

বেচারাম। সর্বনাশ হয়েছে বৌরাণী! ছোট রাজা আর রাণী মহামায়াকে বোধহয় বাঁচানো যাবে না।

কণিকা। কেন? কি হয়েছে?

বেচারাম। শয়তান মন্ত্রী আজ রাতেই তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে।

কণিকা। হত্যা! আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের সামনে আমার স্বামী আর শাশুড়ীকে হত্যা করবে?

বেচারাম। কি হবে দিদি! পারবি তুই আলুলায়িত কেশে অসুর বিনাশিনী দুর্গার মন অস্ত্র হাতে নিয়ে—শত্রু নিধন করে, তোর শ্বশুর-কুলের শেষ আলোটুকু রক্ষা করতে? বল, বল দিদি! পারবি না শয়তানদের চক্র ভেদ করে তোর স্বামী আর শাশুড়ীকে উদ্ধার করতে?

কণিকা। পারতেই হবে! অতীতের সাবিত্রী যদি যমের মুখ থেকে তার স্বামীকে ফিরিয়ে এনে থাকে—তাহলে আমি পারবো না আমার দেবতাকে মানুষের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে?

বেচারাম। তবে চল—এই বুড়ো বেচারামও আজ তার দুর্বল হাতে অস্ত্র ধরে তোর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে! আর দেরী নয়। অন্ধকূপের গুপ্তপথ আমি জানি। এখনি ছদ্মবেশে আমাদের কারাগারে ঢুকতে হবে।

কণিকা। ভগবান শক্তি দাও! কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইনি! আজ আমার কাতর অনুরোধ, আমার জীবন নিয়েও আমার স্বামী ও শাশুড়ীর জীবনটুকু ভিক্ষা দাও ঠাকুর! [প্রস্থানোদ্যত]

সিধু পাগলা। কোথা যাস্ মা?

কণিকা। পরীক্ষা দিতে বাবা! আজ আমার জীবন-সংগ্রামের কঠোর পরীক্ষার সময় এসেছে! তুমি এখানেই অপেক্ষা কর বাবা! যদি ফিরি আবার তোমার কাছেই আসবো, আর তা যদি না হয় তুমি মনে ক'র এ তোমার এক ক্ষণিকের স্বপ্ন-মুহূর্ত। এসো বেচারাম-দা।

[প্রস্থান।

বেচারাম। তাই চল বৌরাণী—তোমার দানব-দলনী মূর্তি দেখে আমি আমার জীবন সার্থক করবো।

[প্রস্থান।

সিধু পাগলা। মনে হয় কোথাও ঝড় উঠেছে, তবে কি—না-না, আমি ছায়ার মত থাকবো ওর পিছু-পিছু। খুঁজে যখন পেয়েছি, তখন ওকে আমি আর হারিয়ে যেতে দেবো না! দেবো না—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কমলগড়-প্রাসাদ।

নেপথ্যে তোপধ্বনি ও নহবৎ বাজিতেছিল।

ক্ষিপ্ত ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। শয়তান রুদ্রপ্রতাপ! তুমি আমাকে দিয়ে সিংহাসনের কাঁটা সরিয়ে দিয়ে নিজপুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করবে? না-না, তা কিছুতেই হবে না। যে সিংহাসনের জন্য রাজা ইন্দ্রজিতকে পথে দাঁড় করিয়েছি, বিশ্বজিতকে কারাগারে পাঠিয়েছি, মা মহারাণীর হাতেও শৃংখল পরাতে দ্বিধা করিনি, সে সিংহাসন আমার চাই-ই!

মাধবীর প্রবেশ।

মাধবী। চাও? না-না, অমন কথা মুখে এনো না। সিংহাসন চাইবে কি? মাথায় মুকুট পরবে কি?

ভৈরব। মাধবী!

মাধবী। তুমি যে কলুর বলদ! ওসব কি তোমার সাজে? তুমি শুধু খেটে মরতেই জানো, সুখের আস্বাদ তোমার কাছে দুঃখের চেয়েও তেতো লাগে!

ভৈরব। মাধবী! কি বলছো?

মাধবী। সব কথা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। সরমে বাধে। হাজার হোক স্বামী তো! ওঃ, কি বলবো! তোমার মত মূর্খের কণ্ঠলগ্না হওয়ার চেয়ে, ভিখারীর স্ত্রী হলে আমি সুখী হতাম।

ভৈরব। আমি মূর্খ?

মাধবী। শুধু মূর্খ নও, নির্বোধ। একটা পশুর যে বুদ্ধি আছে, তোমার তা নেই!

ভৈরব। মাধবী!

মাধবী। যাও—দূর হও এখান থেকে! চোখের সামনে তোমার এ অধঃপতন আমার অসহ্য! আমি জানবো—আমি বিধবা!

ভৈরব। তোমার উদ্দেশ্য কি মাধবী?

মাধবী। নূতন করে জানাতে হবে নাকি? বোঝ না কিছু? আজ এতদিন প্রতি মুহূর্তে তোমার কানে যে মন্ত্র ঢেলেছি, তোমার সৌভাগ্যের জন্য যে পথ দেখিয়েছি, তোমাকে লক্ষ্মীর বরপুত্র সাজাতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম আমি করেছি, তুমি তার কতটুকু মূল্য দিয়েছো?

ভৈরব। মাধবী! তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি—তুমি চাও রাণী হতে।

মাধবী। আমি রাণী হলে, তুমি বুঝি গাঙের জলে ভেসে যাবে?

ভৈরব? তা কেন? আমি হবো রাজা!

মাধবী। এত বুঝেও বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া সাজছো কেন? তোমার জন্য আমি ভাইকে পর করেছি—মায়ের বিপক্ষে অস্ত্র ধরতেও ভয় করিনি! তবে? কাজ এতদূর এগিয়ে এনে, আজ পঙ্গুর মত রাজমুকুটটা চন্দ্রসেনের মাথায় পরিয়ে দিচ্ছো কি বলে? তোমার দেহে কি মনুষ্যত্ব বলে কিছুই নেই?

ভৈরব। আছে মাধবী! মনুষ্যত্ব তো দূরের কথা, আমার দেহে দানবত্বেরও অভাব নেই।

মাধবী। তবে চোখের সামনে রাজ্যটা বেহাত হয়ে যাচ্ছে দেখেও চুপ করে আছো কেন? পারছো না বাঘের মত ওই শয়তান রুদ্রপ্রতাপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজমুকুটটা ছিনিয়ে নিতে?

ভৈরব। রাজমুকুট আমি ছিনিয়ে নেবোই।

মাধবী। চন্দ্রসেনের অভিষেকের পর?

ভৈরব। না। তার আগেই; সেই প্রস্তুতিই আমি করছিলাম। তুমি কি মনে কর মাধবী, তোমার স্বামী এমনি অপদার্থ যে নিজের জীবন তুচ্ছ করে, ধর্মাধর্ম ভুলে, আত্মীয়তার মধুর সম্বন্ধ লোভের আগুনে পুড়িয়ে, যে রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন সে বাহুবলে অর্জন করেছে, বিনা প্রতিবাদে তাকে পরের হাতে তুলে দেবে? না—কখনো না। তার জন্য যদি কমলগড়ের বুকে ধ্বংসের বিভীষিকা জাগাতে হয়, মানুষের রক্তে সাগর সৃষ্টি করতে হয়, তাও করবো—তবু রাজ্যের দাবী আমি ছাড়বো না।

রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। ধীরে ভৈরব—ধীরে।

ভৈরব। মন্ত্রীমশাই?

রুদ্রপ্রতাপ। শাস্ত্রেই আছে "সবুরে মেওয়া ফলে," বুঝেছ।

ভৈরব। শাস্ত্র উৎসন্নে যাক! সিংহাসন আর রাজমুকুট—

রুদ্রপ্রতাপ। তুমিই পাবে।

মাধবী। কবে? মৃত্যুর পর?

রুদ্রপ্রতাপ। বালাই ষাট্! তোমরা দেখছি অত্যন্ত নাবালক! এসব ব্যাপারে অত ব্যস্ত হলে কি চলে মা?

ভৈরব। ওসব মন-রাখা কথা রেখে দিন! ভৈরব আপনাকে চিনেছে!

রুদ্রপ্রতাপ। কিছুই চিনতে পারনি বাবা! কালী করালবদনীর ইচ্ছায়—

ভৈরব। আঃ, আমি এখানে আপনার মুখে কালীনাম শুনতে আসিনি! সিংহাসন পাবো কি-না তাই বলুন?

রুদ্রপ্রতাপ। সে আর নতুন কথা কি? সিংহাসন তোমার।

মাধবী। তবে চন্দ্রসেনকে রাজপদে অভিষিক্ত করছেন কেন?

রুদ্রপ্রতাপ। তোমাদেরই মংগলের জন্য।

ভৈরব। সে রাজমুকুট মাথায় পরছে—

রুদ্রপ্রতাপ। সেও তোমাদেরই মংগলের জন্য।

মাধবী। মন্ত্রীমশাই!

রুদ্রপ্রতাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সেই জন্যই তো বললাম, তোমরা নাবালক!

ভৈরব। কথাটা বুঝিয়ে বলুন।

রুদ্রপ্রতাপ। বলছি—দেখ মা মাধবী! দেখ ভৈরব! প্রথমতঃ কমলগড় রাজবংশের জামাতা তুমি—তুমি যদি এখনি মাথায় মুকুট পরে সিংহাসনে চেপে বস, তাতে সহজেই প্রজারা ক্ষেপে যাবে!

মাধবী। মন্ত্রীমশাই!

রুদ্রপ্রতাপ। দ্বিতীয়তঃ চন্দ্রসেনকে রাজা সাজিয়ে তার হাত দিয়েই যদি বিশ্বজিৎ আর মহারাণীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারি, তাহ'লে সহজেই তোমাদের পথ নিষ্কণ্টক হবে!

ভৈরব। কিন্তু একবার রাজমুকুট হাতে পেয়ে চন্দ্রসেন তা ফিরিয়ে দেবে তো?

রুদ্রপ্রতাপ। সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না ভৈরব! যে কৌশলে কমলগড়ের সিংহাসন করায়ত্ত করেছি—সেই কৌশলেই চন্দ্রসেনের হাত থেকে রাজমুকুট আমি ছিনিয়ে নেবো! আপাততঃ তুমি একটু ধৈর্য ধর।

ভৈরব। ধৈর্যেরও যে সীমা আছে, কথাটা মনে রাখবেন। আমি আর সাতদিন অপেক্ষা করবো, তার মধ্যে যদি সিংহাসন না পাই, আপনার মাথাটাই নিয়ে যাবো!

রুদ্রপ্রতাপ। সে পুরানো কথা শুনিয়ে আর লাভ নেই ভায়া! যাও—চন্দ্রসেনের আসার সময় হ'লো, তুমি রত্নাধ্যক্ষের কাছ থেকে আমার হুকুম জানিয়ে, রাজমুকুটটা নিয়ে এসো। লোক-দেখানো অভিষেকের অভিনয়টা সেরে নিই।

ভৈরব। উত্তম। আমি আসছি—তবে এই অভিনয় যেন বাস্তবে পরিণত না হয়। সাবধান!

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। [স্বগত] একটা অর্বাচীন! যাক, এখন ভালোয় ভালোয় চন্দ্রসেনকে দিয়ে বিশ্বজিৎ আর মহারাণীকে সরিয়ে দিতে পারলেই সিংহাসন কণ্টকহীন। বাকী থাকবে ভৈরব। ওটাকে তো আমি পিপীলিকার চেয়েও দুর্বল মনে করি—এক টিপুনীতেই শেষ হয়ে যাবে!

মাধবী। কি ভাবছেন মন্ত্রীমশাই?

রুদ্রপ্রতাপ। ভাবছি তোমাদেরই কথা মা!

রাজ-পোষাকে চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। পিতা!

রুদ্রপ্রতাপ। এসো, এসো পুত্র! অভিষেকের শুভক্ষণও আগত-প্রায়।

চন্দ্রসেন। কিন্তু পিতা—

রুদ্রপ্রতাপ। আঃ, 'কিন্তু' 'অর্থাৎ' 'যদ্যপি' এসব দুর্বলের উক্তি পুত্র!

বলবানের কাছে ওদের স্থান নেই। আজ তোমার পিতার স্বপ্ন সত্য হয়েছে, বহুদিনের আকাংখিত পিপাসা মিটেছে, রত্নাকরের গর্ভ তোলপাড় করে সে তুলে এনেছে রত্নের খনি। সেই ঐশ্বর্যের মহামূল্য রত্নাসনে উপবেশন করে সার্থক কর তুমি তোমার জীবন, সার্থক কর তোমার পিতার পরিশ্রম।

চন্দ্রসেন। আমার এ সৌভাগ্যের জন্য আপনার কাছে আমি চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকবো পিতা! মাকে কখনও দেখিনি, শৈশবের কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে তিনি আমাকে ত্যাগ করে সরে গেছেন দূরে, পরপারের তীর্থক্ষেত্রে। কিন্তু আপনি? পিতৃস্নেহ শুধু নয়—পুত্রের অন্ধকার ভবিষ্যৎকে আলোয় ভরিয়ে দিতে, তাকে কমলগড়ের রাজ-সিংহাসনে বসাতে যে অকার্পণ্য ত্যাগ স্বীকার আপনি করলেন—সে ঋণ জন্মান্তরেও শোধ হবে না!

রুদ্রপ্রতাপ। উপযুক্ত পুত্র তুমি। পিতৃ-আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বস রাজসিংহাসনে।

[রুদ্রপ্রতাপ চন্দ্রসেনের হাত ধরিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইল]

মুকুটহস্তে ভৈরবের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। ভৈরব! দাও—দাও রাজমুকুট। [ভৈরবের হস্ত হইতে মুকুট লইয়া চন্দ্রসেনের মাথায় পরাইয়া দিল] জয়ধ্বনি দাও ভৈরব! নূতন রাজার অভিষেকের পবিত্র দিনে জয়ধ্বনিতে মাতিয়ে দাও রাজপুরী।

ভৈরব। জয় মহারাজ চন্দ্রসেনের জয়!

চন্দ্রসেন। এখন আমার কর্তব্য কি পিতা?

রুদ্রপ্রতাপ। রাজ্যের শাসন-শৃংখলা রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

কিন্তু তার পূর্বে ক্ষত্রিয় রাজার আদর্শরক্ষায় শত্রু-রক্তে রক্ততিলক পরতে হবে তোমার ওই উন্নত ললাটে—কি বল ভৈরব?

ভৈরব। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যই তাই!

চন্দ্রসেন। তেমন শত্রু আমার কে আছে পিতা?

রুদ্রপ্রতাপ। আছে বৈকি পুত্র! তোমার মহাশত্রুকে আমি শৃংখলিত করে কারাগারে রেখেছি। তাদের রক্তেই—

চন্দ্রসেন। তারা কে পিতা?

রুদ্রপ্রতাপ। কথাটা মাধবী মায়ের মুখ থেকেই শোনা ভাল।

মাধবী। আমি বলছি। নূতন রাজার মহাশত্রু একজন বিশ্বজিৎ—আর একজন রাণী মহামায়া।

ভৈরব। আমার মনে হয় আজ রাতেই—

চন্দ্রসেন। রাতেই নয় সেনাপতি! এখনি তাদের রক্তে আমি স্নান করবো—কিন্তু তার আগে অপরাধীদের বিচার করতে হবে।

রুদ্রপ্রতাপ। নিশ্চয় করতে হবে। বিনা-বিচারে কাকেও দণ্ড দেওয়া রাজার কর্তব্য নয়।

চন্দ্রসেন। বলুন পিতা, তাদের অপরাধ?

রুদ্রপ্রতাপ। অপরাধ? তারা অকর্মণ্য, রাজ্যের শাসন-শৃংখলা রক্ষায় অক্ষম।

চন্দ্রসেন। মাত্র এই অপরাধ?

মাধবী। আরও আছে। এতদিন কমলগড়ের সিংহাসনে বসে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলেছে।

ভৈরব। তার উপর নূতন রাজার আধিপত্যও তাদের অসহ্য।

রুদ্রপ্রতাপ। ভবিষ্যতে তারা যাতে দেশের মধ্যে অশান্তির বীজ ছড়াতে না পারে—

চন্দ্রসেন। সেইজন্যই তাদের অংকুরেই বিনাশ করা উচিত।

রুদ্রপ্রতাপ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি?

চন্দ্রসেন। ওঃ—আপনি আমাকে সত্যই ভালবাসেন পিতা! ছেলেবেলা থেকে আপনার কাজের প্রতিবাদ করে যে ভুল করেছি, আজ তা সংশোধান করবোই!

রুদ্রপ্রতাপ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। বিশ্বজিৎ আর মহারাণী মহামায়া! আমার সৌভাগ্য-পথের চির-অন্তরায় তোমরা! কশাঘাতে কশাঘাতে আমি তোমাদের জর্জরিত করবো! তপ্ত-লৌহশলাকা দিয়ে তোমাদের চোখ উপড়ে নেবো! জীবন্ত বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে আমি আনন্দে রাজপুরী মাতিয়ে দেবো! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রুদ্রপ্রতাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমার সৌভাগ্য-পথের কাঁটা তোমাকেই তুলতে হবে পুত্র!

চন্দ্রসেন। সে আর বেশী কথা কি পিতা! সিংহাসনের জন্য যে দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে হয় তুমুল সংগ্রাম, পথে-প্রান্তরে জমে কংকালের স্তূপ, নিরীহ মানুষের কান্নায় ভরে যায় আকাশ-বাতাস, সে দেশে সামান্য দুটো নরবলি কিছুই নয়!

রুদ্রপ্রতাপ। এই তো চাই! এই নাও চন্দ্রসেন, কারাগারের চাবি, ধর এই মুক্ত তরবারি—যাও পুত্র! এই শুভলগ্নেই শত্রু-রক্তে রাঙিয়ে নাও তোমার বিজয়ী তরবারি—[চাবি ও তরবারি প্রদান]

চন্দ্রসেন। পায়ের ধূলো দিন পিতা! আশীর্বাদ করুন, যোগ্য-পুত্রের মত আজ এই শুভলগ্নে আমি যেন শুভকাজই করতে পারি! বিশ্বজিৎ! রাণী মহামায়া! প্রস্তুত হয়—চন্দ্রসেন যাচ্ছে তড়িৎচ্যুত বজ্রের মত ধ্বংসের প্রচণ্ড জ্বালা হয়ে, এই গভীর নিশীথের নিস্তব্ধ

তমসার বুকে, তোমাদের বক্ষরক্তে তার জয়যাত্রার পথ পিছল করে নিতে।   [প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা!

ভৈরব। আমাকে কি করতে হবে?

রুদ্রপ্রতাপ। তোমাকে? হ্যাঁ, করতে হবে বৈকি। তুমি যখন কমলগড়ের ভাবী অধীশ্বর—হেঃ-হেঃ-হেঃ—তখন—

ভৈরব। ভণিতা রেখে কাজের কথাই বলুন।

রুদ্রপ্রতাপ। বলছি—বলছি, তুমি তোমার অধীনস্থ সৈন্যদল নিয়ে সিংহদ্বারে প্রস্তুত থাকো, বলা যায় না—যদি মংগল ডাকাতের দল-বলগুলো—

ভৈরব। আসে—আমি তাদের মুক্ত রাজপথে ঘুম পাড়িয়ে দেবো।
                                                  [প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। এই তো প্রকৃত বীরের কথা। হ্যাঁ—মাধু মা!

মাধবী। আমার স্বামীর সম্বন্ধে—

রুদ্রপ্রতাপ। কোন চিন্তা নেই মা! রুদ্রপ্রতাপের এই জরাজীর্ণ বুকের মধ্যে একজনেরই স্থান আছে, সে আমার মাধু মা। তার মংগলের জন্য আমার অসাধ্য কিছুই নেই। যদি প্রয়োজন হয়, পুত্র-হত্যাও আমি করবো।

মাধবী। মন্ত্রীমশাই! মাধবীও চিরদিন আপনাকে পিতার মতই ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়ে তুষ্ট করবে। আমি শুধু বুঝি, পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে ঐশ্বর্যের প্রয়োজন। সেই ঐশ্বর্যের খনিকে যে সাগ্রহে আমার হাতে তুলে দেবে, আমার স্বামীকে বসাবে কমলগড়ের বহু-আকাংখিত রাজসিংহাসনে—আমাকে ভূষিত করবে রাণীর সম্মানে, তাকে জীবন থাকতে কোনদিনও আমি ভুলবো না।

রুদ্রপ্রতাপ। কালী করালবদনী মা!

মাধবী। আমার কি কিছু করণীয় আছে?

রুদ্রপ্রতাপ। আছে বৈকি। পুত্র হলেও চন্দ্রসেনকে আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, একখানা অস্ত্র নিয়ে তুমি যদি তার পিছনে যাও—

মাধবী। নিশ্চয় যাবো। আঁচলে মুখ ঢেকে ঘরের কোণে বসে থাকার মেয়ে মাধবী নয়। পুরুষের সংগে পাল্লা দিয়ে চলতে সে জানে!

রুদ্রপ্রতাপ। মাধু মা!

মাধবী। আমি যাচ্ছি মহামন্ত্রী! মুক্ত অস্ত্র হাতে নিয়ে রুধির-পিয়াসী ভৈরবীর মত! চন্দ্রসেনের অস্ত্র শিথিল হলে, আমার হাতে তাদের মরতেই হবে!

রুদ্রপ্রতাপ। নিশ্চয় হবে! তারা যখন শত্রু—

মাধবী। শত্রু আপনিও হবেন, যদি রাজমুকুট আর রাজসিংহাসন আমার স্বামীকে না দেন।

[প্রস্থান।

রুদ্রপ্রতাপ। দেবো—দেবো! তবে রাজমুকুট আর রাজসিংহাসন নয়। তোমাদের মত ছুটো পশুকে বলি দিয়ে, আমার পুত্রের অভিষেক উৎসবের ষোলকলা পূর্ণ করবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

বিশ্বজিৎ একা পদচালনা করিতেছিল। তাহার গলায় কাঠের পক্ষীরাজ ঘোড়া বাঁধা।

বিশ্বজিৎ। একবার—শুধু একটিবার মুক্তি দাও ঠাকুর! আমি আমার বাপির পক্ষীরাজ ঘোড়াটা দিয়ে আসি। যাবো আর আসবো। কই, খোল দরজা! হায়রে, ঠাকুর-দেবতাগুলোও একচোখো! তারা সুসময়ে দু'হাত ভরে পূজো খায়, আর অসময়ে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! নাঃ, কোন আশাই নেই!

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। বিশ্বজিৎ! এ কারাযন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না বাবা!

বিশ্বজিৎ। সে কি মা! এই ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠলে?

মহামায়া। পুত্র!

বিশ্বজিৎ। আমি কিন্তু বেশ আনন্দেই আছি মা! রাজ্য নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না—খোষামোদকারীদের তোষামোদ শুনতে হয় না—আর ওই ভিখিরী প্রজাগুলোর দুঃখও চোখে দেখতে হয় না! আহা! হরি হে! আমি যেন জনম জনম থাকি এই সুখের আগারে!

মহামায়া। থাক কাপুরুষ!

বিশ্বজিৎ। সুপুরুষ ছেলেকে তাড়িয়ে দিলে কাপুরুষ ছেলেরই মুখ দেখতে হয় মা!

মহামায়া। ওঃ—কমলগড়ের মহারাণী আমি, আমাকে আজ চোরের মত কারাগারে বন্দী থাকতে হয়েছে! এর চেয়ে মৃত্যুও আমার গৌরবের!

বিশ্বজিৎ। এরই মধ্যে বৈতরণীর খেয়া পার হবার কথা ভাবছো কেন মা? প্রায়শ্চিত্তের যে অনেক বাকী!

মহামায়া। ঠিক বলেছিস বাবা! আমি বিনাদোষে আমার রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠিয়েছি—সেই পাপেই আমার সোনার সংসার শ্মশান হয়ে গেল! প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। হবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করলে অনন্ত নরকে পচে মরতে হয়।

বিশ্বজিৎ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। প্রস্তুত হও বিশ্বজিৎ!

মহামায়া। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। প্রস্তুত হ'ন মহারাণী!

বিশ্বজিৎ। তুমি আমাদের হত্যা করবে চন্দ্রসেন?

চন্দ্রসেন। হ্যাঁ—হত্যা করবো তাদের যারা তোমাদের মুক্তি-পথে বাধা দেবে!

বিশ্বজিৎ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। যাও বিশ্বজিৎ! যান মা মহারাণী! কারাদ্বার মুক্ত। আপনারা এই মুহূর্তে কারার বাইরে চলে যান—মুহূর্তমাত্র আর দেরী করবেন না—যান—

মহামায়া। তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ করবো বাবা! ভগবান তোমার মংগল করুন!

বিশ্বজিৎ। সত্যই চন্দ্রসেন, তুমি আজ আমাদের মুক্তি দিয়ে চিরঋণী করলে ভাই।

চন্দ্রসেন। ঋণ পরিশোধ কর।

বিশ্বজিৎ। কি দিয়ে?

চন্দ্রসেন। কথা দিয়ে—

বিশ্বজিৎ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। কথা দাও বন্ধু, তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবে?

বিশ্বজিৎ। দিলাম। বল কি তোমার প্রার্থনা?

চন্দ্রসেন। আমার আকুল অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা, তুমি কণিকাকে ত্যাগ ক'র না!

বিশ্বজিৎ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি ভাই, সে সূর্যের মত নিষ্পাপ নিষ্কলংক—সাবিত্রীর মত তার সতীত্ব, শকুন্তলার মত সে আত্মত্যাগী! তার অন্তরে একমাত্র তোমার আসন ছাড়া আর কারও স্থান নেই বিশ্বজিৎ! বল ভাই, বল—তুমি তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবে?

বিশ্বজিৎ। স্বামী-স্ত্রীর মিলন কখনও তো ছিন্ন হয় না ভাই! ক্ষণিকের সন্দেহে আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেও অভিমান করে চলে গেছে। কিন্তু যদি কোনদিন তাকে ফিরে পাই—

মহামায়া। ফিরে তাকে পেতেই হবে বিশ্বজিৎ! সে আমার ঘরের লক্ষ্মী। আমি রাজ্য হারিয়ে পথের ভিখারিণী হলেও সে থাকবে মেয়ের মত আমার আঁচল-ছায়ায়।

বিশ্বজিৎ। আর ভয় নেই চন্দ্রসেন। মা যখন তাকে ভালবেসেছে, তখন বিশ্বজিতের ক্ষমতা নেই তাকে ত্যাগ করে।

চন্দ্রসেন। তবে আর দেরী নয় ভাই—যাও—

বিশ্বজিৎ। আসি চন্দ্রসেন! [প্রস্থানোদ্যত]

মাধবীর প্রবেশ।

মাধবী। তোমার মত বিভীষণ ক'টা আছে চন্দ্রসেন?

বিশ্বজিৎ। প্রশ্নটা ঘুরিয়ে তোকেও করা যায় শূর্পণখা!

মাধবী। দাদা!

বিশ্বজিৎ। তোর নাম আজ থেকে আমি শূর্পণখাই দিলাম। ত্রেতায় রাবণ-বংশ ধ্বংস হয়েছিল তোরই জন্য, আবার কলিতে কমল-গড়ের প্রাসাদেও ঘুঘু চরবে তোরই জন্য! কি বলবো, আমি যদি আগে জানতাম, তাহলে তোকে নুন গিলিয়ে শেষ করে দিতাম!

মাধবী। থাম! চোরের মত যে বন্দী হয়ে আছে, তার মুখে শ্লেষ-বাণী সাজে না!

মহামায়া। পথ ছাড়্ মাধবী! তোর মত কালনাগিনীকে যে মা গর্ভে ধরে, তার শতজন্মের দুর্ভাগ্য!

মাধবী। তোমার মত মায়ের গর্ভে যে জন্ম নেয়, তার মত হতভাগ্যও কম আছে!

বিশ্বজিৎ। পথ ছাড়্!

মাধবী। পথ পাবে না!

চন্দ্রসেন। মাধবী!

মাধবী। মাধবী আজ রাজরাণী। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অংগুলি হেলন করতে পারে, এমন মানুষ কমলগড়ে কেউ নেই।

বিশ্বজিৎ। তোর ভাগ্যে যে চাঁদের আলো সয় না রাক্ষুসী! সরে যা, নইলে মরবি!

মাধবী। মাধবী এখানে নিরস্ত্র হয়ে আসেনি দাদা! আজ সাত বছর সে তোমাদের সংসারে অবজ্ঞার কশাঘাত খেয়ে বেঁচে আছে, আজ সে তার প্রতিদান দিতেই এসেছে।

মহামায়া। মাধবী! ওরে ডাকিনী! তুই কি সাপের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছিলি?

মাধবী। মাধবী বাঘের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছিল—সে বাঘিনী! চন্দ্রসেন! পিতৃ-আদেশ পালন কর।

চন্দ্রসেন। বিবেকের আদেশের চেয়ে পিতার আদেশ বড় নয় নারী! তোমার মত পরান্নভোজী অকৃতজ্ঞ নারীকেই প্রয়োজন হলে আমি হত্যা করবো, তবু এদের বুকে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেবো না! পথ ছাড় মাধবী, নইলে—

মাধবী। মাধবী নিজের হাতে পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে জানে বিশ্বাসঘাতক! প্রস্তুত হও শয়তানের দল! আমি একসংগে তিন-জনকেই হত্যা করবো!

বিশ্বজিৎ। আহা, কি সৌভাগ্য! মা—কৃষ্ণনাম জপ কর, চন্দ্রসেন—পৈতাটা বাগিয়ে ধর! আমিও কালী বলে ভবনদীতে নৌকা ভাসাই! বোনের হাতে ভাই মরছে—মেয়ের হাতে মা মরছে! এমন মৃত্যু বোধহয় রামায়ণ-মহাভারতেও কারও হয় না!

মহামায়া। চন্দ্রসেন! বিশ্বজিৎ! ওর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে—ওই অস্ত্রে তোরা ওকেই হত্যা কর।

মাধবী। আমাকে হত্যা করার আগে তোমরাই যমালয়ে যাও!

[মাধবী অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

ছদ্মবেশে পিস্তল-হস্তে কণিকার প্রবেশ।

কণিকা। অস্ত্র নামাও রাজকুমারী, নইলে যমালয়ে তোমাকেই যেতে হবে!

মাধবী। কে তুই?

কণিকা। পরিচয়ে সন্তুষ্ট হবে না, আমি এই দেশেরই মানুষ! যেমন আছ ঠিক অমনিই দাঁড়িয়ে থাকো, নড়বার চেষ্টা করলে এখুনি গুলী ছুটবে! যান রাজকুমার, মাকে নিয়ে আপনি কারার বাইরে চলে যান!

চন্দ্রসেন। বিশ্বজিৎ! ঈশ্বর সহায়। যাও ভাই—মুক্তির আহ্বানকে অগ্রাহ্য ক'র না!

বিশ্বজিৎ। মুক্তি আমাকে নিতেই হবে ভাই, তবে প্রাণের ভয়ে নয়, আমার বাপির গচ্ছিত সম্পদ—এই কাঠের ঘোড়াটা তাকে দিয়ে আসবার জন্য আজ আমাকে মুক্তি নিতেই হবে। জানি না, তোমরা কোন স্বর্গচ্যুত পারিজাত—যদি কখনও দিন পাই প্রতিদান দিয়ে তোমাদের অমর্যাদা করবো না—ভালবাসা দিয়ে বন্দী করে রাখবো আমার এই বুভুক্ষা-পীড়িত অন্তরে! এসো মা—

[প্রস্থান।

মহামায়া। পাপিয়সী! যে কলুষিত অস্ত্র নিয়ে মাতৃহত্যা করতে এসেছিস, যদি পারিস—সেই অস্ত্রখানা নিজের বুকে বসিয়ে দিস, তাতে কমলগড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। [প্রস্থান।

কণিকা। রাজকুমারী! এটা আপনাদেরই জিনিস। এর কাজ যখন শেষ, তখন এটা আপনাকেই ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—নিন, গ্রহণ করুন! [পিস্তল প্রদান]

মাধবী। ধর মূর্খ—শয়তানীর যোগ্য দণ্ড! [গুলী করিতে পিস্তল উঠাইল]

কণিকা। ওটা বাজে পিস্তল রাজকুমারী! ওতে গুলী করা যায় না! কিছু মনে করবেন না—আসি, নমস্কার!

[প্রস্থান।

মাধবী। ষড়যন্ত্র! চারিদিকে শয়তানীর ষড়যন্ত্র! না-না, রাজরাণী আমাকে হতেই হবে!

চন্দ্রসেন। তুমি যেদিন কমলগড়ের রাণী হবে, সেদিন কমলগড়ের ভাগ্যাকাশে সূর্য আর উঠবে না মাধবী—সূর্য আর উঠবে না!

[প্রস্থান।

মাধবী। সূর্য ঠিকই উঠবে, তবে সে সূর্য দেখার সৌভাগ্য তোমার আর হবে না!

[দম্ভভরে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

[নেপথ্যে। জয় কালী!]

বৈষ্ণব-বেশে এককড়ির প্রবেশ।

এককড়ি। ওরে বাবা, কি সর্বনাশ হ'লো রে! ডাকাত বেটারা পথ ঘেরাও করেছে! কোন দিকে যাই, কোন পথে পালাই!

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। এই—কে তুমি, অন্ধকারে পথের উপর ছুটোছুটি করছো?

এককড়ি। আমি গরীব বোষ্টম বাবা! ভিক্ষা করে ফিরছি। আমার কাছে একটি কানাকড়িও নেই।

ভোলানাথ। মিথ্যা কথা! তুমি নিশ্চয় মন্ত্রীর লোক। চল—

এককড়ি। দোহাই বাবা! আমি তোমার মাথা ছুঁয়ে দিব্যি করছি। [মাথায় হাত দিতে গিয়া ভোলাকে চিনিল] এ কি, ভোলা! তুই—

ভোলানাথ। মামা! তুমি এখানে?

এককড়ি। আখড়া থেকে মালা জপ করে ফিরছি বাবা! আর পথে এই কেলেংকারি—

ভোলানাথ। পালাও মামা—পালাও! অন্ধকারে রাজার লোক বলে কেউ হয়ত তোমার মাথা কাটিয়ে দেবে।

এককড়ি। ওরে বাবা! ও ভোলা! আমি যে পথ ভুলে গেছি বাবা! কোন পথে যাবো?

ভোলানাথ। আমার সংগে চলে এসো মামা! আমি তোমাকে সদর রাস্তায় তুলে দিয়ে আসছি।

এককড়ি। আহা-হা, তোর বাড়বাড়ন্ত হোক! হাজার বছর পরমায়ু নিয়ে তুই বেঁচে থাক বাবা! হে কৃষ্ণ, তুমিই রক্ষা কর!

[উভয়ের প্রস্থান।

মংগলের প্রবেশ।

মংগল। ভাই সব! চারিদিক থেকে গঞ্জের পথ ঘেরাও কর। মনে রেখো, যিনি অপহৃতা হয়েছেন তিনি আমাদের দেশের রাণী—আমরা তাঁর সন্তান! মায়ের উদ্ধারে আমরা জীবনপণ করেও এগিয়ে যাবো। ও কি, ওই কে একজন এইদিকে আসছে না? হ্যাঁ-হ্যাঁ, সত্যই তো! সংগে একজন নারীও আছে—দেখি ওই ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে, লক্ষ্য করি ব্যাপারটা কি।

[প্রস্থান।

অগ্রে ভৈরব, পশ্চাতে প্রদীপকে কোলে লইয়া কাঞ্চনের প্রবেশ।

ভৈরব। ভাল চাও তো আমার কথার প্রতিবাদ না ক'রে চলে এসে বৌঠান।

কাঞ্চন। না-না, আমি কিছুতেই যাবো না! ভৈরব, যদি একদিনও তুমি আমার স্বামীর কাছে উপকৃত হয়ে থাক, তাহ'লে তার প্রতিদানে আমাকে আমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে দাও!

ভৈরব। ভৈরবের অন্তরে আজ আশ্রয় নিয়েছে একটা হিংস্র

পশু! কমলগড়ের সিংহাসনের জন্য সে তোমাকে আর তোমার স্বামীকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে!

কাঞ্চন। সিংহাসন—সিংহাসনের জন্য তুমি এমন নিষ্ঠুর কেমন ক'রে হলে ভৈরব? দেখ, কোলে আমার রুগ্ন সন্তান! ক্ষুধা তৃষ্ণায় সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে! আমি মা হয়ে তার মুখে একটু জল দিতেও পারছি না! ওঃ—ভৈরব! তুমি রাজ্য, রাজসিংহাসন নাও—শুধু আমাকে আমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে দাও!

ভৈরব। ব্যর্থ অনুরোধ! আমি তোমার ওই একরত্তি শিশুকে রিক্তা-নদীর বাঁধে বলি দেবো, তোমার স্বামীকেও হত্যা করবো!

কাঞ্চন। ভগবান—ভগবান! আমার প্রদীপকে রক্ষা কর দয়াময়!

ইন্দ্রজিৎ। [নেপথ্যে] কাঞ্চন—কাঞ্চন—

কাঞ্চন। কে, কে ডাকছে? স্বামী—স্বামী—

ইন্দ্রজিৎ। [নেপথ্যে] কাঞ্চন—কাঞ্চন—

কাঞ্চন। স্বামী—স্বামী—

ভৈরব। চুপ কর বৌঠান, নইলে আমি তোমাকে গলা টিপে হত্যা করবো!

কাঞ্চন। আর আমি তোমাকে ভয় করি না ভৈরব। স্বামী—স্বামী—

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ইন্দ্রজিৎ। কাঞ্চন—কাঞ্চন! কই আমার প্রদীপ কই?

ভৈরব। খবরদার ইন্দ্রজিৎ! আর এক-পা অগ্রসর হলেই আমি তোমাকে কুকুরের মত হত্যা করবো!

ইন্দ্রজিৎ। তুই—তুই ছলনায় ভুলিয়ে আমার কাঞ্চন আর প্রদীপকে

নিয়ে এসেছিস? ওরে ঘাতক! আমি পদাঘাতে তোর ওই পাপদেহ চূর্ণ করে বুঝিয়ে দেবো, ইন্দ্রজিৎ অনশনে দুর্বল হলেও স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করার শক্তি তার যথেষ্টই আছে!

কাঞ্চন। থাক স্বামী! পাপীকে স্পর্শ করে নিজের দেহ অপবিত্র ক'র না!

ইন্দ্রজিৎ। না-না, তুমি বাধা দিও না কাঞ্চন! যে শয়তান অন্নদাতা প্রভুর বুকে ছুরি বসাতে পারে, তুচ্ছ স্বার্থের উন্মাদনায় যে আত্মীয়ের বুকে ছোবল মারে, পরের প্ররোচনায় বিবেক-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে যে নিঃস্বার্থ দানের প্রতিদানে দেয় নির্মম আঘাত—তার মত পাপীকে ক্ষমা করলে স্রষ্টার নীতিকে অপমান করা হয়! রক্ত চাই কাঞ্চন, নখাঘাতে ওই পিশাচের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে আমি ওর তপ্তরক্ত আকণ্ঠ পান করবো! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ভৈরব। আমার রক্ত পান করার আগে, আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দেবো ইন্দ্রজিৎ! [অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত]

সহসা মংগল আসিয়া বাধা দিল।

মংগল। যমালয়ে তোমাকেই আগে, যেতে হবে বিশ্বাসঘাতক! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও!

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলানাথ। আহা-হা, করেন কি মশাই! উনি যে আমাদের জামাইবাবু!

মংগল। তাই জামাই আদরটা ভাল করেই করতে হবে। বল শয়তান, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করবি, না—

ভৈরব। হাতে অস্ত্র থাকতে ভৈরব তোদের মত শিয়ালকে ভয় করে না।

মংগল। উত্তম! বীরত্বটা যাচাই করা যাক।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

প্রদীপ। [বিকারগ্রস্ত] যাবো, যাবো—পক্ষীরাজে চড়ে আমি সাত সাগরে পাড়ি দেবো! ওই যে কাকামণি আমায় ডাকছে! মা—আমি যাবো—

কাঞ্চন। প্রদীপ! ওরে বাবা আমার!

প্রদীপ। বাপি! তুমি আমায় ব'কো না! আমি আর দুষ্টুমি করবো না! ওই যে চাঁদ আমায় ডাকছে—আমি যাবো!

ইন্দ্রজিৎ। প্রদীপ! প্রদীপ বিকারের ঝোঁকে ভুল বকছে কাঞ্চন!

কাঞ্চন। তুমি যাও—একজন কবিরাজ—না-না, তুমি যেও না, তাহ'লে ওরা আমাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে!

ভোলানাথ। আমি যাচ্ছি মা! আপনারা এইখানেই অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষুনি কবিরাজ ডেকে আনছি।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রজিৎ। ভগবান! তুমি আমার সব নিয়ে কাঙাল সাজিয়েছ, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই প্রভু! শুধু আমার অনুরোধ, আমার প্রদীপকে কেড়ে নিও না!

প্রদীপ। আগুন—আগুন! বাপি—মা—আগুন—

কাঞ্চন। ভয় নেই বাবা! আমরা তোকে বাঁচিয়ে তুলবোই!

ইন্দ্রজিৎ। নিভে যাবে? ঝড়ের আঘাতে আমার প্রদীপ নিভে যাবে?

প্রদীপ। কাকামণি! আমার পক্ষীরাজ নিয়ে এস—আমার পক্ষীরাজ!

ইন্দ্রজিৎ। প্রদীপ—প্রদীপ! স্থির হ' বাবা! কবিরাজ তো এখনও এলো না কাঞ্চন!

একক‍ড়ির প্রবেশ।

এককড়ি। এসেছে বৈকি! ভেবেছিলাম, জীবনে আর কবিরাজি করবো না। কিন্তু নাঃ, আবার দেখছি হাত ধরতে হ'লো!

কাঞ্চন। কবিরাজ মশাই! আমার খোকনকে বাঁচিয়ে দিন!

এককড়ি। দেখি মা, তোমার খোকনের হাতখানা দেখি! [হাত দেখিয়া] ভগবান! শেষের দিনের শেষ রোগীটা তুমি ফিরিয়ে দেবে না প্রভু! আসি মা—

ইন্দ্রজিৎ। কেমন দেখলেন?

এককড়ি। ভাল। ভগবানকে ডাক বাবা, আমার আর কোন হাত নেই! [প্রস্থান।

কাঞ্চন। কবিরাজ মশাই মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন! তবে কি—তবে কি আমার খোকন—

প্রদীপ। কাকামণি, আমার পক্ষীরাজ, পক্ষীরাজ—কাকামণি—

বিশ্বজিৎ। [নেপথ্যে] বাপি—বাপি! আমি তোর পক্ষীরাজ এনেছি বাপি—

প্রদীপ। কাকামণি, আমার পক্ষীরাজ—আমার পক্ষীরাজ—

বিশ্বজিৎ। [নেপথ্যে] বাপি! পক্ষীরাজ এনেছি—

প্রদীপ। মা—বাবা—কাকামণি—আমার পক্ষীরাজ—কাকামণি—আমার—

ঘোড়া লইয়া বিশ্বজিতের প্রবেশ।

বিশ্বজিৎ। নে বাপি, তোর পক্ষীরাজ! বাপি—

প্রদীপ। কা—কা—ম—ণি—[মৃত্যু]

বিশ্বজিৎ। বাপি!

কাঞ্চন। খোকন! ওরে বাবা আমার—

ইন্দ্রজিৎ। ওরে সোনা আমার—যাদু আমার, মাণিক আমার! কথা ক' বাবা, কথা ক'! ওরে তোর কাকামণি পক্ষীরাজ ঘোড়া এনেছে তোর জন্য—খোকন—

ঝড়ের মত মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। আমার দাদুভাই কই বিশ্বজিৎ? আমার দাদুভাই?

বিশ্বজিৎ। তোমার দাদুভাই রাগ করে চলে গেছে মা!

মহামায়া। কোথায়?

বিশ্বজিৎ। মানুষ যেখানে গেলে আর ফিরে আসে না, সেই পরপারে—

মহামায়া। ওঃ, ভগবান!

ইন্দ্রজিৎ। নেই? তোমরা বলছো—আমার খোকন নেই? না-না, খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে, দেখ-না আর একটু পরে ও জেগে উঠবে! কাঞ্চন! এই দেখ কারা এসেছে, বিশ্বজিৎ মা—এরা আমাদের প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে!

কাঞ্চন। যাবো, যাবো—আমি আমার খোকনকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে যাবো! চল ঠাকুরপো, তুমি আমাকে নিয়ে চল! ওঃ, ক'দিনে খোকন আমার কত রোগা হয়ে গেছে দেখেছো! খেতে পায়নি

কি না! এবারে প্রাসাদে গিয়ে খুব ভাল করে রাজভোগ খাওয়াবো! খোকন, চল বাবা! চল—তুই রাজার ছেলে, রাজা হবি চল! ওরে, রাজা হবি চল!!

বিশ্বজিৎ। বৌদি!

কাঞ্চন। আঃ, পিছনে পিছনে এস ঠাকুরপো! দেখছো-না প্রদীপ ঘুমুচ্ছে, ও জাগার আগেই আমাদের প্রাসাদে পৌছে যেতে হবে!

[প্রদীপকে লইয়া প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। মা!

মহামায়া। মা! না-না, আমি মা নই—আমি ডাকিনী! আমার জন্যই সব শ্মশান হয়ে গেল! আমি কি করবো? কার মাথা চিবিয়ে খাবো? ওঃ, জ্বলে গেল, বুকটা জ্বলে গেল! দাদুভাই—দাদুভাই! আমার উপর রাগ করে তুই চলে গেলি? ওরে দাঁড়া—দাঁড়া, আমি যাবো—অমিও তোর সংগে যাবো!

বিশ্বজিৎ। মা! ফিরে এসো।

মহামায়া। আসবো—আসবো! বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎ—তোরা যা—ওই বুঝি প্রাসাদে আগুন লেগে গেল! ওই বুঝি সেই আগুনে কমলগড়ের রাজলক্ষ্মী পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে! তোরা যা—প্রাসাদ-খানাকে রক্ষা কর—আমি আমার দাদুভাইকে ডেকে নিয়ে আসি! তোরা যা—তোরা যা—

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। দাদা!

ইন্দ্রজিৎ। বিশ্বজিৎ! আমার আশার প্রদীপ কেন নিভে গেল জানিস? আমারই জন্য। আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম নরবলি দেবো,

তাই মা আজ আমার প্রদীপকে ছিনিয়ে নিয়ে আমার অবাধ্যতার শাস্তি দিলেন! ওঃ—পুত্রশোকের যে এত জ্বালা—এ আমি কোন-দিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

মংগলের প্রবেশ।

মংগল। বড় রাজা! পুত্রহারা বেদনায় ভেঙে পড়লে আপনার চলবে না! এক পুত্র গেছে, কিন্তু লক্ষ পুত্র আজ আপনার মুখের দিকে আকুল আগ্রহে চেয়ে আছে। মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়ান। কুচক্রী রুদ্রপ্রতাপের হাত থেকে আপনার রাজ্যবাসী প্রজাগণকে রক্ষা করুন!

বিশ্বজিৎ। না-না, রাজ্যের আর প্রয়োজন নেই! যেখানে হারিয়ে গেল আমার সোনার বাপি, সে রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক!

ইন্দ্রজিৎ। তা হয় না বিশ্বজিৎ! মংগল ঠিকই বলেছে। আমার এক পুত্র গেলেও লক্ষ পুত্র আছে এই কমলগড়ের বুকে। তাদের রক্ষার ভার আমাকেই নিতে হবে। কিন্তু আমি একা কেমন করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো মংগল?।

মংগল! একা নয় মহারাজ, দেশের রাজার মান-সম্মান রক্ষা করতে আমার দুশো জোয়ান ভাই দাঁড়াবে আপনার পাশে—যে শক্তি এতদিন তারা লুণ্ঠনের কাজে ব্যয় করেছে, আজ সেই শক্তি দিয়েই তারা আপনার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করবে! আসুন মহামান্য রাজা ইন্দ্রজিৎ! পুত্রশোকের তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসকে অন্তরে লুকিয়ে রেখে অত্যাচারের অবসানে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন আসুন!

[প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। দাদা! তোমার প্রাণটা কি পাথর দিয়ে গড়া?

ইন্দ্রজিৎ। ওরে ভাই, প্রাণ কারও পাথর দিয়ে গড়া হয় না—পাথর দিয়ে গড়ে নিতে হয়। সহশক্তি আর সেশক্তি ঈশ্বরেরই দান। বিশ্বজিৎ! ভেবে দেখ, প্রদীপের মত আমার দেশের কত লক্ষ লক্ষ অনাথ দরিদ্র বালক বিনাচিকিৎসায় অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যু-বরণ করছে! আমি দেশের রাজা হয়েও তাদের বাঁচার জন্য এতটুকু সাহায্য করতে পারিনি। তাই তো আজ অকালে হারিয়ে গেল আমার সন্তান!

বিশ্বজিৎ। রাজ্য কি হবে দাদা! বাপির জীবনের চেয়ে রাজ্য বড় নয়!

ইন্দ্রজিৎ। ওকথা থাক বিশ্বজিৎ! শুধু মনে রাখ, কমলগড়ের সিংহাসনে তোকে বসতেই হবে। আয় ভাই, প্রতি মুহূর্তে পুত্রশোকের তীব্র জ্বালা আমার স্নায়ুতন্ত্রে আঘাত করছে। ওরে—বিলম্বে হয়তো আমি আমার কর্তব্য হারিয়ে ফেলবো, হয়তো ভুলে যাবো আমার পিতার পবিত্র সিংহাসন আজ শত্রুকবলিত। আয় বিশ্বজিৎ, আয় ভাই! নরপিশাচ রুদ্রপ্রতাপের হাত থেকে সবলে রাজমুকুট ছিনিয়ে নিয়ে, আমি আবার নূতন করে তোকে অভিষিক্ত করবো রাজপদে—মাথায় পরিয়ে দেবো আমার পিতামহের চিরগৌরবান্বিত কণক-কিরীট! তারপর আমি যাবো সেখানে, যেখানে ঘুমিয়ে থাকবে আমার প্রদীপ—সেই নীরব শ্মশানের নিস্তব্ধ চিতাভস্মের পাশে সজাগ প্রহরী থাকতে!

[বিশ্বজিতের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

———

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদের একাংশ।

[নেপথ্যে। জয় মহারাজ ইন্দ্রজিতের জয়!]

যুদ্ধরত ভৈরব ও বিশ্বজিতের প্রবেশ।

বিশ্বজিৎ। পথ ছাড় ভৈরব! অকারণ বাধা দেবার চেষ্টা ক'র না।

ভৈরব। বাধা আমি দেবোই।

বিশ্বজিৎ। মরতে হবে।

ভৈরব। সাধ্য থাকে মারো।

বিশ্বজিৎ। ভাল, তবে তুমিই আগে যাও।

[উভয়ের যুদ্ধ ও ভৈরবের প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। হাজার হলেও ভগ্নিপতি। অস্ত্রখানা বুকে বসিয়ে দিতে মনটা যেন কেমন ঘিন ঘিন করে উঠল!

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। অস্ত্র ধর বিশ্বজিৎ!

বিশ্বজিৎ। চন্দ্রসেন! তুই আমার সংগে যুদ্ধ করবি?

চন্দ্রসেন। হ্যাঁ, করবো।

বিশ্বজিৎ। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? সেদিন যে আমাদের মুক্তি দিয়েছিল—

চন্দ্রসেন। আজ নিজের মুক্তির জন্য আমার যুদ্ধ করার প্রয়োজন ভাই!

বিশ্বজিৎ। উপকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না!

মংগলের প্রবেশ।

মংগল। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব! অস্ত্র হাতে নিয়ে ছেলে-খেলা সাজে না কুমার! মিত্র হলেও সে যখন বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছে তখন তার সংগে যুদ্ধ করতেই হবে।

চন্দ্রসেন। সাবাস মংগল! এস—যুদ্ধ কর!

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

বিশ্বজিৎ। যাই দেখি—শালা ভগ্নিপতিটা কোথায় গেল।

[প্রস্থান

যুদ্ধ করিতে করিতে ইন্দ্রজিৎ ও ভৈরবের প্রবেশ।

ইন্দ্রজিৎ। ভৈরব! এখনও যুদ্ধ করতে চাও?

ভৈরব। চাই। ভৈরব জীবিত থাকতে কমলগড়ের সিংহাসনে আমি তোমাকে বসতে দেবো না।

ইন্দ্রজিৎ। মূর্খ! যে সিংহাসন চাইলে পেতে, আজ তারই জন্য তোমাকে মরতে হবে।

ভৈরব। ভৈরব মৃত্যুকে ভয় করে না, ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। ভৈরব! আমি বুঝতে পারছি না, তুমি মানুষ না হিংস্র জানোয়ার? একদিন তোমার পিতৃরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে আমার কাছে এলে, আমিই তোমাকে বিশ্বজিতের মত ভালবেসে আমার ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম। তার কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা নেই?

তোমারই জন্য আমার প্রদীপ হারিয়ে গেল! তুমিই মন্ত্রীর কথায় ভুলে, আমার বুকে আঘাত দিলে!

ভৈরব। ওসব কথা ছেড়ে দাও, ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। তুমি আমার ছোট বোনের স্বামী—আমার আত্মীয়—তোমার গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে মনটা কাঁদে! তাই শত অপরাধ করলেও, ইন্দ্রজিৎ তোমাকে ক্ষমা করছে! তুমি পালাও ভৈরব—পালাও—

ভৈরব। তুমি আমাকে ক্ষমা করলেও আমি কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করবো না! তোমার মৃত্যুই আমার লক্ষ্য!

ইন্দ্রজিৎ। বুঝলাম। নিয়তি তোমায় স্মরণ করেছে!

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

একটি কালোবস্ত্রে আবৃত হইয়া রাজমুকুট লইয়া রুদ্রপ্রতাপের প্রবেশ।

রুদ্রপ্রতাপ। শত্রু-সৈন্যেরা প্রাসাদ অধিকার করেছে। এই সুযোগে ওই পিছনের পথ দিয়ে সরে পড়তে হবে! কৌশলে চন্দ্রসেনের হাত থেকে রাজমুকুটা হস্তগত করেছি—কোষাগার থেকে অজস্র ধনরত্নও নিয়েছি। চিন্তা কি! কোন দূরদেশ গিয়ে বাকী জীবনটা শান্তিতেই কাটানো যাবে। ওই শত্রুর জয়ধ্বনি না! আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়—পালাতেই হল।

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। চোরের মত চুপি চুপি পেছনের দরজা দিয়ে কোথায় সরে পড়ছেন মন্ত্রীমশাই?

রুদ্রপ্রতাপ। কে—ভৈরব? আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম।

ভৈরব। তাই নাকি?

রুদ্রপ্রতাপ। আর যুদ্ধে দরকার নেই ভৈরব! তুমিও একদিকে সড়ে পড়।

ভৈরব। সেকি! সিংহাসন?

রুদ্রপ্রতাপ। সিংহাসন তোমার ভাগ্যে আর জুটলো কই ভায়া?

ভৈরব। রাজমুকুট?

রুদ্রপ্রতাপ। যাদের মুকুট তাদের ঘরেই আছে। পারো তো ছিনিয়ে নাও।

ভৈরব। মিথ্যা কথা! মুকুট আপনার কাছেই আছে। দিন—মুকুট দিন!

রুদ্রপ্রতাপ। এ মুক্তার মালা তোমার কপালে টিঁকবে না ভায়া!

ভৈরব। সে বুঝবো আমি। আপনি মুকুট দিয়ে যান!

রুদ্রপ্রতাপ। এটার দিকে আর নজর দিও না ভৈরব! এই মুকুটটা বিক্রী করে যা দু-এক পয়সা পাবো তাই নিয়ে আমি তীর্থযাত্রা করবো।

ভৈরব। তাহলে আপনার গঙ্গাযাত্রার আয়োজনটা আমিই করে দিই মন্ত্রীমশাই! [অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত]

রুদ্রপ্রতাপ। ভৈরব!

ভৈরব। তোমার কথায় বিশ্বাস করে যে পাপ আমি করেছি তা তোমার রক্তেই আমি মুছে ফেলবো শয়তান! [অস্ত্রাঘাত]

রুদ্রপ্রতাপ। আঃ—জল—

ভৈরব। দে পিশাচ—মুকুট দে! [মুকুট কাড়িয়া লইল] যা—এইবার ওই পচা নর্দমার জল খেয়ে শেষনিঃশ্বাস ফেলগে যা!

রুদ্রপ্রতাপ। ওঃ—জল—একটু জল!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

ভৈরব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আশার অর্ধেক ফল। রাজা হতে না পারলেও রাজমুকুটটা নিয়ে যাবো আমার দেশে।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। [ভৈরবকে অস্ত্রাঘাত করিয়া] তার আগে তোমাকে শেষনিঃশ্বাস ফেলতে হবে এই কমলগড় প্রাসাদে।

মংগলের প্রবেশ।

মংগল। [চন্দ্রসেনকে অস্ত্রাঘাত করিয়া] তোমাকেও ঘুমিয়ে থাকতে হবে ওর পাশে।

চন্দ্রসেন। ওঃ—ভালই করলে মংগল! দেশদ্রোহী রাজদ্রোহী পিতার কুকীর্তির সাক্ষ্য নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই আমার গৌরবের। বিদায় কমলগড়—বিদায় আমার জন্মভূমি! তোমার ঋণ পরিশোধ না করেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে, এরজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা ক'র মা—ক্ষমা ক'র।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

মংগল। চন্দ্রসেন শেষ। এইবার চাই শয়তান রুদ্রপ্রতাপকে।

ভৈরব। রুদ্রপ্রতাপ আর ইহলোকে সেই মংগল, আমিই তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছি! আঃ—

মংগল। কে? ও—তুমি? তবু ভাল, তোমার পাপের বোঝা

কিছুটা হাল্কা হ'ল! যাও ভৈরব! এইবার তুমি নরক আলো করগে'—

[প্রস্থান।

ভৈরব। নরক? কই? কোথায়? কতদূরে নরক?

বিশ্বজিতের প্রবেশ।

বিশ্বজিৎ। নরক দূরে নয় ভাই! নরক এই মাটির বুকে। এ কি ভৈরব! তুমি? তুমিও মরছো?

শাণিত ছুরিকা হস্তে মাধবীর প্রবেশ।

মাধবী। ওর সংগে তোমাকেও মরতে হবে ছোড়দা [**অগ্নি-**মূর্তিতে বিশ্বজিতের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে গেল]

সহসা ছদ্মবেশে কণিকা আসিয়া বিশ্বজিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাধবীর আঘাত নিজ বক্ষে লইল।

কণিকা। ওঃ—স্বামী—

বিশ্বজিৎ। কণিকা!

মাধবী। নাও, এইবার সুখে ঘরকন্না কর রাক্ষস! তুমি যেমন আমার সিঁথির সিঁন্দুর মুছে দিলে, আমিও তেমনি তোমার বুক থেকে তোমার কণিকাকে কেড়ে নিলাম।

বিশ্বজিৎ। কণিকা—তুমি—এ বেশে—

বেচারামের প্রবেশ।

বেচারাম। ওই বেশে বৌরাণীই সেদিন তোমাকে কারাগার থেকে রক্ষা করেছিল ছোট রাজা। বৌরাণী—বৌরাণী! ওঃ—ভগবান!

বিশ্বজিৎ। কণিকা! আমি তোমাকে দিয়েছি তাচ্ছিল্যের চরম-আঘাত, আর তুমি দিলে আমার জন্য তোমার নিজের জীবন!

মাধবী। প্রতিশোধ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! পূর্ণ প্রতিশোধ!

ভৈরব। বিশ্বজিৎ! আমি যাবার সময় তোমাকে বলে যাচ্ছি—যদি পারো—তোমার এই মায়াবী বোনটাকে তুমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিও! পর-শত্রুকে পার আছে ভাই, কিন্তু ঘর-শত্রুকে পার নেই! ও বেঁচে থাকলে কমলগড়ের প্রাসাদ ছ'দিনে শ্মশানে পরিণত হবে!

মাধবী। মরার সময় মরণকামড় দিয়ে যাচ্ছো বুঝি?

ভৈরব। তা আর পারলাম কই? হ্যাঁ—আর একটা কথা, দাদার সংগে দেখা হলে বলো রিক্তা-নদীর বাঁধের ধারে যে সন্ন্যাসী নরবলি চেয়েছিল সে আমিই! তোমার বোন আর মন্ত্রীর পরামর্শে আমিই সেদিন তার সঙ্গে শঠতা করেছিলাম! ওঃ—ভগবান! তুমি আমায় ক্ষমা কর দয়াময়—ক্ষমা কর!

[প্রস্থান।

বেচারাম। এইবার পোড়ারমুখী! আমার ইচ্ছা করছে, তোর মাথা মুড়িয়ে—ঘোল ঢেলে—তোকে নগর পার করে দিয়ে আসি! কি বলবো, তুই আমার মেয়ে হলে জন্মের পরই আমি তোকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতাম!

মাধবী। রাজমুকুট আর রাজসিংহাসন আমার চাই! ছোড়দা আজ এই হতচ্ছাড়ী তোমাকে রক্ষা করলেও আমার হাতে তোমার মৃত্যু একদিন হবেই! স্বয়ং বিধাতাও সেদিন তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন না!

[প্রস্থান।

কণিকা। বেচারাম-দা! কুমারকে তুমি দেখো!

বেচারাম। তা দেখবো বই কি! বয়স তো হচ্ছে না, দিন দিন আমি ছেলেমানুষই হচ্ছি! তোরা সবাই মিলে আমাকে ফাঁকি দিবি, আর আমি মার্কণ্ডেয়র পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকবো! নাঃ—আর নয়, আজই আমি সত্যসত্যই কাঁকনতলায় ফিরে যাবো!

[প্রস্থান।

কণিকা। বেচারাম-দা চলে গেল?

বিশ্বজিৎ। যাক্, আজ আমি কাউকে বাধা দেবো না।

কণিকা। ওগো, তুমি একটিবার বল—তুমি আমাকে সন্দেহ কর না—তুমি আমাকে—

বিশ্বজিৎ। কণিকা! আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—ক্ষণিকের উন্মাদনায় তোমাকে ভুল বুঝলেও—আজ আমার কাছে তুমি গঙ্গার মত পবিত্র!

কণিকা। আঃ! শান্তি—[মৃত্যু]

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ইন্দ্রজিৎ। বিশ্বজিৎ! চল ভাই এইবার—এ কি! কে?

বিশ্বজিৎ। কণিকা!

ইন্দ্রজিৎ। বৌমা! এ যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা দেহ! ওঃ—ভগবান! না-না, আর আমি সহ্য করতে পারছি না! একের পর এক এমন নিদারুণ আঘাতে আমি পাগল হয়ে যাবো! প্রদীপ নেই, বৌমাও চলে গেল! যাক, সব ধ্বংস হয়ে যাক! কমলগড়ের নাম পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাক!

মংগলের প্রবেশ।

মংগল। মহারাজ! সর্বহারা প্রজাগণ মুক্ত প্রাসাদ-অংগণে দাঁড়িয়ে আপনাদের দু'টি ভাইকে তারা আন্তরিক অভিবাদন জানাতে চায়। আসুন।

ইন্দ্রজিৎ। আমি যাবো না মংগল! প্রজাদের কাল প্রভাতে বিশ্বজিৎ তাদের সেবক হয়ে, শাসনভার হাতে নিয়ে, তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করবে!

বিশ্বজিৎ। দাদা! তুমি কোথায় যাবে?

ইন্দ্রজিৎ। ওই রিক্তা-নদীর বাঁধের উপর একখানা চালাঘর তৈরী করে দিস ভাই! যে ক'টাদিন বাঁচবো, আমি আর কাঞ্চন ওখানেই বাস করবো!

মংগল। মহারাজ! রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আপনি কুটিরে বাস করবেন?

ইন্দ্রজিৎ। করবো! প্রাসাদ আমার কাছে বারুদের স্তূপ মংগল! প্রদীপ নেই, কণিকাও হারিয়ে গেল! বুকের পাঁজরখানা আমার নিয়তির আঘাতে আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ। তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি থাকবো সেখানে, যেখানে আমার বুকের মাণিককে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। ওরে বিশ্বজিৎ! সেই প্রদীপের শিখায় চির-উজ্জল হয়ে থাকবে ওই **রিক্তা-নদীর বাঁধ**!

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা।

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

আলোর ডাক
(ভক্ত ধ্রুব)

অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট-কবি শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত। "সত্যম্বর অপেরায়" অভিনীত। চরিত্র বৈচিত্র্যে ঘটনাবহুল অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত একটী উন্মাদনাময় চিত্র। আলেয়ার ডাকে নয়—আলোর ডাকে কে ছুটে গিয়েছিল সেই আলোকময় পথ লক্ষ্য করে। কোন পুণ্য লগ্নে জন্ম তার—যার রোমাঞ্চকর জীবনের ঘটনাপ্রবাহে—পাবেন হাসি, অশ্রু, বীররসের আস্বাদ। তারই জীবন্ত চিত্র দেখুন করুণরসাত্মক এই পৌরাণিক নাটকখানিতে। দাম—২'৭৫ টাকা।

রক্তরাঙা পলাশী

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত নূতন ঐতিহাসিক নাটক। বাণী অপেরা ও মালতী নাট্য সমাজে অভিনীত। কার খুনে রাঙা হ'ল পলাশীর শ্যামল প্রান্তর? সিংহাসনের মর্য্যাদা ও বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে রক্তের আখরে কে লিখে দিল মৃত্যুর স্বাক্ষর। জীবন-মৃত্যুর সমরাঙ্গণে বিদেশী দস্যুর অন্তর কেঁপে ওঠে; স্বার্থান্ধ বাঙালী কিন্তু ভাই ভায়ের মৃত্যুর কবর রচনা করলো। পলাশীর মাটী লালে লাল হ'ল দেশপ্রেমিকের রক্তস্রোতে। দাম ২'৭৫ টাকা।

অভিশপ্তার সন্তান
(পারের যাত্রী)

নট-কবি শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ নবশক্তি ও নিউ ভোলানাথ অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী! মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে। ইহার পরিচয় কি দিব? নাটকখানি সংস্করণের পর সংস্করণ হইতেছে নাট্যামোদী সুধীবর্গের অবিদিত নাই। জন্মের জন্য কোন মানুষই দায়ী নহে; কর্ম্মই যে মানুষের মাপ কাঠি, সে পরিচয় দিলে অজ্ঞাতকুলশীল সাহসিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে। এই পৌরাণিক নাটকখানি তারই জলন্ত চিত্র। দাম ২'৭৫ টাকা।

মানুষ দেবতা

নট-কবি শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। নূতন ভক্তিমূলক নাটক। হাওড়া সৌখিন নাট্য সমাজে সগৌরবে অভিনীত। মানুষ দেবতা বলে পরিচিত হন কখন? যখন তাঁর মধ্যে অলৌকিক একটা কিছু দেখা যায়। এই নাটকে মহামানবও এসেছিলেন রক্তমাংসের দেহধারী মানব হ'য়ে, কিন্তু অদৃশ্য দেবশক্তির প্রেরণায় তাঁর মধ্যে দেবত্বের স্ফুরণ হ'তে দেখে লক্ষ লক্ষ মানুষই তাঁকে দিলেন দেবতার আসন। দাম—২'৭৫ টাকা।

দে সাহিত্য কুটীর—১১, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৬

যাত্রাজগতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটকাবলী

চেঙ্গীজ খাঁ ২৸০
মাটির প্রদীপ ২৸০
দস্যু মোহন ২৸০
শয়তানের খেলা ২৸০
চুয়াচন্দন ২৸০
চম্পা নদীর পারে ২৸০
জীবন্ত কনক ২৸০
মিলন যজ্ঞ ২৸০
শয়তান ২৸০
মিলন সেতু ২৸০
মানুষ দেবতা ২৸০
এই তো বাঙালী ২৸০
হারানো সুর ২৸০
কঙ্কাবতীর ঘাট ২৸০
বোবাণীর দেশ ২৸০
অপরাজিতা ২৸০
জীবন সংগ্রাম ২৸০
অগ্নি বাসর ৩৲
আগুন ২৸০
আহ্বান ৩৲
মসনদ কার? ২৸০
অভিশপ্তার সন্তান ২৸০
প্রথম পাণিপথ ২৸০
সাঁঝের প্রদীপ ৩৲
শয়তানের মুখোস ২৸০
…য়ের পূজা ২৸০
— … পলাশী ২৸০
দেশ … ২৸০

গৃহলক্ষ্মী ২৸০
বিদ্রোহী ২৸০
নাচমহল ৩৲
পাপ ও পাপী ২৸০
মোহন মালা ২৸০
শাপমোচন ২৸০
ভক্ত ধ্রুব ২৸০
মসনদ ২৸০

— ধর্মগ্রন্থ —

মহাভারত ১০৲
রামায়ণ ১০৲
শ্রীমদ্ভাগবত ১৬৲
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ১২৲
বৃহৎ সারাবলী ১৬৲
পুরোহিত দর্পণ ৯৲
খিলহরিবংশ ১২৲
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ৪৲
জন্মান্তর রহস্য ৩৸০
দেবতা ও আরাধনা ৩৸০
কামসূত্র ৩৲

—চিকিৎসা পুস্তক—

দ্রব্যগুণ বিজ্ঞান ২৸০
সহজ কবিরাজী শিক্ষা ২৲
অব্যর্থ মুষ্টিযোগ ১৸০
সহজ ডাক্তারি শিক্ষা ২৲
হাকিমী চিকিৎসা ১৲
প্যাটেন্ট ঔষধ শিক্ষা ২৲
পশু চিকিৎসা ২৲

— জ্যোতিষ

হস্তরেখা বিচার
বরাহ মিহির ও খ
সামুদ্রিক
স্বপ্নফল কল্পদ্রু
বাস্তু গোপাল
কোষ্ঠীলিখন প্রণা
হাত দেখা শিক্ষা
জ্যোতিষ দীপিব

— তন্ত্র মন্ত্র

কামাখ্যা তন্ত্র
রাক্ষসী তন্ত্র
অদ্ভুত ইন্দ্রজাল
কশ্যপ তন্ত্র
সাঁওতালী বশীক
ডাকিনী মন্ত্র
কামরূপী তন্ত্র
অদ্ভুত গুপ্তবিদ

—বিবিধ—

স্বদেশী শিল্প শি
আরব্য উপন্যা
পারস্য উপন্যা
ঠাকুরমার ঝুলি
ঠাকুরমার রূপক
ঠাকুরদাদার ঝুলি
ইংরাজী ভাষা শি
যাদুবিদ্যা শিক্ষা